সন্ধ্যামণি।

(গীতিকাব্য)।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

প্রণীত।

শ্রীসুশীলচন্দ্র নিয়োগী এম এ, বি এল,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১৩৩৩

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩৷১৷১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা
১৬৷১এ বিডন ষ্ট্রীট, "মানসী প্রেসে"
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আমি ভূমিকা লিখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেও ভূমিকার হিসাবে কিছুই লিখিলাম না। সেরূপ কিছু লিখিতে গেলে আমি মনে করি, কবির গৌরব খর্ব্ব করা হইবে। ভূমিকার কবি-প্রতিভার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় দিতে হইলে, স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার আবশ্যক হয়। কিন্তু, সে অবসর ও ক্ষেত্র আমার নাই। এখানে স্থূলতঃ এই মাত্র বলিতে পারি, পুরোভাগেই আনন্দের অনন্ত সরোবর বিস্তৃত রহিয়াছে; ভাবুক পাঠক তাহাতে অবগাহন করুন, অনুপম আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। হরিশ্চন্দ্রের যে কবিতাই যিনি পাঠ করিবেন, ঝঙ্কারে ভাবে অনুরাগে আবেশে কবিত্বে সকলেই আত্মহারা হইবেন।

আমি ব্রাহ্মণ। সুতরাং আমার এ ভূমিকা অন্য কিছু না হইলে, ব্রাহ্মণের শুভাশীর্ব্বাদ! হরিশ্চন্দ্র দীর্ঘজীবী হউন; অমর কবিগণের মধ্যে তাঁহার বর আসন চির-প্রতিষ্ঠিত থাকুক। ইতি—

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।
"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়, হাওড়া।
মাঘী পূর্ণিমা, ১৪ই মাঘ।
সন ১৩৩২ সাল।

সূচীপত্র

ভ্রম-সংশোধন।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ
এল	৩৬	১৭	এস
কর	৪১	২২	করে
আলোরি	৫২	৪	আলোকরি
জানে	৯৩	৮	জাগে

সন্ধ্যামণি

০:•:০

উপহার।

হায়! নেহারিয়া কা'র নবেন্দু-বদন,
নির্ম্মম সংসার, সখি, শত-সুখধাম,
প্রণয়ের সুখ-নীরে সজল জীবন!
হেরি কা'র মধুময় সরোজ-বয়ান,
কা'র প্রীতিময়ী মূর্ত্তি হেরিয়া নয়নে,
জ্বলন্ত পার্থিব দুঃখ হয় অবসান!
কা'র প্রেম-রশ্মিমাখা বিকচ বদনে,
সংসারের সুখ মম চির মূর্ত্তিমান্!
তোমাতেই, বিনোদিনি;—তুমি, প্রিয়তমে,
প্রাণময়ী, প্রেমময়ী, প্রীতিস্বরূপিণী,
পূর্ণ-প্রভা ধ্রুবতারা সংসার-গগনে;
তুমিই বিষণ্ণ প্রাণে কবিত্ব-রূপিণী।
এস তবে, প্রেমরাণি, হৃদয়-বাসিনি,
আদরিণি, সোহাগিনি, সর্ব্বস্ব আমার;
শত সাধে জড়াইনু তব, সুহাসিনি,
কুন্তলে এ সন্ধ্যামণি, প্রেম-উপহার।

——০——

আক্ষেপ।

হায় পিতা পতিত-পাবন!
কেন নিরমিলে ধরা দুঃখের কানন;
তব সৃষ্ট জীবদলে, ভাসিতে নয়নজলে,
দেখিয়া কি হও নাথ আনন্দে মগন!

তুমি ইচ্ছাময় নাথ!
ইচ্ছায় সৃজিতে পার সুখের সদন!
তবে নাথ কেন হায়, কি বিষাদে পুনরায়,
করিলে এমন সৃষ্টি দুঃখের ভবন।

গাহিতে মহিমা তব
দেখ নাথ, হাসে ঊষা ত্রিদিব-সুন্দরী!
শ্রীঅঙ্গে কুসুম পরি, হেমথালা করে ধরি,
গলে মৃদু চারুতম লাবণ্যলহরী।

তোমারি কৃপায় নাথ!
মন-বিনোদিনী সন্ধ্যা দেয় দরশন;
বিহঙ্গ কাকলি গায়, বহে সুরভিত বায়,
সুনীল নীলাম্বু-নীরে লুকায় তপন।

নেহারি বরষাকালে,
প্রকৃতির শ্যাম-শোভা প্রফুল্ল কোমল,
চমকি কনক ভাসে, চপলা চঞ্চলা হাসে,
তরু লতা ফলে ফুলে হাসে ধরাতল।

তোমারি কৃপায় হেরি—
উজলিয়া নিরমল সুনীল গগন,
সুখদ শরত কালে, ভূষিত তারকাজালে
হাসে পরিপূর্ণ শশী নয়ন-নন্দন।

আবার বসন্ত কালে,
বিকসিত ফুলজালে কানন-বল্লরী,
কুসুমকানন হাসে, নব শোভা পরকাশে,
কোকিল-কাকলি বনে—অমৃত-লহরী।

তোমার ইচ্ছায় নাথ!
অনন্ত অসীম শোভা ভুবনমণ্ডলে,
সহ জীব জন্তুগণ, ফিরিতেছে অনুক্ষণ,
তোমারি ইচ্ছায় পুনঃ যাবে রসাতলে।

অনন্ত অচিন্ত্য তুমি,
তব ইচ্ছাধীন এই বিশ্ব চরাচর,
সৃজন পালন তুমি, আজি এই ভবভূমি,
তোমারি ইচ্ছায় নাথ দুঃখের আকর!

তব ইচ্ছা হলে নাথ !
হইত এ ভূমণ্ডল চিরসুখময়,
অশ্রুজল হাহাকার • রব উঠি অনিবার
কলুষিত করিত না গগননিলয়।

হায় এই ভূমণ্ডলে,
কেহ বসি যামিনীতে তরুর তলায়,
বসুমতী জননীরে ভিজায় নয়ন-নীরে,
তাপিত কাতর প্রাণ দুঃখের জ্বালায়।

কত হতভাগ্য নর
নিরন্তর পরিশ্রমি বিদগ্ধ জীবনে,
বিশুষ্ক মলিন মুখ, দুঃখে বিদরিছে বুক,
ভাবিতেছে দুঃখ—বদ্ধ অদৃষ্টবন্ধনে।

কৃতান্ত পীড়নে কেহ—
কাঁদিছে স্মরণ করি প্রিয়ার বদন,
সেই প্রেমময়ী কথা, প্রণয়-শিকলে গাঁথা,
বিদায়ে সজল আঁখি— মিলনে চুম্বন !

কত শত পতিহীনা
স্বর্গগত পতিমুখ করিয়া স্মরণ,
ভুবন প্লাবিত ক'রে, কাঁদিছে করুণ-স্বরে
জগতের সুখ-সাধ করি সমাপন !

আবার কোথাও মরি!
কাঁদিতেছে পাগলিনী অভাগী জননী,
এলোথেলো বেশ হায়, ধূলি-ধূসরিত কায়,
হারাইয়া প্রিয়তম নয়নের মণি!

দুঃখময় পৃথ্বী নাথ!
যোগীন্দ্র-চিন্ময় কিবা রাজরাজেশ্বর,
কিবা রাজপ্রণয়িনী, কিবা পথকাঙ্গালিনী,
কিবা কুলবধূ—চির সারল্য আকর—

সকলে সমান দুঃখী,
কেহ কাঁদে বসি হায় রত্ন-সিংহাসনে,
কেহ বা ধরণীতলে, প্রাণের জ্বালায় জ্ব'লে,
কাঁদিতেছে অবিরল মৃত্তিকা-শয়নে।

দুঃখময় ধরাতল!
দুঃখের মানব-জন্ম, সংসার-মায়ায়—
বাঁধা আছে নিরন্তর, আজীবন দুঃখকর,
বিদ্যুৎ প্রতিম সুখ অচিরে লুকায়।

সেই সুখবিন্দু হায়!
আঁধার আকাশে যেন স্থির-সৌদামিনী,
পরিমল-সমাকুল, প্রান্তরে বসন্ত-ফুল,
মরুভূমে, নিরমল সুধা-তরঙ্গিণী।

সেই সুখ-সুধাবিন্দু,
যেই সুধা নিরমল অমর-বাঞ্ছিত,
যেই সুধা অনুক্ষণ, ধরাতল-আকিঞ্চন,
তোমার চরণে সুধু আছে বিরাজিত।

সেই সুখী ধরাতলে,
মনের নয়নে খুলি হৃদয়ের দ্বার,
যে জন ভকতি-ভরে, ডাকিয়া কাতর স্বরে,
তোমার চরণ-পদ্ম দেখে অনিবার !

সেই পদ্ম সুবিমল !
তোমার পবিত্র প্রেম—অমূল্য রতন,
করি যারে পরশন, পবিত্র মানব মন,
দুঃখের জনমে থাকে সুখে নিমগন।

সন্ধ্যা।

উজলি গগন-পাত,
অস্ত যায় দিননাথ,
সোনার কিরীট-খানি ধীরে ধীরে খুলেছে।
দলে দলে দিগঙ্গনে,
চারু রূপজ্যোতিঃ সনে,
সুনীল আঁচলে কত সৌদামিনী বাঁধিছে।
তরুর শিখরে মরি!
কিরণ-কিরীট পরি'—
কচি কচি নব দল সন্ধ্যানিলে দুলিছে।
কলকণ্ঠ কোকিলায়,
পঞ্চমে ঝঙ্কারি গায়;
কাকলী লহরী-লীলা সমীরণে ভাসিছে।
চুম্বি' স্ফুট মল্লিকারে,
অচল সৌরভ-ভারে,
মন্থরে দক্ষিণ শীত' গন্ধবহ বহিছে।
স্বর্ণ-জ্যোতিঃ-কিরীটিনী,
ম্লান মুখে বিষাদিনী,—
ভানু-বিলাসিনী দিবা অন্ধকারে ডুবিছে।
পরিয়া নবমী শশী—
ললাটে, উজলি দিশি
অমৃতমালিনী সন্ধ্যা ধরাতলে নামিছে।

পতি-হীনা।

একি আজি দেখিতেছি, নলিনী সুন্দরি ?
নিদারুণ তোমায় এ বেশ অপরূপ !
কে ছিঁড়িল, কুসুমিত হিরণ্য-বল্লরী ?
কে দলিল, পদতলে এ কমল-স্তূপ ?
পূর্ণশশী পরি' ভালে,
এই যে হাসিতেছিল বসন্ত যামিনী ;—
নয়ন না পালটিতে,
কে আনিল ; বল দেখি অমা-তমস্বিনী !

নহে বহু দিন গত দেখেছিনু হায়,
পূর্ণ-চন্দ্রনিভ ফুল্ল বদনে তোমার,
কি স্বর্গ-লাবণ্য ঝরে স্নাত-চন্দ্রিমায় !
মৃদু-স্মিতে উদ্ভাসিত মাধুরী-সম্ভার !
দেখেছিনু স্নেহ-মুখ,
লজ্জারুণে আরক্তিম অনিন্দ্য সুন্দর,
কমনীয় কলেবরে,
কি স্বর্গ-পবিত্র বিভা ঝরে নিরন্তর !

দেখেছিনু, কমনীয় কণ্ঠ সুকুমার,
সুললিত ভুজ-বল্লী হিরণ্যে উজ্জ্বল ;

ফুলহারে বদ্ধ কাল-কুন্তলের ভার,
অলকান্তে সিন্দুরের রেখা নিরমল।
—অলক্ত রঞ্জন-রাশি,
করিয়াছে রক্তিমাভ চরণযুগল ;
বিচিত্র-বরণ-বাসে
আবরিত মনোহর তনু সুকোমল।

আজি কোন্ নিদারুণ পাষাণ নির্ম্মম,
সে অমরী-ফুল্ল-রূপ, করিল সংহার ?
দেহ হ'তে হেমরাশি করি উন্মোচন,
কণ্ঠ হ'তে কেড়ে নিল সুবর্ণের হার !
কে নির্ম্মম-করে আজি,
ফুলহারে বদ্ধবেণী নির্দ্দয়ে খুলিয়া,
জনমের মত তব,
অদমিত কেশভার দিল এলাইয়া ?

কে মুছিয়া দিল আজি ;
সে সিন্দুর-বর-রেখা ললাটে তোমার ?
আয়তির নিদর্শন, শত খণ্ড করি,
মুছিল চরণতলে অলক্তের ধার।
বিচিত্র-রঞ্জিত-বাস,
ও অনিন্দ্য দেহ হ'তে বলদর্পে হরি,'

কে দিল গো জড়াইয়া
এ নির্ম্মম শুভ্র-বাস তব দেহ' পরি ?

শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী, অই অভাগিনী !
নিদাঘের তারা সম পবিত্র নির্ম্মল,
জগতের পাপ-স্পর্শে নহে কলঙ্কিনী,
বালিকা-হৃদয় তার কত সুকোমল !
কিন্তু, হায় কোন্ পাপে,
জন্মশোধ সুখ-সাধ ঘুচিল তাহার,
এ ফুল্ল-যৌবনে হায়,
ক'রে দিলে জন্মশোধ আঁখিজল সার।

রমণী হৃদয় স্নেহ মমতার খনি ;
মাতৃ-স্তন্য মুখে ঝরে স্নেহ প্রস্রবণ,
সেই স্তন্য-সুধা-নীরে তুমি সুবদনী,
দয়া, মায়া, পুণ্য, স্নেহ করেছ চয়ন।
সেই পুণ্যবতীরূপে,
ধৈর্য্যস্বরূপিণী হয়ে সিক্ত করুণায়,
ধরিয়া অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি—
থাক তুমি, বঙ্গগৃহে দেবী প্রতিভায় !

সাজিয়া ধবল-বাসে ফুল্ল-যূথি-সম,
খুলিয়া ও দেহ হ'তে হিরণ্য-সম্ভার,

পবিত্রতা চির-গন্ধ করি বিতরণ,
দেখাও, অপূর্ব্ব চিত্র পুণ্য সুষমার—
ভক্তি-স্রোতে নিভাইয়া
অভিলাষ-কামনার জ্বলন্ত-অনল,
একাগ্র অনন্যমনে
পবিত্রতাময় কর পুণ্য-হৃদিতল।

বঙ্গের বিধবা তুমি, দেবী অমরার,
তোমার নয়নে ঝরে করুণা-নির্ম্মল,
তোমার ও করতলে ঝরে সুধাধার,
পুণ্যস্পর্শে সঞ্জীবনী ঝরে অবিরল।
সেই পুণ্যস্পর্শে তব
রোগ-তপ্ত মৃতপ্রায় হবে নিরাময়,
রোগে-শোকে-পরিতাপে,
ঢালিবে সে ক্লিষ্টপ্রাণে অমৃতনিচয়।

বঙ্গগৃহে তুমি স্নেহ-করুণার রাণী ;
পালয়িত্রী রূপ তব বঙ্গগৃহান্তরে ;
ক্ষুধার্ত্তে আহার্য্য দাও করি মুক্ত পাণি,
সংসারে সৌষ্ঠব হাসে তব পুণ্য করে।
ধর্ম্মকর্ম্মে বঙ্গগৃহে—
তুমি দেবী চিরদিন ধর্ম্মসহায়িনী,

তোমাদের পুণ্যস্পর্শে,
আজি দেখ, বঙ্গভূমি পুণ্য-গরবিনী।

পুণ্য-স্নাত পট্টবস্ত্রে কি রূপ তোমার!
দাও যবে পুষ্পাঞ্জলি দেবতার পায়;
তোমার সে দেবী-রূপ পবিত্রতাধার,
তেজোদৃপ্ত, পুণ্য-দেহ হাসে মহিমায়।
সে পবিত্র অর্চ্চনায়,
আপনি দেবতা আসি লন অর্ঘ্য তার;
বাসনা-কামনা-হীন,
একাগ্র যে উপাসনা বঙ্গ-বিধবার!

সে বঙ্গবিধবা তুমি! এক মনে হায়,
উপাসনা কর নিত্য পতি-দেবতার,
নিয়োজিত কর মন সেই শুশ্রূষায়,
ছায়ারূপে পতি সঙ্গে থাকিবে তোমার।
এ জনমে পারিলে না,
পূজিতে সাকারে সেই দেবতা-চরণ,
পরজন্মে কিন্তু, দেবী—
পতি-প্রেম-ব্রত তব হবে উদ্‌যাপন।

পরিয়া ধবল বাস শুভ্র সেফালিকা, সম,
বৈধব্যের পুণ্য-শোভা কর আজি উন্মেষণ।

ছিলে তুমি, মণি-মুক্তা-হিরণ্যে খচিত হ'য়ে,
শুভ্র-পুণ্য-রূপে আজি দাঁড়াও এ বঙ্গালয়ে ;
পুণ্য-স্রোতে চারিদিক কর দেবী বিপ্লাবন।
দুঃখী-দীন-পীড়িতার্ত্তে কর স্নেহ বিতরণ।
কমল কেসর সম অমল ধবল রূপে,
জিনিয়া ধবল ভাতি হিমকুন্দ যূথিস্তূপে,
ব'স দেবী বঙ্গগৃহে স্নেহ-দয়া মূর্ত্তিমতী,
ত্রিদিবে হইবে তৃপ্ত তব প্রেমময় পতি।

বরিষা।

'ঘন-শ্যাম-নীলাকাশ সজল জলদে ভরি,'
আবরি' বসন শ্যাম ধরণী-শ্যামাঙ্গ'পরি,
ধূসর অঞ্চল দিয়ে
চারুচন্দ্র লুকাইয়ে,
তারকা-রতন-সিঁথী প্রকৃতি সীমন্ততলে—
এসেছ, বরিষা রাণি! খুলে নিয়ে ভূমণ্ডলে।

প্রেমময় জলধর শোভে কৃত রসে রসি,'
প্রেমময়ী সৌদামিনী হাসে তার অঙ্কে বসি;
প্রেম দর দর মন,
চুমে মুখ ঘনে ঘন;
নির্লজ্জ প্রেমিকে হেরি দামিনী লুকায় লাজে,
ঝাঁপিয়া রতন রুচি, সুনীল বসন মাঝে।

নিদাঘ-তাপিত-তনু স্নানিতে বরিষা-জলে,
প্রকৃতি নিবদ্ধ-বেণী খুলিয়াছে বিশৃঙ্খলে;
জলদ-চিকুর-ভারে
আনিতম্ব অন্ধকারে,
রক্তিম-চরণ চুমি পড়েছে কুন্তলরাশি;
এলোকেশী প্রকৃতির কি মন-মোহন হাসি!

দেখ, আজি কবিকুঞ্জ এ "বিনোদ-কুঞ্জ" ভূমি ;
সাজাইলে কত রাগে বরিষা রূপসি ! তুমি ;
নির্ম্মল সলিলে মাজি
তরু-নব-দল-রাজি,
মাজি বর বিলুলিত রূপবতী ব্রততীরে,
ফুলরত্ন-অলঙ্কার পরাইলে ধীরে ধীরে।

নেহারিতে আজি তব অই শ্যাম সুবদন,
আপনি প্রকৃতি-রাণী এসেছে এ কুঞ্জবন ;
নীল মণি-রত্ন-মালা,
যতনে বিপিনবালা,
অপরাজিতায় গাঁথি প্রকৃতির চারুগলে—
হাসিমুখে দাঁড়াইয়া পরাইছে কুতূহলে।

সৃজিয়া আরসিখানি ভরন্ত সরসী-জলে,
সাজন্ত বদন-বিধু প্রকৃতি দেখিবে ব'লে,
নিকুঞ্জ আনন্দ-হিয়া
রাখিয়াছে সাজাইয়া,
দেখিতেছে, সে দর্পণে কত লতা কুঞ্জেশ্বরী
কত রম্যতর রুচি বরিষায় স্নান করি।

সজল অমৃতময় সুখদ প্রাবৃটকালে,
অবনী, অম্বর-ঢাকা অস্ফুট আলোক-জালে ;

অম্বরে অপ্সরা কত,
হেমদীপ শত শত,
তরল বিজলি দিয়ে জ্বালিয়ে রতন ভাসে,
ঝলকে ঝলকে ক্ষণে নিবিড় তিমির নাশে।

এমন বরিষা কালে, কোথা মাগো বীণাপাণি ! ?
এ "বিনোদ-কুঞ্জে" মম এস মা, সারদা-রাণি !
বৈকুণ্ঠের সরোবরে,
নীলমণি থরে থরে,
পদ্মরাগ মরকতে জনমিয়া অভিরাম,
ফুটিয়াছে হীরকের স্ফটিক-কমল-দাম ;

অধিষ্ঠিতা তুমি সেই রতন-কমল-বনে,
ঝঙ্কারি' বীণার তার অমৃতের বরিষণে ;
ত্যজি সে কমল-বনে,
আসিবে কি মনোরমে !
এ দরিদ্র কুঞ্জবনে, এ পর্ণকুটীরে মম ?
কুহকিনী আশা ;—মাগো তাই এই আকিঞ্চন !

বসন্ত-পঞ্চমী আজি নহে মা কমলেশ্বরি !
ভ্রমর চুমে না চূত-মঞ্জরীর গলা ধরি,
নাহি কুহু কুহু কল,
ফুল-প্রেম-পরিমল

বহে না সমীর, ফুটি চারু চন্দ্র নীলাম্বরে
ফুটন্ত বাসন্তী শোভা নাহি ঢালে চরাচরে।

আজি মৃদু গরজনে গগনে জলদ তুলি,
বরিষা তিমিরময়ী, দেখ মা! নয়ন খুলি,—
আঁধারিয়া চরাচরে
অবিশ্রাম বারি ঝরে ;
এ হেন দুর্দ্দিনে কি মা! আসিবে দয়ার্দ্র-মনে,
এ দীন-অপূর্ব্ব-সাধ পূরাইতে বিশ্বরমে?

বহুদিন দেখি নাই মনের নয়নে মম,
শোন কোকনদে আঁকা মা! তোমার শ্রীচরণ
বীণা ধরি পদ্ম করে,
রাখি পয়োধর পরে,
নবনীল ইন্দীবরে রাখিয়াছ—পা-দু'খানি ;
কম্পিত বীণার তারে ঝরিত অমৃতবাণী।

দেখি নাই প্রভাময়ী শ্রীমূরতি নিরমল,
শ্বেতাম্বরে সৌদামিনী ঝলমলে অবিরল ;
শ্বেত অঙ্গে মনোরম
সিত অব্জ আভরণ,
শ্বেতরূপে আলো করি এলান কুন্তল-ভার,
বর অঙ্গে পদ্মগন্ধ ঝরিতেছে অনিবার।

আবার পূজিব দেবি! রাতুল চরণ তব,
জনমিল সাধ পুনঃ এ হৃদয়ে অভিনব;
কৃতান্তের নির্য্যাতনে
জগতের নিষ্পেষণে,
ছিঁড়িয়াছে শত অংশে হৃদয়-বীণার তার,
ভগ্নসুর ছিন্ন তন্ত্রী বাঁধিলাম পুনর্ব্বার।

এস তবে দয়াময়ি! শ্রীরূপে মলিনি' শশী,
সুবর্ণ কুসুমে গাঁথা কমল স্যন্দনে বসি।
পবিত্র উচ্ছ্বাস-ভরে
ডাকি আরাধনা ক'রে;
এস আজি, চিরারাধ্যে! এ বিনোদ-কুঞ্জবনে
অবতরি সুমন্থরে, সুধারাশি বিকীরণে।

সাজায়ে রেখেছি মাগো! দেখ কবি-কুঞ্জ-পথ,
গোলাপ-কুসুম-পুঞ্জ ছড়াইয়া অবিরত,
বিকচ মালতী-ফুলে
বাঁধিয়া তোরণ-মূলে,
শেফালি-বাঁধুলী-কুন্দে রচিয়াছি সিংহাসন,
করিয়া কামিনী-থরে মল্লিকার সম্মিলন।

বরিষার যত ফুলে সৃজিয়াছি সিংহাসন,
নাহি আর কোন ফুল পূজিবারে শ্রীচরণ—

যা দিয়ে মা ! পা-দুখানি
পূজিব সারদা রাণি !
অবহেলে ছিঁড়িয়া মা ! এ হৃদয়-কোকনদ,
পূজিব কমলময়ি ! রাতুল রাজীব পদ ।

ধর দেবি ! দয়া করি এ দরিদ্র উপহার,
এ হৃদয়-সরসিজ—সরোজ সম্ভার হার ।
স্ফুট-পদ্ম সরোবরে
যথা ফুটি শোভা করে,
সেই মত চিরদিন এই কবি-কুঞ্জবনে,
অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে থাক মা কমলাসনে !

চিরদিন শুনি যেন ঝরিতে মা ! অবিরল,
তোমার ও বীণাকণ্ঠে অমর-সঙ্গীত কল ;
হৃদি-পদ্মে মনোরমে,
পূজিলাম এ নির্জ্জনে ;
লও পূজা, করিয়া মা অকালের উদ্বোধন ;
শতসাধে ভরা-হৃদি, করে কবি আবাহন ।

তোমারি কৃপায় দেবি ! হৃদয়-মন্দিরে মম,
আবার সে সুখ-শান্তি করিতেছে বিচরণ ;
আবার রতন-ভাতি
জ্বলিতেছে দিবারাতি ;

সময়ের চির-স্রোত প্রবাহিয়া অনুক্ষণ,
নিভাইল ধীরে ধীরে কৃতান্তের হুতাশন।
আশীর্ব্বাদ কর মাতঃ! করি পদে নিবেদন,
এই রূপ প্রীতিপ্রেমে যায় যেন এ জীবন।

ভারতবর্ষ।

নীলমণি হারে গাঁথা, আলোকরি বসুমতী—
জলধি-মেখলা পরি, কে তুমি মা পুণ্যবতি ?
প্রসারিয়া কটি-তট নীল জল কল কলে,
নীরময় মেখলায়,—কোটি নীলমণি জ্বলে।
কে তুমি মা ব'সে আছ ? রত্নসিংহাসন'পরি,
রাজরাজেশ্বরীরূপে ত্রিভুবন আলো করি ?
শ্যাম আভা মেঘরাশি মাখিয়া কনকাসারে ;
হাসিলে মধুরে ঊষা পূর্ব্বাশার হেমদ্বারে ;
অরুণের প্রেমমুখ, সলাজে বসন তুলি,
দেখে যথা পঙ্কজিনী প্রফুল্ল নয়ন খুলি ;—
সেই মত, কে তুমি মা ? অমরার দেবরাণি !
আবরিত শ্রীমুখের তুলিয়া বসন খানি ;
পরিপূর্ণ চন্দ্রমুখে ত্রিদিবের প্রভা মাখি,
দেখিতেছ, একমনে খুলিয়া কমল আঁখি ?
মত্ত গজ-পৃষ্ঠে পাতি হিরণ্যের সিংহাসন,
বিশ্ববিজয়িনীরূপে চমকিয়া ত্রিভুবন,
বসিয়াছ, রাজেন্দ্রাণী তেজোদৃপ্ত মহিমায় ;
শিথিল কোমল-বাস লুণ্ঠিত কমল পায় !

শারদ-মল্লিকা-ফুল্ল কমনীয় কলেবর,
কি লাবণ্যে ! পূর্ণতায় প্রস্ফুটিত মনোহর !
প্রভাত স্ফুটনোন্মুখ জিনি নব শত দলে,
অম্লান যৌবন-কান্তি শোভে মুক্ত-বক্ষঃস্থলে,
ম্লান করি, তারকার অমল রজত-ভাতি,
রতনের সিঁথী শিরে দীপ্ত মণি পাঁতি পাঁতি।
কামিনী বকুল-যূথি পদ্ম চামেলির বাসে,
চন্দনের গন্ধানিলে বরাঙ্গের গন্ধ ভাসে !
এত শ্রী-সম্পদ নিয়ে, তুলিয়া বদন খানি,—
কে তুমি মা, বসিয়াছ ভুবন-মোহিনি-রাণি ?

তুমি মা ভারতরাণী,
নহিলে জগতে আর
এত শ্রী সম্পদরাশি, কোথা আছে সুষমার ?
সভ্যতায় এ জগতে
তুমি যে মা বিজয়িনী,
বিদ্যা বুদ্ধি-অধিষ্ঠাত্রী—তুমি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী
আসি বাণী তব গৃহে
ধরি বীণা অবিরত,
গায়িল মা, কবি-কণ্ঠে তোমার মহিমা শত !
পদ্ম রাগ মরকত
হিরণ্য হীরক-হার,

তব কণ্ঠে, আসি রমা পরাইল অনিবার।
স্বর্গ হ'তে মন্দাকিনী,
ঝরি স্রোত-জলে চুমি,
করিয়াছে, পুণ্যময় মা তোমার দেব ভূমি।
বালার্ক কিরণে মাখি
বিসর্পিত শ্যামকায়,
পুণ্য-জলে তব অঙ্কে কৃষ্ণ-তোয়া ব'হে যায়।
তোমার আকাশ বিনা—
কোথায় মা, নীলাকাশে,
নির্ম্মল রজতে মাখা হেন ফুল্ল চন্দ্র হাসে?
কোথায় মা, হেন দেশ,
যেখানে লাবণ্য ধাম,
মনোময়ী প্রকৃতির চারু চিত্র অভিরাম?
কোথায় মা, আসি বল
আপনি প্রকৃতি রাণী,
সাজাইল নানারূপে তার বিধু মুখখানি?
সেই মা ভারত তুমি—
যেখানে মা নিরন্তর;
খরতর তাপে বিভা নিত্য ঢালে প্রভাকর।
যেখানে নীরদ শ্যাম,
করে মৃদু গরজন,
দামিনী চমকি রূপে আলো করে ত্রিভুবন।

ময়ূর-চন্দ্রকে যথা
শত চন্দ্র পরকাশ,
কোকিলের কুহুকণ্ঠে জাগে প্রাণে অভিলাষ।
সুগন্ধি নিদাঘে যথা
নিদাঘ রমণী হাসে
মৃদু হাসি-মাখা-মুখে ইন্দু অব্জ পরকাশে।
যেখানে রমণী শ্যামা
সুকোমল নিরুপমা,
পদ্ম-চক্ষে কৃষ্ণ বিভা, শ্যামরূপে অতুলনা।
এ নহে নীরদ শ্যাম—
কাল'রূপে অভিরাম,
এ যে, হেমে প্রতিভাত পদ্ম-পলাশের শ্যাম!
আমরণ যথা নারী—
সতী-সাধ্বী পতিব্রতা,
পতি সঙ্গে হাসিমুখে হয় মাগো অনুমৃতা।
যথা গৃহ অন্তরালে
নারী লক্ষ্মী স্বরূপিণী
মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা চির ধর্ম্ম সহায়িনী।
যথায় কামিনী, চাঁপা,
কুমুদ কহ্লার হাসে,
বার মাস সমীরণ বহে শত ফুল বাসে।
সেই মা ভারত তুমি—

দীপ্ত শত মহিমায় ;
নহিলে মা, এ ঐশ্বর্য্য আছে কার বসুধায় ?

তোমারি মা দেবভূমে,
আসি হরি দয়াময়,
কতবিধ রূপ ধরি
করিল মা অভিনয়।
প্রথমে ভাসিল মহী
প্রলয়-পয়োধি জলে,
মীনরূপে চতুর্ব্বেদ
উদ্ধারিল কুতূহলে।
কূর্ম্ম রূপে পৃষ্ঠদেশে
আনন্দে মন্দর ধরি,
মন্থিল মা তব সিন্ধু—
দেবাসুরে যত্ন করি।
মহাকায় বরাহের
দংষ্ট্রে ধরি বসুমতী,
জলমগ্নে মা তোমার
রাখিল যে পুণ্যবতী।
তোমারি মা পুণ্য ক্ষেত্রে
নর হরি রূপ ধরি,

রক্ষিলা যে ভক্তে হরি
অসুরে বিদীর্ণ করি।
কোটি চন্দ্র-প্রভা মুখে,
মা, তোমার পুণ্য-দেশে,
আপনি আসিয়া হরি,
অতি খর্ব্বতর বেশে—
মাগিয়া ত্রিপাদ ভূমি,
নভঃস্থল বসুধায়,
ব্যাপিল কমল-পদে,
পূর্ণ ব্রহ্ম মহিমায়!
ভৃগুপতিরূপে আসি
কোটি নর রক্ত জালে,
বহিল মা প্রবাহিনী,
খরতর করবালে।
'বুদ্ধ' রূপে রুদ্র রূপ
সম্বরিয়া পুনর্ব্বার,
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম"
করিল মা সুপ্রচার।
'রাম' রূপে দেখাইল,—
প্রেম-প্রীতি-ভক্তিচয়।
পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণ রূপে
দেখাইল ধর্ম্মে জয়।

কোথা হেন দেশ আছে,
জগতের অভ্যন্তরে ?
যথায় মা, চির-ধর্ম্ম
বিরাজিত ঘরে ঘরে ।
কোন্ দেশ, আছে মাগো ?
হেন ধর্ম্ম পরায়ণ,
কোথা আছে, বিশ্ব ভূমে,
হেন ধর্ম্ম সনাতন ?
ঐশ্বর্য্য-সম্পদ নিয়ে
বসিয়াছ মহীতলে,
মানস-সৃজন তুমি
বিধাতার সুনির্ম্মলে ।
কত রাজ্য পাত হ'ল,
হ'ল কত বিপ্লাবন,
দুরন্ত কালের করে
সহিলে মা নিপীড়ন !
তুচ্ছ করি দম্ভ ভরে
ভাসি আজি শান্তি-জলে,
হাসিতেছ মৃদু হাসি
কি মধুরে সুনির্ম্মলে ?
আছ তুমি চিরদিন,
থাকিবে মা চিরদিন,

শত যুগে তব মুখ
হইবে না বিমলিন।
বন্দিত অমর-নর!
তুমি মা, ভারত রাণি!
কমল-চরণে তব
লুটে শত দেবেন্দ্রাণী।
শ্রীমুখের আবরণ,
নীরবে যতনে তুলি
কি দেখিছ, বল মাগো
কমল-নয়ন খুলি?

——o——

অশোক-অষ্টমী।

যত আশা অভিলাষ, মিটিয়াছে মনোরমে ;
এতদিন যেই আশা,
অতৃপ্ত মরমে ছিল ;
আজি সে আশার লতা শোভে ফুল আভরণে,

অতীতের সেই স্মৃতি, মনে হয় প্রিয়তমে,
সাধের প্রথম তারা,
হৃদয়-আকাশে ফুটি,
হাসাইলে তারারাণি, আশালোকে সুবরণে।

সেই সন্ধ্যা আসে ধীরে, হয় দিবা অবসান,
পশ্চিম আকাশ গায়
ঢলিয়া অরুণ ছবি,
ঢালিতেছে তরলিত তপ্ত হেম অভিরাম।

অরুণের হেমবিভা বিভাসিত কুঞ্জবনে,
অবচয়ি ফুলরাজি,
গাঁথিতেছ মালা বসি,
দেখিলাম—নত আঁখি সরোরোধে নিরাসনে।

রূপসি লো! সে সন্ধ্যার, কত শোভা অভিরাম,
ফুলকুঞ্জে মনোহর,
তুমি লো, উদয় শশী,
পশ্চিমে দিবস-মণি, করে শেষ অভিযান।

সেই সন্ধ্যা আসে ধীরে, সেই রবি ডুবে দূরে;
বকুলে কোকিল কূজে,
পাপিয়া ভাসায় দিশি,
প্রেমমত্ত দধিমুখ * সন্ধ্যার বাঁশরী পূরে।

সেই সন্ধ্যা—বসি তুমি, অবাক অধর-পুটে,
আকুল নয়ন-পাশে,
কত স্বর্গ-বিভা হাসে,
মরমে আকাঙ্ক্ষা কত প্রফুল্ল বদনে ফুটে।

সে আকাঙ্ক্ষা কত দিন মিটিয়াছে প্রিয়তমে,
কত দিন, কত মাস,
কত বর্ষ গে'ছে চলি,
তবু সে আকাঙ্ক্ষা শত, কেন জাগে এ মরমে?

---

* দোয়েল পাখী।

সে আকুল বাসনার, তৃপ্তি কি হবে না আর?
অরুচি, অতৃপ্তি প্রিয়ে,
কভু যে আসে না প্রাণে,
একি মোহ! বল দেবি, ঢালিয়াছ অনিবার!

এখনো যে প্রাণে, সেই অনুরাগ অভিলাষ,
তারতম্য নাহি তার,
প্রতিদিন কি মধুরে,
বহিছে অগন্ধ প্রাণে, শত শেফালিকা বাস।

সে তৃষ্ণা মিটিবে যদি, বল আজি কেন তবে,
বিন্দুবারি ভিক্ষা করি,
জলদ-চরণ তলে,
লুটিয়া কাঁদিবে ওই চাতক করুণ রবে?

মিটিয়াছে যদি প্রাণে, তৃষ্ণা-আশা-অভিলাষ,
তবে কেন বল দেবি,
হেরি যবে চন্দ্রমুখ,
তখনি মরমে হয় শত পদ্ম-পরকাশ?

তখনি বাসনা-সাধ জাগে শত প্রাণে, প্রাণে,
দিয়ে শত পুষ্পাঞ্জলি,
পূজিবারে দেবতায়,
তখনি যে উপাসক বসে, দেবি তব ধ্যানে!

এ চাতক-ব্রত কভু নাহি হবে অবসান—
জীবনে জনম-সাথী,
সঙ্গিনী জনম-পরে,
জন্ম জন্ম, শুষ্ক-কণ্ঠে, করিবে যে বারিদান !

আছে কত প্রবাহিনী, কত হ্রদ, জলাশয়,
ওই নব-ঘন জল,
পারে শুধু অবিরল,
জুড়াইতে, চাতকের শুষ্ক-কণ্ঠ মরুময়।

অশোক-অষ্টমী আজি, হাসে শশী নিরমল,
কত বর্ষ গেছে চলি,
সেই তুমি, সেই আমি,
প্রাণে বয় সেই নদী, জোয়ারে যে ভরা জল।

এই পূর্ণ জলস্রোতে, উজানে ভাঁটার জল—
কভু কি বহিতে পারে ?
কেমনে বহিবে বল ?
সাগরের জলে পূর্ণ তটিনী যে অবিরল !

কতদিন গত হ'ল, সরসীর ঘাটে বসি,
তুলিয়া বকুল-যূথি,
গেঁথেছিলে মালা গাছি,
আলো করি অন্ধকার, তুমি লো পূর্ণিমা-শশী

দেবদারু অন্তরালে, লুকাইলে দিনমণি,
মালা গাঁথা শেষ হলে,
পরাইলে কণ্ঠতলে,
বিভাসিল অনুরাগে তব মুখ সুবদনী।

তারপরে কত মালা গাঁথিয়াছ কত নিশি,
দেখ প্রিয়ে, আঁখি মেলি,
পোহায় যে বিভাবরী,
এস আজি, শেষ-মালা, গাঁথ লো আবার বসি।

কি দিয়ে গাঁথিবে মালা ? নিশি প্রায় অবসান,
সন্ধ্যার সে ফুলদাম,
নাহি সে বকুল যূথি,
অগন্ধ যে নিশি-শেষে, শোভা তার পরিম্লান।

কি দিয়ে গাঁথিবে তবে, বল দেবি মালা আজি ?
এখন যে নিশি-শেষ—
এস তবে গাঁথ মালা,
প্রভাত পতিত ওই, কুড়ায়ে শেফালি রাজি !

যামিনী যে যায় সখি, গাঁথিতে হবে না আর,
না আসিতে উষা-রাণী,
এস, এস উন্মাদিনী,
শেষ-মালা গাঁথ আজি, তুলিয়া শেফালি-ভার।

এক গাছি গাঁথিও না, গাঁথ লো দুগাছি মালা।
এক গাছি কণ্ঠতলে,
দাও তুমি পরাইয়া,
অন্য গাছি তব কণ্ঠে পরাইব এস বালা।

অশোক-অষ্টমী আজি, গত যুগ যুগান্তর,
অশোকের তলে বসি,
তপস্যা করিয়া কত,
হয়েছিল শিবরাণী নষ্ট-শোকা নিরন্তর।*

লঙ্কাপুরে রক্ষোগৃহে, বসিয়া অশোক-বনে,
অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা,
লঙ্কেশ-বন্দিনী সীতা,
অশ্রুজল উপহার, ঢালি পদ্ম-শ্রীচরণে—

মলিনেন্দুনিভ মুখে, ভাসি কত অশ্রুনীরে,
আকুল কাতর-স্বরে,
বলেছিল বিধুমুখী,
"অশোক কর মা উমা, এ বন্দিনী অভাগীরে।"

* অশোক-বৃক্ষতলে বসিয়া তপস্যা করিতে করিতে গৌরী সিদ্ধ মনোরথ হইয়া নষ্টশোকা হইয়াছিলেন।

অশোক-অষ্টমী আজি,—উনবিংশ বর্ষ গত,
এই অষ্টমীর দিনে,
উপবাস ম্লান-মুখে,
বলেছিলে তুমি দেবি, ব্যথিত অন্তরে কত—

"অম্লান অশোক যেন, থাকে মালা চিরদিন,
প্রত্যেক কুসুম তার,
কালের নির্ম্মম কর,
পরশিয়া যেন নাহি করে শুষ্ক বিমলিন !"

অশোক অম্লান দেখ, আছে মালা অনিবার ;
অশোক-অষ্টমী কত,
উনবিংশ বর্ষ গত ;
সে মালা মলিন করে, হেন সাধ্য আছে কার ?

তোমার মরমজাত, প্রেমরূপ সুধাবারি,
প্রতিক্ষণে দিবানিশি,
বরষিয়া নিরন্তর
সে মালার প্রতি ফুল, রেখেছে নবীন করি ।

অমূল্য রতনরাজি, যাহা তব ছিল প্রিয়ে ;
বাসিবার ছিল যাহা,
সকলি বেসেছ তাহা,
হ'য়েছো লো কাঙ্গালিনী, সব ধন বিলাইয়ে !

এই চৈত্র সীতাষ্টমী, আজি প্রতি ঘরে-ঘরে,
কৈলাস-বাসিনী উমা,
অন্নপূর্ণা-রূপে দেবি,
ঢালিতেছে অন্নরাশি, প্রতিমুখে অকাতরে।

আজি এই পুণ্যদিনে, ম্লানমুখী উপবাসে,
পুণ্যময়ী বঙ্গবালা,
অন্নদার পদতলে,
চাহিছে অশোক-বর, নষ্ট-শোক অভিলাষে!

অশোক-অষ্টমী তিথি, এ পবিত্র দিনে আজি,
এস সতি, পতিরতা,
মূর্ত্তিমতি পবিত্রতা,
পুণ্যস্নাত শুচিদেহে, এস পট্টবস্ত্রে সাজি ;

চন্দন-কুঙ্কুম-লিপ্ত, স্নাত হেম কলেবরে,
কত হেমরাশি ঝলে,
ফোটে পদ্ম করতলে,
স্নাত-কেশ এলাইয়া, পড়েছে চরণ 'পরে!

এস লো, হৃদয় রাণি, রূপে গুণে কুশলিনী,
সুগঠনে অনুপমা,
ইন্দুমুখে মনোরমা,
সুকুমার বর অঙ্গ, পদ্মগন্ধে সুগন্ধিনী।

এস, পতি আদরিণী, নারী-ধর্ম্মে অতুলনা,
পতিপদ বক্ষে করি,
আছ দিবা বিভাবরী,
এস, পদ্মপলাশাক্ষি, কৃষ্ণতারে সুলোচনা !

আজি এই পুণ্যদিনে, এস এস, লো সুন্দরি,
আমার সর্ব্বস্ব তুমি !
এস সর্ব্বময়ীরূপে,
এ হৃদয়-সাম্রাজ্যের, এস রাজরাজেশ্বরি !

এস, এস প্রাণাধিকে, এস লো আরাধ্য-রাণী,
এস, পুণ্য-প্রবাহিণী,
পুণ্যতোয়া সুরধুনী,
এস, কণ্ঠ-সুশোভিনী, তুমি লো হৃদয়-মণি !

তব প্রেম-পুণ্য-জলে, প্রবাহিয়া অবিরত,
ঢালিয়া সহস্র ধারে,
তুমি যে গো পুণ্যময়ি,
করিয়াছ, পাপ-ভূমি চিরস্বর্গে পরিণত।

অশোক-অষ্টমী আজি, আজি এই পুণ্য দিনে,
প্রেম-সুরধুনী-জলে,—
ভাসাইয়া হৃদিতলে,
অশোক অম্লান কর, এ হৃদয় অমলিনে ?

জীবন-যামিনী সখি, ত্বরিতে প্রভাত হবে,
কুড়াইয়া শেফালিকা, শেষ মালা গাঁথো তবে

তরু।

আহা কি সুন্দর সাজ
পরিয়াছ তরুরাজ,
নিরুপম শোভাময় মন প্রাণ হরে ;
ব্রততী তোমার দেহ প্রেমভরে ধরে।
প্রভাত ভানুর কর,
পড়ে যবে দেহোপর,
তখন কিরূপ তুমি হও সুশোভিত—
তোমার বরাঙ্গ যেন কাঞ্চনে রঞ্জিত !
সমীর সোহাগ করি,
পতত্রী যতনে ধরি,
যখন শ্যামল দেহ আন্দোলিত করে ;
তব চারু কলেবর অমনি শিহরে।

বনসুশোভিনী লতা,
জড়াইয়া বাহুলতা,
বাঁধে তোমা তরুনাথ সুপ্রফুল্ল মনে ;
বাঁধে, পতি-প্রাণা যথা প্রণয়ি-রতনে।
যখন কুসুম হায়,
তব অঙ্গে শোভা পায়,

কি শোভায় তব দেহ তখন শোভিত-
তোমার বসন যেন কুসুমে খচিত।
যখন কুসুমগণ,
খুলি মুখ আবরণ,
শ্রীঅঙ্গে সৌরভরাশি করে বিতরণ,
তখন কি সুখে তুমি থাক নিমগন?

যামিনী পোহায়ে গেলে,
মধুময়ী উষা এলে,
বরাঙ্গিনী কুল-বালা আসি তব তলে,
বাড়াইয়া সুকোমল-সুবাহু যুগলে,
যখন কুসুমচয়,
চয়ন করিয়া' লয়,
তখন তোমার দেহ পুলকে শিহরে;
তুষ্ট কর বামাদলে প্রসূন-আসারে।
ভূষণ-শিঞ্জিতে মন
রঞ্জে যবে অনুক্ষণ,
কোমল নিটোল ভুজ তুলিয়া যতনে,
তখন কি সুখ তরু হয় তব মনে?

রবি অস্ত গেলে পর,
কমনীয় মনোহর,

জলদে রজত শশী দেখা দেয় যবে—
তখন কি শোভা হয় তোমার পল্লবে ?
তোমার শিখর পরে,
শশীর কিরণ-থরে,
যামিনী-নীহার শোভে মুকুতার প্রায়—
মণিময় মালা যেন তোমার গলায় ।
আলোক-বসন পরি,
উষা দেখা দিলে মরি,
হেরি সে মুকুতাগুলি জ্যোতির্ম্ময়কায়,
বসুমতী মালা গাঁথি পরে পুনরায় ।
আসিয়া শিশির শেষে,
তোমার শাখাতে বসে,
কোকিল কুহরে যবে সুপঞ্চম স্বরে,
তখন কি সুখ হয় তোমার অন্তরে ?
ঋতুনাথ এলে পরে,
অতুল আনন্দ ভরে,
মরি কি সুন্দর সাজে সাজ তরুবর,
নবীন পল্লব শোভে শাখার উপর ;
কুসুমমঞ্জরী পরি,
বনবধূ কোলে করি,
বিরাজিছ বন-মাঝে সানন্দ অন্তরে,
মলয় বীজন কর সুকোমল করে ;

আহা কি সুন্দর সাজ,
পরিয়াছ তরুরাজ;
নিরুপম শোভাময় মন প্রাণ হরে;
ব্রততী তোমার অঙ্গ প্রেমভরে ধরে।
নিশীথে শশীর কর,
পড়ে যবে দেহোপর,
তখন কিরূপ তুমি হও সুশোভিত—
তোমার বরাঙ্গ যেন রজত-রঞ্জিত।
সমীর সোহাগ করি,
পতত্রী যতনে ধরি,
যবে সুশ্যামল তনু আন্দোলিত করে,
তব চারু কলেবর অমনি শিহরে!

বিরাজিছ বন-মাঝে সানন্দ অন্তরে,
মলয় বীজন করে সুকোমল করে

——:*:——

শারদোৎসব।

আমোদিয়া দশদিশি শেফালির মৃদুবাসে
বিকচি বদনখানি শরদ সলাজে হাসে ;
প্রকৃতির ফুল্লাধরে,
মৃদু চারু স্মিত ঝরে,
নবীন লাবণ্য সাজে সাজিয়াছে বসুমতী ;
নীল জলে হাসে আজি দলে দলে কুমুদ্বতী।

হাসির লহরী আজি কেন বিশ্ব চরাচরে ?
আনন্দ-প্রবাহ কেন বহিতেছে প্রতিঘরে !
আজি বৎসরেক পরে,
বঙ্গ-গৃহে অবতরে,—
ভবেশ-ভাবিনী উমা, দীন দুঃখ ত্রিপালনী ;
তাই আজি বঙ্গে এত আনন্দ উল্লাস ধ্বনি !

তাই আজ দেখ উমে শত দুঃখ চাপি বুকে,
দরিদ্র ভারত-বাসী ডাকিতেছে শত মুখে ;
শুনি সে সন্তাষ-বাণী,
এস মা, কৈলাস-রাণী !
এস, মাগো জুড়াইতে দরিদ্র সন্তানগণে,
দারিদ্রের শতজ্বালা—পদ্মহস্ত-পরশনে।

তুমি মাগো অন্নপূর্ণা, তোমার সন্তান প্রতি,
কেন এত অকরুণ হইলে মা হৈমবতি ?
তোমার ও শ্রীচরণে,
কি দোষ সন্তানগণে—
করিয়াছে, তাই আজি উথলিছে অনিবার,
চারিদিকে বিশ্বপ্লাবী দুর্ভিক্ষের হাহাকার !

হর্য্যক্ষ-বাহনে বসি আজি এ ভারত-ভূমে—
মিনতি রাতুল পদে—বারেক দাঁড়াও উমে !
কমল-নয়ন খুলি,
দেখ মা বদন তুলি,
জলন্ত-শ্মশান আজি এ সুবর্ণ নিকেতন,
মহামারী, দুর্ভিক্ষের কি বিক্রম বিভীষণ !

অন্নময়ী অন্নপূর্ণা জননী জগতে যার,
অনাহারে কাঁদে কেন নন্দিনী নন্দন তার ?
কেন আজি তার ঘরে,
কোটী কোটী নারী নরে,
অনশনে দিবানিশি করিতেছে হাহাকার,
কেন আজি, শূন্যময় পূর্ণ পুরী কমলার ?

একবার দেখ চেয়ে ত্রিনয়নে ত্রিনয়নি !
মহামারী অনশনে মরিতেছে কত প্রাণী ;

নেহারিয়া ত্রিনয়নে,
বাঁচাও সন্তানগণে,
অন্নে পূর্ণ অন্নপূর্ণা! কর মা ভারত-ভূমি,
রোগের যন্ত্রণা হতে জুড়াও জননি! তুমি।

কৈলাস হইতে আজি আন মা করুণা করি-
অক্ষয় অন্নের পাত্র, হৈম-থালা করে ধরি—
অমৃতান্ন প্রতিঘরে,
বিলাইয়া অকাতরে,
জুড়াও ক্ষুধিত-প্রাণ পুঞ্জ পুঞ্জ নারী নরে,
চরণ অমৃত উমে! ঢাল আজি চরাচরে।

বৎসরেক পরে যদি এসেছ মা নিস্তারিণি!
অন্ন দুঃখ নিবারণে হইও না কাঙ্গালিনী;
বল, উমে, কমলারে—
সুফলা শস্যের ভারে,
ভারতে করিতে পূর্ণ; যেন আর অনাহারে
নন্দিনী নন্দন তব নাহি কাঁদে হাহাকারে।

এস তবে, এস দুর্গে! সপ্তমী-প্রভাত অই,
উজলিয়া আর্য্য-ভূমি বস মা করুণাময়ি,
ভক্তি-উচ্ছ্বসিত প্রাণে,
মঙ্গল আরতি গানে,

ত্রিকোটী সন্তান আজি ডাকিতেছে যুক্তকরে,
বস মা, পবিত্রময়ি! ভক্তের হৃদয়োপরে।

বঙ্গবালা বিধুমুখী কলকণ্ঠ কুহরণে,
সতী পতিপ্রাণা লক্ষ্মী ডাকে শত আরাধনে;
তুষিবারে পতিরতা,
এস সতি! পতিব্রতা!
লও দীনা ভারতের দীন-পূজা উপহার,
দেখ মা বাদিত্র বাজে, পুড়ে ধূপ অনিবার।

আর নয়, দেখ দেবি! নবমী-যামিনী যায়,
বিষাদে মেনকা রাণী কাঁদিতেছে উভরায়;
ভারত-সন্তানগণে
কাঁদে ধার শ্রীচরণে,
আশীর্ব্বাদ কর মাতা! বৎসরান্তে পুনরায়,—
ভক্তিভাবে পাদপদ্ম পূজিবারে যেন পায়।

যাও তবে ভবরাণি! উজলি আকাশপথ,
নন্দন-আনন্দরাশি ছড়াইয়া অবিরত;
অমৃত-নয়নে তুমি,
দেখে যাও বঙ্গভূমি,
তা হলে এ মরুভূমে ফুটিবে স্বর্গের ফুল,
বাঁচিবে সরসে পুনঃ গত জীব প্রাণিকুল।

দেখ শত বঙ্গবধূ—ফুল্ল-ফুল সুকোমলা,
নিরঞ্জন-দুঃখে আজি সজল নয়নোৎপলা,
ঘিরিয়া মা থরে থরে,
বিদায়-বরণ করে,—
শঙ্খ ঘণ্টা কলধ্বনি, রতন-ভূষণ-ভাতি,
কনক-অঞ্জলি ধরে কৌষিক-বসন পাতি।

বলিতেছে শোন মাগো! করুণ কাতর বাণী,
"আবার আশ্বিনে যেন দেখি রাঙ্গা পা'দুখানি,
এইরূপ সম্মিলনে,
প্রেম-প্রীতি সম্ভাষণে,
করি যেন সবে মিলি বিজয়ার নিরঞ্জন,
যাও মা, কৈলাস-রাণি! কৈলাসেরি নিকেতন।"

এই বর দিয়ে যাও,—আবার আশ্বিনে যবে,
বরদা-রূপিণী হয়ে আনন্দে আসিবে ভবে,
সুবর্ষণে মনোহরা,
শস্যময়ী বসুন্ধরা
দেখিবে মা বঙ্গভূমে উল্লাস-উৎসব সব,
আননে অশোক হাসি নাহি মৃত্যু কলরব।
যাও তবে ভবেশ্বরী!
অঞ্চলে নয়ন মুছি মেনকা বিদায় করে,
প্রণমিছে বঙ্গকবি শ্রীচরণ-পদ্মোপরে।

স্মৃতি-অর্ঘ্য।

ত্যাজিয়া এ দুঃখময়ী জ্বালাময়ী বসুমতী,—
কোন্ দূরে, দেব-ভূমে চলিয়া গিয়াছ সতি ?
কোথায় গিয়াছ চলি, আজি তুমি সুহাসিনী
আজি যে তোমার তরে,—
নয়ন-গলিত জলে সৃজিয়াছি প্রবাহিনী।
আজি মনে জাগে দেবি, তোমার অমর-স্মৃতি,
সেই ইন্দু-নিভ-মুখ, মাখা-স্নেহ-প্রেম-প্রীতি,
মনে পড়ে—সেই আঁখি, জ্বলন্ত বিদ্যুতে ভরা—
মনে পড়ে—কৃষ্ণ-তারা দীপ্তিময়ী মনোহরা!
উজ্জ্বলিতে হায়! কোন্ অলকা অমরা-ভূমি,
একাদশ বর্ষ আজি, চলিয়া গিয়াছ তুমি!
একাদশ বর্ষ আজি—
বসন্ত চন্দ্রিমা-স্নাত, দেখি নাই এ নয়নে,
প্রতিভায় দীপ্তিময়ী তব মুখ সুলোচনে।
একাদশ বর্ষ আজি, ঢালি স্বর্গ-সুধাধার—
রোগে শোকে পরিতাপে—
আনে নাই, তব পত্র সুখ দুঃখ সমাচার।
আজি যে তোমার তরে ঝরে শত আঁখিজল,
তোমায় স্মরিয়া দেবি দীর্ণ হয় হৃদিতল।

কি স্নেহ মমতাময়ী ছিলে তুমি সুহাসিনী,
প্রবাহিলে মর্ম্মে-মর্ম্মে কি প্রেমের প্রবাহিনী।
প্রেমের বিজলী জ্বালা, অগ্নি-শিখা-স্বরূপিনী;
ছিল যে মরমে তব তরলাগ্নি বিস্রাবিণী।
পরিপূর্ণ রূপে তুমি মিটাতে নারিলে সাধ,
অতৃপ্ত মরমে এলো নিরাশার অবসাদ।
অবসন্ন হৃদি নিয়ে সহস্র অনলে জ্বলি,
নিরাশার তপ্ত-শ্বাস বক্ষে নিয়ে গেলে চলি!
কি অনন্ত জ্বালা নিয়ে, এসেছিলে ধরাতলে?
জ্বালাক্ষত প্রাণ নিয়ে, চিরতরে গেলে চ'লে!
জীবনে মরণে তুমি,—
চির উপাসিকারূপে, প্রাণাধিক প্রিয়তম,
এক মনে আমরণ,
পূজিলে লো হায়! যার বরণীয় শ্রীচরণ!
সর্ব্বস্ব চরণে ঢালি
যার তরে নিশিদিন হ'য়েছিলে কাঙ্গালিনী;
দেহ-মন অর্ঘ্য দিয়ে—
যাহার পবিত্র পদে হ'য়েছিলে বিলুণ্ঠিনী;
আজি সেই পতি তব, সে উপাস্য সুবদনি!
প্রেমময়, প্রীতিময় তোমার নয়ন-মণি।
তুমি শূন্য হ'য়ে দেখ, বিদীর্ণ করিয়া হিয়া,
ব'সে আছে, মধুময়ী তব স্মৃতি বক্ষে নিয়া।

বিদ্যাবতী, গুণবতী, মূর্ত্তিমতী প্রেম-রাণী,
আজীবন ভক্তিভরে সেবিয়াছ বীণাপাণি।
কবিতা-সুন্দরী তুমি, কি মধুর সুধাধার,
তোমার ও কবি-কণ্ঠে ঢেলেছিলে অনিবার!
নিরাশ প্রাণের জ্বালা, অতৃপ্ত প্রেমের আশা,
অগ্নি-গিরি-স্রাব সম, সে জ্বলন্ত ভালবাসা;
শত শত পত্রপুঞ্জে, ছত্রে ছত্রে কবিতার,
ঢালিয়া দেখালে তুমি মরু-বক্ষ 'সাহারার'।
সেই মরু-বক্ষ নিয়ে, চ'লে গে'ছ লো সুন্দরি!
এখনো কি সেই জ্বালা রেখেছ হৃদয় ভরি?
কেমনে জুড়াবে বল, পতি যে পড়িয়া হেথা,
পতিহারা হ'য়ে দেবি, কেমনে জুড়াবে ব্যথা?
বলেছিলে "চল যাই জগতের পরপারে,
ভাসিতে হবে না যথা নিরাশার আঁখিধারে।"
গিয়াছ তো পর পারে, কেন গেলে একাকিনী?
রেখে গেলে, কেন হেথা প্রিয়তমে সুহাসিনি?

বলেছিলে তুমি দেবি,—
"অতৃপ্ত-বাসনা এ যে চুম্বকের আকর্ষণ,
দুটী-প্রাণ এক হবে কে করিবে নিবারণ?"
অয়স্কান্ত মণি তুমি! কেন আজি তবে দূরে?
আকর্ষণ ক'রে নাও সে পতিরে সুমধুরে।

কবিত্ব-রূপিণী তুমি, ছিলে এ হৃদয়মাঝে,
তোমারি যে সুধা-উৎস মরমে মরমে বাজে।
একাদশ বর্ষ আজি,
চলিয়া গিয়াছ তুমি, কিন্তু দেবি ! দিবানিশি,
জাগ্রতে স্বপনে কিম্বা,
সুষুপ্তির স্নেহ-অঙ্কে, মর্ম্মে মর্ম্মে আছ মিশি।

আজি এ বৈশাখ মাস, এই সেই কুঞ্জবন,
প্রকৃতির বিধুমুখে সেই হাসি অতুলন!
পুঞ্জে পুঞ্জে মধুকর, সেই ফুল মধু খায়,
মনসিজ মত্ত কণ্ঠে গায় পিক, পাপিয়ায়।
একবিংশ বর্ষ গত,
মনে পড়ে আজি, সব দূর স্বপনের মত!
তুমি যে এমনি দিনে, ভাসে মুখে জ্যোৎস্না শত,
বসি এ বিনোদ-কুঞ্জে, ফুল্ল-নিশি মধুমাসে,
চারিদিকে বৈশাখের, কি মাধবী শোভাহাসে!
ফুটিয়াছে বেলরাশি, যুঁই ফোটো ফোটো প্রায় ;
সাজিয়াজে ক্ষুদ্রতনু, পুঞ্জ পুঞ্জ কলিকায়।
বকুলের গন্ধ মাখি ঝুরু বয় সমীরণ,
পাপিয়া, কোকিল কণ্ঠে, ওঠে মত্ত কুহরণ।
নির্ম্মল চন্দ্রমা হাসে, জোছ্‌নায় দিশি ভরা,
বৈশাখে নিসর্গ-রাণী সাজিয়াছে মনোহরা!

সৌধ-শিরে বসি তুমি, এমনি মাধবী মাসে,
যাবে তুমি দূরে চলি,
. বিদায়ের পূর্ব্বদিনে, ভগ্ন-বুকে নিরাশ্বাসে,
মরমের কুঞ্জ হ'তে তুলি বন-ফুল ভার,
অশ্রু-মলয়জে মাখি,
গেঁথেছিলে বিদায়ের অশ্রু-সিক্ত "উপহার।"
দেখাইলে উপহারে,
তব ভগ্ন-হৃদয়ের পূর্ণ-চিত্র নিরাশার ;
গাহিলে প্রাণের তারে কি সঙ্গীত করুণার ?
ঝরিল ও কবি-কণ্ঠে, এখনো যে জাগে মনে,
বেহালার মধুকণ্ঠে, পিককণ্ঠ কুহরণে।
"বিদায়ের কালে এস প্রেম-প্রীতি-হারে,
বাঁধিয়া জীবনাধিক তুষিব তোমারে"।

একবিংশ বর্ষ গত
এখনো হৃদয়ে দেখ শত প্রতিধ্বনি তার,
জাগিতেছে মর্ম্মে-মর্ম্মে,
তব কবি-কণ্ঠ গীত মধুতান বেহালার।
সকলি সমান আছে, আছে সেই কুঞ্জবন,
ফলে ফুলে প্রকৃতির সে সুরম্য সিংহাসন।
সেই সরসীর জলে, অনিলে হিল্লোল খেলে,
পাপিয়া কোকিল ডাকে সেই শত কুহু কলে।

সকলি সমান আছে—কিন্তু, হায় কি নিয়তি,
কালের অতল-স্পর্শে গিয়াছ চলিয়া সতি ?
বিদায়ের দিনে দেবি—
উঠেছে অরুণ-ছবি পূর্ব্বদিক আলোকরি,
আজি যে গো, মনে পড়ে,
সন্ধ্যার সে গাঁথা তব যূথি মালা করে ধরি ;
বিদায়ে, সজল আঁখি বলেছিলে, সকাতরে,
রুদ্ধ-কণ্ঠে, সুহাসিনী কাতর করুণ-স্বরে।
"শুষ্কমালা যূথিকার
দিয়ে যাই উপহার,
রাখিবে কি, বিদায়ের এই তুচ্ছ নিদর্শন ?
এ চারু সজ্জিত কক্ষে,
দুঃখিনীর এই চিহ্ন হইবে কি সুশোভন ?"

হায় লো মমতাময়ি ! হা অদৃষ্ট অভাগিনি,
কেমনে আনিলে মুখে হেন কথা সুহাসিনি ?
দেখলো হৃদয়ময়ি—

সেই দূর স্বর্গ হ'তে, খুলি আঁখি একবার,
সেই তব নিদর্শন শুষ্ক-মালা যূথিকার।
নির্ম্মল ফটিক-স্তরে গঠি চারু আবরণ,
রাখিয়াছি মাঝে তার তব সেই নিদর্শন।
দেখ সেই নিদর্শন শুষ্কমালা যূথিকার—

একবিংশ বর্ষ গত—
অতীতের সেই স্মৃতি করে আজি সুপ্রচার।
তুচ্ছ ওই স্মৃতি তব—
রাখিয়াছি, সযতনে স্ফটিকের অভ্যন্তরে,
সহস্র অধিক তার
কি স্মৃতি সজীব-ময়ী রাখিয়াছি এ অন্তরে!
দিবানিশি ঝরে আঁখি
তবু যে তোমার স্মৃতি নাহি পারি মুছিবারে,
আঁখিজল প্রক্ষালনে,
আরো যে সজীব হয়, সমুজ্জ্বলে প্রভাহারে।
এঁক নিদর্শন তবঁ নহে শুধু সুহাসিনী,

শত শত স্মৃতি তব আছে ওই সুশোভিনী।
কলাবতী তুমি দেবী, তুমি শিল্প মূর্ত্তিমতী,
শিল্পকার্য্যে অতুলনা, ছিলে তুমি গুণবতী।

এ রম্য সজ্জিত কক্ষে রঞ্জিত শোভার হারে,
সুশোভিত চিত্র পুঞ্জে, কত রম্য দ্রব্যভারে।
কলাময়-শিল্পময় তোমার ও পদ্ম-করে,
এঁকেছিলে কত চিত্র কতই যতন ভরে।
কত চিত্র তুলিয়াছ রঞ্জিত রেশম দিয়ে,
কত দেব-দেবী চিত্র, হেম-সূত্রে জড়াইয়ে।

কবিতা-সুন্দরী তুমি, তোমার কবিতা কত,
সে সূক্ষ্ম রেশম দিয়া তুলিয়াছ শত শত।
রেশমের লতা-ফুলে সাজাইয়া চারিধার,
দেখ সেই মধুমাখা স্মৃতি-চিহ্ন সুষমার।
চারিদিকে স্মৃতি তব—
তার মাঝে শোভে তব মধুময়ী প্রতিকৃতি,
তোমার সে চিত্রখানি
আনে মনে, সেই দিন, আনে সেই সুখ-স্মৃতি।
নিজ শিল্প-কার্য্য মাঝে,—ব'সে আছ শিল্পরাণী,
কবিত্ব-রূপিণী রূপে বসে আছ বীণাপাণি।
সে কাল কুঞ্চিত কেশ, গুচ্ছে গুচ্ছে মিশি কত,
সুগঠন ও ললাটে শোভে চিত্রে অবিরত।
নিটোল সে ভুজবল্লী, সেই মুখ প্রতিভার,
দেখ চিত্রে, সেই আঁখি জ্বলন্ত বিজলী হার।

ক্ষুদ্রতম সুগঠন লজ্জিত চম্পক কলি,
সঞ্চালিয়া রূপসী লো, অনিন্দ্য অঙ্গুলি গুলি ;
তুলেছিলে চিত্রপুঞ্জ, কত বর্ষ হল গত,
যতনে রেশম দিয়ে বিনাইয়া অবিরত।
এখনো সে চিত্রে তব সুকোমল পরশন,
তীক্ষ্ণ ক্ষুদ্র সূচী মুখে
সে অঙ্গুলি সঞ্চালন, করিতেছি দরশন।

তব কর বিনিসৃত নব চম্পকের বাস
তোমারি মরম-জাত অতৃপ্ত প্রেমের শ্বাস।
তোমারি নির্ম্মল প্রেম পঙ্কজের পরিমল,
আজি এই চিত্রে তব
এখনো যে প্রেমময়ি বাসিতেছি অবিরল!

ওই দেখ, প্রেয়সি লো তব চিত্র শ্রেষ্ঠতম,
রহেছে সজ্জিত গৃহ করি কত সুশোভন!
তুলেছিলে, কত যত্নে অই চারু চিত্রখানি,
রঞ্জিত রেশম দিয়ে বেদমাতা বীণাপাণি।
কাল মখ্‌মলের পরে, করি তুমি কি কৌশল,
তুলিয়াছ, জননীর শ্বেত-রূপ সুনির্ম্মল।
মধুর হিল্লোলময় সুনির্ম্মল নীল জলে
ফুটিয়াছে পঙ্কজিনী প্রসারিয়া শতদলে!
সে স্ফুট পঙ্কজে রাখি সে রাতুল শ্রীচরণ,
দাঁড়াইয়া বীণাপাণি আলো করি ত্রিভুবন।
হীরক-মুকুট শিরে, হিরণ্যে সজ্জিত কায়,
মধু-মুখরিণী-বীণা পদ্ম-করে শোভা পায়।
আবরিত পীতবাসে বর তনু সুকোমল,
সমীরণে সচঞ্চল কি শিথিলে পীতাঞ্চল।
চারিদিকে পদ্ম-বন, ফুটিয়াছে পদ্ম কত;
বসিয়াছে স্ফুট-পদ্মে মধুকর শত শত!

তুষারাভ পৃষ্ঠ দেশে ঢালিয়া জলদভার,
এলান চিকুর রাশি করিয়াছে অন্ধকার।
আকর্ণ কমল আঁখি জ্বলিতেছে প্রতিভায়,
উদ্ভাসিত ফুল্ল-মুখ শরদিন্দু জ্যোছনায়।
ঘিরিয়া ভারতী রাণী বিদলিয়া জলভারে,
মত্ত রাজহংস মালা খেলিতেছে চারিধারে।

অন্য চিত্র দেখ, তব চিত্রিত প্রাচীর গায়,
এ সজ্জিত কক্ষান্তরে বিলম্বিত কি শোভায়!
কারুকার্য্যে, শিল্পকার্য্যে দেখ কত অতুলন,
কত বর্ণে সুরঞ্জিয়া করেছিল্পে সুশোভন।
অদ্রির উপরে অদ্রি, ধবল তুষারে ভরা,
উলঙ্গিনী প্রকৃতির কি সুষমা মনোহরা!
সে দূর পর্ব্বত রাজ্যে—
সুরম্য কৈলাস-পুরী, তলদেশে শোভে তার,
সে দূর গহন বনে,
মনোময়ী প্রকৃতির রম্য-কুঞ্জ সুষমার!
তরুদলে লতাপুঞ্জে চারিদিক সুশোভন,
বসন্তে কুসুমরাশি ফুটিয়াছে অগণন—
তমালে কোকিল বসি, নহে মত্ত কুহরণে,
বিটপীর তলে বসি—
যোগমগ্ন মহেশ্বর নিমীলিত বিলোচনে।

সাজাইয়া বর তনু বসন্ত কুসুম দলে,
বসিয়াছে, গৌরী-রাণী মহেশের পদতলে।
সাজাইয়া ফুল-ধনু বসন্ত কুসুমভারে,
সাজি পঞ্চশর তার ফুটন্ত কুসুমহারে,
দাঁড়াইয়া মনসিজ—
দূরে তরু অন্তরালে, মৃদু বিকুঞ্চিত কায়,
আকর্ষিয়া ফুল-ধনু,
জুড়িয়া কুসুম শর, চাহিতেছে উভরায়।
নিরিবিলি চারিদিক, নিস্তব্ধ নির্জ্জন বন,
সমীর শঙ্কিত মৃদু, নাহি করে বিচরণ—
চারিদিকে চির-শান্তি করিতেছে সুপ্রচার,
কি পবিত্র পুণ্যস্থান! এ নির্জ্জনে তপস্যার।
এ পবিত্র দৃশ্য গুলি, তোমার নিপুণ করে,
ফুটিয়াছে, দেখ দেবি, তোমার এ চিত্র পরে।
পত্র-পুঞ্জ, ফুল-পুঞ্জ প্রকৃতির শোভারাশি,
দিয়েছে আঁকিয়া যেন আপনি প্রকৃতি আসি!

আরো কত চিত্র তব সুসজ্জিত থরে থরে,
স্ফটিকের আবরণে রহিয়াছে কক্ষান্তরে।
চলিয়া গিয়াছ তুমি,
ভরিয়া এ কক্ষ মম চিত্রে চিত্রে কবিতায়,
নেহারি তোমার স্মৃতি যে দিকে নয়ন যায়।

গিয়াছ চলিয়া স্বর্গে, কিন্তু, তব চিহ্ন নিয়ে,
ব'সে আছ গরবিনী এই কক্ষ আলোকিয়ে।
সতী, সাধ্বী, সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী,
শুদ্ধাচার-পরায়ণা, ব'সে আছ তুমি সতি। .
গত জীব কতদিন তবু তব চিত্রে হায়,
কি পুণ্য অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ফুটিতেছে প্রতিভায়!
সেই আঁখি, সেই মুখ, অপ্সরি-লজ্জিত-রূপ,
শ্মশানের বহ্নি-স্পর্শে হ'য়ে গেছে ভস্মস্তূপ।
নাহিক অস্তিত্ব তব, কিন্তু, এ হৃদয় তলে,
তুমি যে গো রহিয়াছ, শতচন্দ্র-করোজ্জ্বলে।
ছাড়িয়া গিয়াছ তুমি জ্বালাময়ী এ মেদিনী;
কিন্তু, রহিয়াছ তুমি হ'য়ে চিত্র স্বরূপিণী।
চিত্রময়ী হ'য়ে তুমি, ব'সে আছ গৃহে মম,
দিবানিশি চিত্রে তব করি মুখ দরশন।
অনলে তোমার দেহ করিয়াছে ছারখার,
অঙ্কিত মরম তলে—
তব দেহ ভস্ম করে, হেন সাধ্য আছে কার?

আর তব শ্রেষ্ঠ-স্মৃতি শ্রেষ্ঠ-নিদর্শন যত,
পুঞ্জ পুঞ্জ পত্র রাশি সহস্র সহস্র শত।
ছিলে তুমি, প্রেমময়ী চির প্রেম-উন্মাদিনী!
প্রতি পত্রে ঢেলেছিলে, কি জ্বলন্ত সৌদামিনী!

দেখ, তব পত্রপুঞ্জ রেখেছি কি যত্ন ক'রে,
কৃপণের ধন সম সাজাইয়া স্তরে স্তরে।
ঝরে আঁখি, তব পত্র পড়ি দিনে শতবার,
জ্বলন্ত শোকের স্রোত বহে শুধু দুনিবার।
জ্বালাময় এ জগতে থাকিতে নাহিক সাধ,
জ্বলিয়া জ্বলিয়া প্রাণে আনিয়াছে অবসাদ।
তোমার অদেখা দেবি, সহিতে পারি না আর!
দিবানিশি শূন্য-প্রাণ করিতেছে হাহাকার!
ভাসিতে পারি না আর, তব তরে আঁখিজলে,
তুলে নাও প্রেমময়ি, তব প্রেম-বক্ষঃস্থলে।
তব স্মৃতি বক্ষে করি, ব'সে আছি কি আশ্বাসে?
সে দিন আসিবে কবে, যাইব তোমার পাশে?
কি উন্মাদ প্রাণ নিয়ে ছিলে তুমি সুহাসিনী,
কি অতৃপ্ত আশা নিয়ে, চ'লে গেলে উন্মাদিনী!
সে উন্মাদ বাসনার, আছে কি গো অবসান,
তবে কেন প'ড়ে হেথা কাঁদি আমি অবিশ্রাম?

একাদশ বর্ষ আজি
কেমনে একাকী তুমি ব'সে আছ প্রতীক্ষায়,
কেমনে সে মায়া-মোহ ভুলিয়া রয়েছ হায়?
সেই দূর স্বর্গ হ'তে,

এস প্রেম-প্রয়াসিনী ভুজ-বল্লী প্রসারিয়া,
নির্ম্মিত কমল-দামে—
তোমার ও প্রেম-বক্ষে এখনি মিশিব গিয়া।
একাদশ বর্ষ আজি হৃদিতল শূন্যময়,
তোমার অভাব যত বুঝিতেছি সমুদয়।
তোমার অভাবে ধরা, মাখা আজি অন্ধকারে,
তোমার অভাব দেবি—
বিপুলা ধরিত্রী মাঝে বল কে ঘুচাতে পারে ?
আছে দেখ শত নদী, বহিতেছে অবিশ্রাম,
কার প্রাণে বহে বল, হেন পদ্মা খরসান !
যে পদ্মার খরস্রোত শতধারে প্রবাহিয়া,
দিয়াছিলে বিপ্লাবিনী চারিদিক ভাসাইয়া।
সজ্জিত যে আছে কত সুবর্ণের সিংহাসন,
বসাইয়া দেবতায়,
পূজিতেছে সে চরণে করি অর্ঘ্য অরপণ।
কিন্তু, তুমি কল্যাণি লো—
কত মুক্তা, কত মণি করি কত আহরণ,
বিজড়িয়া মরকতে
পেতেছিলে বক্ষঃস্থলে হীরকের সিংহাসন।
বসাইয়া সে আসনে,
পূজিয়াছ দেবতায়—দিয়া প্রাণ বলিদান,
ঢালিয়াছ কি উন্মাদে শত অর্ঘ্য অবিশ্রাম !

সে পূজায়, এ পূজায় কভু কি তুলনা হয় ?
তোমার যে পূজা দেবি—
চাহ নাই প্রতিদান, দিয়াছ যে সমুদয় !
যত দিন ছিলে তুমি,
তোমার অভাব আমি বুঝিতে পারিনি হায় ;
আজি সে অভাবে মম বক্ষঃস্থল ভেসে যায় !
তোমার অভাব আজি বিঁধিতেছে মর্ম্মস্থল,
অক্ষরে অক্ষরে তাহা বুঝিতেছি অবিরল।
তোমার হৃদয় ছিল স্বর্গের নন্দন বন,
ফুটন্ত মন্দারে ছিল, সে মালঞ্চ সুশোভন !
কোথা আজি সে মালঞ্চ, কোথা সে মন্দার হার ?
চিতানলে ভস্মীভূত সে মালঞ্চ সুষমার !
অবচয়ি সে মালঞ্চে সুরভিত ফুল-দাম,
গেঁথেছিলে মনোসাধে ফুল-মালা অভিরাম।
তুলিয়া কমল-করে সেই "বন-ফুল হারে"
সাজাইয়াছিলে দেবি, হৃদয়ের দেবতারে।
আজি সে দেবতা-কণ্ঠে তব "বন-ফুল-হার,"
শোভিতেছে সেই মত,
তুমি নাই, কে দেখিবে বল দেবি শোভা তার ?
"বামাবোধিনীর" কণ্ঠে
পরাইয়াছিলে, তুমি কত মুকুতার হার,
পরাইলে মুক্তা-মালা কণ্ঠে "বঙ্গ-মহিলার।"

আজি সেই মুক্তামালা প'ড়ে আছে অন্ধকারে,
কি স্ফুরন্ত প্রভা তার ফুটিতেছে সে আঁধারে !
একাদশ বর্ষ আজি
কোথা তুমি রহিয়াছ, নাহি জানি কোন্ দেশে,
সেই সে পার্থিব রূপে
কিম্বা চির সুনির্ম্মলা ত্রিদিবের দেবী বেশে !
স্বর্গের কুসুম তুমি
ফুটেছিলে ধরাতলে নিয়তির বিড়ম্বনে,
অকালে ঝরিয়া পুনঃ—
চ'লে গেলে, সুগন্ধিনী ফুটিতে লো সে নন্দনে ;
মানবী তো নহ তুমি ।
মানবী হইলে তুমি, থাকিতে এ ধরাতলে,
দেবী তুমি, গে'ছ স্বর্গে—
ভ্রমিবারে সঙ্গে করি দেব-বালা দলে দলে ।
স্বর্গ-পুরে আছ কিম্বা আছ তুমি অলকায় ?
যেইখানে থাক তুমি জানিতে চাহিনা তায় ।
যেইখানে আছ তুমি, যাইব তোমার পাশে,
কে ঘুচাবে বল দেবি আমার সে অভিলাষে ?

যতদিন কাল-পূর্ণ নাহি হয় শুভার্থিনী ;
ততদিন ছাড়িতে যে, পারিব না এ মেদিনী ।

শত আকর্ষণ তুমি কর দেবি শতবার,
পারিব না, ততদিন ছিঁড়িতে শৃঙ্খল-হার।
কাল-পূর্ণ হ'লে আর রহিব না একদিন,
চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ তায় হবে লীন।
চলিয়া গিয়াছ তুমি,
আমরণ নিরাশার বহ্নি-জ্বালা বক্ষে ধরি,
সারাটি জীবন হায়!
জ্বলিয়া পুড়িয়া গে'ছ আঁখিজল মুক্ত করি।
শুকাইলে আঁখিজল শ্মশানের অগ্নিতাপে,
না জানি, নির্ম্মম-বিধি,
তব ভাগ্যে এ যাতনা লিখেছিল কোন্ পাপে?

চলিয়া গিয়াছ স্বর্গে—
নিরাশা অনলে সেথা জ্বলিতে হবে না আর,
স্পর্শিবে না বিষ-বহ্নি, নর-কণ্ঠ রসনার।
সেখানে নিরাশা নদী বহিবে না স্রোতধারে,
চির-মিলনের নদী—
বহিবে যে সেইখানে প্রেম-প্রীতি-বীচিহারে।
গাহিতে হবে না তথা, অতৃপ্ত প্রাণের গান,
উঠিবে না প্রাণে আর বিষাদের চির তান।
পূজিতে হবে না তথা
অন্ধকারে বসি আর দেবতার শ্রীচরণ,

অতৃপ্ত অনলে জ্বলি
শঙ্কিত, ব্যথিত মনে করি অশ্রু বরিষণ—
জ্যোছনা আলোকে বসি,
ফুলহারে, মনোসাধে সাজাইয়া দেবতায় ;
প্রেমের চন্দন মাখি,
ঢালিও গো পুষ্পাঞ্জলি আরাধ্য দেবতা পায়।
কালকূট বিষে আর পুড়িবে না হৃদি-তল,
পাইবে যে তুমি তথা চির-তপস্যার ফল।

আছ যথা সেই স্বর্গ,
সেই দূর স্বর্গ হ'তে, এস তুমি এক বার ;
কাতরে মিনতি করি,
ডাকিতেছি বিলুণ্ঠিয়া ফেলি তপ্ত অশ্রুধার !
একাদশ বর্ষ আজি—
গিয়াছ যে স্বর্গ-ধামে দেখি নাই আঁখি ভরি,
প্রস্ফুটিত ইন্দু মুখে,
প্রতিভা মণ্ডিত তব লাবণ্যের সে মাধুরী !
না দেখিয়া তব মুখ—
মরমের স্তরে স্তরে কত যে অনল জ্বলে,
আমার অধিক তুমি
বুঝিতে যে পারিতেছ, বসিয়া সে দূরস্থলে।
বুঝিয়া গো সেই জ্বালা,

সে পবিত্র-ময়ী-রূপে এস দেবি একবার,
এক মুহূর্ত্তের তরে,
দাঁড়াও সম্মুখে আসি, তুমি দেবি করুণার !
দেবী তুমি, স্পর্শিব না,
কেবল অতৃপ্ত-আঁখি দেখিব নয়ন ভরি,
সেই প্রেম-মাখা মুখ,
সলজ্জ কোমল হাসি, দেখিব শ্রীমুখোপরি !
বড় যে আকুল প্রাণ তোমার ও অদর্শনে,
জুড়াইতে পারি যদি—
তোমার ও প্রেম-মুখ সঞ্জীবনী পরশনে।
তাই আমি, তোমায় গো ডাকিতেছি এত করি,
একবার এস তুমি স্বর্গ হ'তে অবতরি।
যতদিন নাহি যাই তোমার ও পুণ্য-ধাম,
একবার দেখা দিয়া জুড়াও বিধুর প্রাণ।
আসিতে এ ধরাধামে, সাকারে না পার যদি,
ছায়াময়ী-রূপে হেথা এস দেবি নিরবধি !
তা হ'লে দেখার সাধ মিটিবে যে সুনির্ম্মলে !
তোমার অদেখা জ্বালা জুড়াইবে হৃদিতলে।

আসিলে না তুমি দেবি—
ছাড়িয়া ও পুণ্য-ভূমি—কেমনে আসিবে তুমি ?
এ যে চির-জ্বালাময়ী, মায়াময়ী মর্ত্ত্যভূমি !

সকলি মলিন হেথা, সকলি কলঙ্কময়,
ধরণীর যাহা কিছু কলঙ্কিত সমুদয়।
ত্রিদিবে রয়েছ তুমি,
তুমি যে ত্রিদিব স্পর্শে হয়েছ গো সুনির্ম্মলা;
ভূতলে আসিলে তুমি,
পড়িবে যে তব দেহে পার্থিব কলঙ্ক-মলা।
আবার মলিন কেন হবে তুমি সুহাসিনী,
থাক তুমি অমলিন,
নির্ম্মল-নীহার-স্নাত যথা ঊষা পুণ্যাঙ্গিনী।
ধরার কলঙ্ক-স্পর্শে
নাহি কাজ, মাখি আর নির্ম্মলেন্দু মুখখানি;
আবার জ্বলিতে বিষে,
আসিও না, সুপবিত্রা ত্রিদিবের দেবরাণি!

আসিও না—থাক তুমি সেই পুণ্য স্বর্গপুরে,
প্রফুল্ল-নলিন-রুচি হাসি মুখে সুমধুরে!
থাক তুমি, পুণ্যবতী ওই নীলাম্বরোপরে,
যথা হাসে নিত্যরুচি পূর্ণ কলা শশধরে।
পুঞ্জ পুঞ্জ যথা তারা, দেবতার আঁখি সম,
সারানিশি ধরা পানে চেয়ে আছে অনুক্ষণ।
সেই তারা আঁখি দুটী খুলি তব অবিরল,
দেখিও, হরিণাপাঙ্গে এই মর ধরাতল।

তাহলেই তৃপ্ত হবে বিধুরের অভিলাষে,
যতদিন নাহি যাই তোমার পবিত্র পাশে।

আজি তুমি স্বর্গগতা—মম হৃদি নিবাসিনী,
সুখে কিম্বা দুঃখে আছ, নাহি জানি কুশলিনী ?
চলিয়া গিয়াছ তুমি নিয়ে হৃদি জ্বালাময়,
কি দিয়ে জুড়াব বল, সে যাতনা সমুদয় ?
দেখ গো, তোমার তরে ঝরে শুধু অশ্রুধার ,
জগতে সম্বল শুধু আছে অশ্রু যাতনার।
সেই দূর, স্বঁর্গ-ভূমে থাক তুমি সুহাসিনী,
সৃজিয়া নয়ন জলে অমৃতের প্রবাহিনী ;
সে নদী অমৃত জল, তব ক্ষত হৃদি-পরে,
প্রবাহিয়া শতধারে সযতনে প্রেম-ভরে,
জুড়াইব বড় আশা, তোমার সে ক্ষত জ্বালা ,
সে অমৃতে জুড়াইতে পারিবে কি তুমি বালা ?
বিদীর্ণ করিয়া বক্ষ—
দেখাইয়া দাও—তব জ্বালাদীর্ণ হৃদিতল ;
সে ক্ষত হৃদয়ে তব,
ঢালিব অমৃতময়ি নয়ন-অমৃত জল !
তা হ'লে কি জুড়াইবে ? তব হৃদি জ্বালাময়,
নিভিবে কি নিরাশার সে অনল সমুদয় ?

স্বর্গগতা তুমি দেবি, কি দিব তোমায় আজি ?
থাক তুমি স্বর্গ-ধামে, স্বর্গ-সুষমায় সাজি !
স্বর্গ হতে প্রসারিয়া চারু ভুজ মনোহর ,
বিকাশি কোমল পাণি, ধর দেবি নিরন্তর ;
এ বিধুর মরমের বিগলিত অশ্রুধার,
তপ্ত অশ্রুধার মাখা প্রেম-ভক্তি উপহার !

এ পুণ্য বৈশাখে তুমি একাদশ বর্ষ গত,
চলিয়া গিয়াছ স্বর্গে আলো করি স্বর্গ-পথ ।
এ বৈশাখে, কতদিন, মনে পড়ে শতবার !
গেঁথেছিলে, কত সাধে, কত বেল-যূঁথি-হার ।
এ জনমে মালা গাঁথা গেছে তব ফুরাইয়া,
তাই গো উদাস মনে অশ্রু-রাশি বরষিয়া,
অঞ্জলি ভরিয়া তুলি বেল যূঁই অগণন,
তোমার উদ্দেশে দেখ করিতেছি অরপণ !
এ প্রেম অঞ্জলি মম, ধর তুমি পদ্ম-করে,
এই প্রেম-অর্ঘ্য মম নাও থাকি দূরান্তরে !
বিধুরের অর্ঘ্য বলি ঠেলিবে না জানি মনে,
তুমি যে গো, প্রেমময়ী, চিরময়ী প্রিয়তমে !

ঊষা।

মরি কি মধুর রূপে সাজিয়াছ, ঊষারাণি !
পদ্মরাগ-মরকতে মাখান আনন খানি ;
সীমন্তে শেফালি গাঁথা,
অঞ্চলে তড়িত-লতা,
পিককণ্ঠে কি মধুরে বাজে বীণা সুবাদিনী,
কে সাজালে হেন রূপে, বল, ঊষে বিনোদিনি ?

গাহিতে কি জগদীশঅনন্তমহিমা শত,
মনোরম-বেশে তুমি সাজিয়াছ মনোমত ?
কিরণের মালা গলে,
স্ফুট-পদ্ম পদ-তলে,
অরুণের প্রেমরাগে মাজি হেম কলেবরে,
জগত-মোহিনী-রূপে ফু'টেছ অবনী'পরে ?

কোথা জনমিলে, ঊষা ? আসিতেছ কোথা হ'তে ?
নামিতেছ মৃদু-পদে নীলমণি-মাখা পথে ;
তিমির-বসন খানি,
ছিল পরি ধরা-রাণী,
আনন্দ উল্লাসে—অই কর-পদ্ম বিকাশিয়া,—
হাসিতেছ,—সে বসন সোহাগে খুলিয়া দিয়া !

বিকচ-কুসুম তুমি ভালবাস, ঊষারাণি !
তাই এত ফুল-ভার ভরিয়া এনেছ পাণি ;
কোথা হ'তে ফুলরাশি,
আনিয়াছ, লো রূপসি !
এত ফুল—পেলে কোথা, বল, ঊষে মনোরমে !
এ সম্ভার আনিয়াছ কত কুঞ্জ আহরণে ?

জড়িত মাণিক নীলে শান্ত "প্রশান্তের" পারে,
মনোরম দেশ হাসে কনকের বিভা-হারে ;
যথা নিত্য ফুল ফুটে,
উন্মত্ত ভ্রমর লুটে—
গলিত অমৃত-রাশি কুসুমের ফুল্ল-মুখে,
যথা শশী শশ-লেখা ধরে না রজত বুকে ;

সবিতার তপ্ত-কর যথা নাহি তাপে প্রাণী,
নিত্য চন্দ্র ভাসে ভাতি, হাসে যথা নিশারাণী ;
মনোজের শরে যথা,
মরমে না দেয় ব্যথা ;
প্রেমিক প্রেমিকা হাসে মিলনের চির হাসি,
লতালকে স্ফুট যথা নীহারের মণি-রাশি !

পূরবের সেই দেশে—মরকত নিকেতনে—
স্ফুট-মন্দারের ভারে বিকীরিত সুশয়নে

অরুণের প্রেমপাশে—
ছিলে শুয়ে অভিলাষে ;
জাগাইতে অচেতনা ঘুমন্ত জগত-রাণী,
ত্বরিতে কি উঠে এলে, বাঁচাইতে যত প্রাণী ?

রাতি-রতি-জয়-লেখা রক্তিমা বদনে মাখি,
মৃদু-মুকুলিত দু'টি নিলাজ কমল-আঁখি ;
মিটেনি ঘুমের সাধ,
শ্লথ-দেহে অবসাদ,
প্রেম-নিশি জাগরণে এলায়িত রূপরাশি—
চূর্ণ-বেণী কাল-মেঘ বদনে প'ড়েছে আসি।

ঘুচাইতে অবসাদ, এলায়ে কুন্তল-ভার,
"প্রশান্ত" শীতল-জলে স্নানি সুখে অনিবার ·
গোলাপী বসন পরি,
এলোচুলে আলো করি,
সুরমিত "জাপানের" প্রফুল্ল বদন খানি,
প্রথমে চুমিলে আসি, তুমি ওগো উষারাণি !

পশিয়া "জাপানে" তুমি চন্দ্র-মল্লিকার বনে,
চয়িলে কুসুম কত বিনোদিনী, সে বিজনে ;
বাঁধি বেণী ফুলহারে,
ঢালিয়া সুগন্ধ ভারে,

সুরভিত করি পথ ভারতে এসে'ছ তুমি,
হেম-ভাসে আলোকিত করিতে এ পুণ্য-ভূমি।

তোমার মধুর হাসি—এ ভারত পরশিয়া—
সাজিল কুসুম-কুঞ্জে কত পুষ্প বিকাশিয়া;
শেফালি পড়েছে ঝ'রে,
ফোটে যূঁথি থরে থরে;
চামেলি, অপরাজিতা ঢালে প্রেম-উপহার,
মালতী, মাধবী হাসে প্রসারিয়া সহকার।

"জাপানে" বেঁধেছ বেণী, নাহি অঙ্গে আভরণ,
ভারতে পেয়েছ ঊষা, কত ফুল অগণন,
কুসুমে সৃজিয়া ভূষা,
আনন্দে পর লো ঊষা,
ফুলবালা তুমি, দেবি, কি কাজ রতন-মণি,
কুসুম-ভূষণ বিনা তোমাকে কি সাজে, ধনি?

লাজ-মাখা মৃদু হাঁসি প্রফুল্ল-আননে তুলে,
পূর্ব্বাসার হেম-দ্বার আনন্দে দিয়াছ খুলে;
নন্দন-অমৃত বারি,
হেম-ঘটে পূর্ণ করি,
বিকাশি কমল পাণি—ছড়াইছ মহীতলে;
পরশি সে সঞ্জীবনী, বাঁচে জীব কুতুহলে।

সন্ধ্যামণি

কি রাজ-রূপসী-বেশে হাসিতেছ, লো সুন্দরি!
অনল-তরল হেম শ্রীবরণে পড়ে ঝরি;
কাল মেঘ এলো চুলে,
চম্পকে ভ্রমর বুলে,
হেরি রূপ, শুক-তারা, সীমন্তে লুকায় লাজে,
সহস্র কমলে গাঁথা নিতম্বে মেখলা সাজে।

শ্রীমুখে দামিনী-হাসি হেরি তব, মনোরমে,
কত পিক-কল-স্বনে বাজে বাঁশী বনে বনে;
তোমার ও রূপ-ভাতি,
ঘুচায় আঁধার রাতি,
নীরবে চেতনা জাগে, জগতের প্রতি প্রাণে,
জাগাইলে সুপ্ত-ধরা নবীন আনন্দ দানে।

গাহিতে মহিমা কার আসিয়াছ ধরাতলে?
কি আনন্দ বিতরিয়া আবার যাইবে চ'লে?
আছ তুমি চিরদিন,
চির-রূপে অমলিন,
রহিবে যে চিরদিন, গাহিতে মহিমা তাঁর,
হেমালোকে ঝলমলি শ্যাম বক্ষঃ পূর্ব্বাসার!

জগদীশ করুণায় আসিয়া অবনীতলে,
জাগাইলে মৃত-প্রাণী সুধামৃত দিলে ঢেলে।

মধ্যাহ্ন-রবির করে—
তপ্ত বিশ্ব চরাচরে,
জীব জন্তু নর-নারী রোগ-শোক নিপীড়নে,
ক্লান্ত দেহ, অবসন্ন জগতের মহারণে ;—

তাঁহার অপূর্ব্ব লীলা ! পুনঃ সন্ধ্যা বিনোদিনী,
আসিয়া জুড়ায় হৃদি, ঢালি সুধা বিমোহিনী ;
দিবসের ক্ষত-রাশি—
পূরণ করেন আসি,
লেপিয়া মঙ্গল-করে অমৃতের প্রলেপন,
বিষাক্ত শল্যের জ্বালা করে যত নিবারণ।

দিবসে প্রতপ্ত রবি তাপিল এ চরাচর,
কি অমৃত ঢালে শশী সন্ধ্যা-মুখে মনোহর !
প্রকৃতি কোমল-করে
বীজনে অনিল ভরে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি শান্তির কোমল-কোলে,
পরিক্লান্ত জীব জন্তু, এলাইয়া পড়ে ঢ'লে।

জনমিলে, উষে, তুমি যাঁহার চরণতলে,
তাঁহারি সৃজিত সন্ধ্যা, মরি ! কিবা সুকৌশলে ;
তুমি ডাকো জীবগণে,
যুঝিতে জীবন-রণে ;

সন্ধ্যামণি

দিন-শেষে, রণ-অন্তে, অবসন্ন যত প্রাণী,
জুড়াইতে আসে সন্ধ্যা বিকাশিয়া পদ্ম-পাণি।

থাক তুমি, থাক, উষে! চিরদিন এই মত,
হাস লো, যামিনী অন্তে এই হাসি অবিরত;
জীব, জন্তু, নারী, নর,
দেখে যেন চরাচর,
তোমার ও ফুল্ল মুখে পূরবে আলোক রেখা,
প্রতিদিন নীলাকাশে নিকষে লো হেম-লেখা!

প্রণয়ীরে একা ফেলি, এসেছ, লো সুরবালা,
সহিতে কি পারে কভু প্রেমিকে বিরহ-জ্বালা?
অরুণ নাগর আসি,
হাসিয়া প্রেমের হাসি,
অই যে সোহাগে, উষে! চুমে তব বিম্বাধরে;
ঝাঁপ লো বদন, রাণি, সুচিকণ নীলাম্বরে।

ঢাকিলে না মুখ, উষে! ছিছি লাজে ম'রে যাই,
রমণী নিলাজ এত জগতে যে দেখি নাই!
নাগরে দেখিয়া পাশে,
গলিলে যে প্রেম আশে,
মিলাইলে কত সাধে প্রেমিকের কলেবরে;
ভুবন-বিজয়ী-প্রেম বিলাইলে অকাতরে!

নিয়তি।

কি মায়া শৃঙ্খল হায়, গড়িয়াছ বিধাতা রে ?
খুলিতে যতন করি, নাহি পারি খুলিবারে ;
জগত-আঁধার-রাতি,
জ্বলে কাল-দীপ-ভাতি,
লুব্ধ পতঙ্গের মত পড়ি তায় বারে বারে ;
একি ! অন্ধ-মোহ-খেলা, নাহি পারি বুঝিবারে !

ভেঙ্গেছে সাধের ঘর, নিবেছে চাঁদের আলো,
ঘিরিয়াছে চারিদিকে আঁধার-কুহেলি-কালো—
সে কুহেলি অন্ধকারে
কেন সাধ থাকিবারে,
মিটাইতে কোন্ সাধ ? ব'সে আছি প্রতীক্ষায়।
ধরিত্রী কুহক-ময়ী, কি কুহক মমতায় !

মুছে ফেল নিয়তি লো ! লিখেছ যা চিরাক্ষরে,
নির্ম্মম লেখনী দিয়ে দারুণ ললাট পরে ;
যাহা তুমি লিখেছিলে,
একে একে দেখাইলে,

আর দেখে কাজ নাই, ক্ষমা কর ধরি পায় ;
ঘুচাও জঞ্জাল দেবি, মুছি আয়ু-রেখা তায় !

লিখেছিলে দুরদৃষ্টে কেবল নয়ন-জল,
ফলিয়াছে যম-দণ্ডে অপরূপ ভাগ্য-ফল ।
জগতে মায়ার ডোরে,
বাঁধিয়া রেখেছ ঘোরে,
এখন সে মায়া-ডোর, খুলে নাও দয়া করি ;
চ'লে যাই, অবহেলে সংসার-সাগর তরি ।

• •

যাহারা চলিয়া গেছে, তাহারা রয়েছে কোথা ?
এ ভাবনা ভাবি দেবি ! প্রাণে বড় বাজে ব্যথা
আলোকে কি অন্ধকারে,
সাকারে কি নিরাকারে,
ধরণী উপরে কিম্বা বিলম্বিয়া সমীরণ,
কিরূপে তাহারা বল, করিতেছে বিচরণ ?

তাহাদের বুকে নিয়ে, কেহ কি যতন করে ?
কিম্বা ক্ষুধা তৃষ্ণা আর্ত্ত, কাটে দিন সকাতরে ?
প্রাণে বড় সাধ যায়,
সে সব জানিতে হায়,

দিবা নিশি এক মনে ভাবি সেই ভাবনায় ;
সে গুলি পরের কোলে, পাছে বা যাতনা পায়।

আমার সে ধনে কেন যতন করিবে পরে ;
যার জ্বালা—সেই বুঝে, অপরে বুঝিতে নারে !
তাই বলি লো নিয়তি,
নিয়ে চল তথা সতি,
হৃদি-ভ্রষ্ট ফুল গুলি যে দেশে রেখেছ নিয়া ;
বুকে তুলে যত্ন ক'রে জুড়াব এ ভগ্ন-হিয়া।

নিয়ে চল নিয়তি লো, এখনি দিনের বেলা ;
সন্ধ্যা হ'লে নিয়ে যাবে—এ কথা বলো না বালা !
সায়াহ্ন-আকাশ-তলে,
জীবনের রবি জ্বলে ;
সায়াহ্নে ভবের হাটে কেনা-বেচা সমাপন,
কি কাজ থাকিয়া তবে, চল যাই নিকেতন।

চল প্রিয়ে ঘরে যাই, না পুনঃ আসিতে রাতি,
এসেছিলে, ভব-হাটে, লইয়া পসরা পাতি ;
বাঁধিয়া সুখের ঘর,
পণ্য-দ্রব্যে মনোহর,

সাজাইলে কত সাধে, সাধের বিপণি খানি ;
ভাঙ্গিয়া সে ঘর চল, ঘরে যাই প্রেমরাণি !

দিবালোকে, দস্যু পশি ভাঙ্গিল সে গৃহ তব,
লুটিয়া লইল যত পণ্য-দ্রব্য অভিনব ;
সে সর্ব্বস্ব হারাইয়ে,
এই ভগ্ন-ঘর নিয়ে,
কেমনে থাকিব হেথা ভিখারীর বেশে হায়,
চল যাই, ঘরে ফিরে দুইজনে পুনরায়।

• •

এমন চোরের দেশে কে বল বসতি করে,
যথায় তস্কর লুটে দিবালোকে, দ্বিপ্রহরে—
সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিল,
বিপণি ভাঙ্গিয়া দিল,
কেন তবে, বৃথা বসে ভাসিতেছ আঁখি-নীরে ;
অপহৃত দ্রব্য তব তস্কর কি দিবে ফিরে ?

কি কিনিতে, কি বেচিতে, এসেছিলে হাটে হায় ;
কি তব সম্বল ছিল, এ ভবের ব্যবসায় ?
বারেক হিসাব করি,
দেখ ওলো, প্রাণেশ্বরি,

কত ছিল মূলধন, তস্করে হরিল কত;
অবিক্রীত কত দ্রব্য প'ড়ে আছে অবিরত।

বেসাতি হিসাব দেখি, কি করিবে বল আর,
ফুরাইল মূলধন সঞ্চিত ভাণ্ডারে যার।
আগে ছিল কত ধন,
পণ্য-দ্রব্য অগণন,
এখন সম্বলহীন, কি দিয়ে আবার তবে,
বাঁধিয়া বিপণি-গৃহ বাণিজ্য করিবে ভবে?

আসিলাম ভব-হাটে সাজায়ে সোণার তরী,
আজি চল ফিরে যাই আঁখি জল মুক্ত করি;
আজি সে তরণী মম,
ডুবাইল প্রভঞ্জন,
তাহে খেদ নাই কিন্তু কেমনে হইব পার,
তরী বিনা জগতের এ দুরন্ত পারাবার?

তিলেক থাকিতে হেথা নাহি আর সাধ মনে,
ত্বরা ক'রে ঘরে চল মিনতি লো প্রিয়তমে!
জগতে সঙ্গিনী ছিলে,
দুঃখে সুখে মিশাইলে,
আবার সঙ্গিনী রূপে, চল জগতের পার;
দেখিব নিয়তি-লেখা ভাগ্যে কিবা আছে আর।

হে কৃতান্ত ! কোথা তুমি, এস আজি ত্বরা করি,
অন্তিম-তরণী নিয়ে কাণ্ডারীর বেশ ধরি ;—
দাঁড়াইয়া ভব-পারে,
কাঁদিতেছি হাহাকারে—
পার কর দয়াময়, ভব-সিন্ধু জল রাশি,
জগত-অনল-জ্বালা পশ্চাতে আসিছে গ্রাসি !

হে কৃতান্ত ! তব হৃদি গঠিত পাষাণ-স্তরে,
নির্ম্মম নির্দ্দয় বলি খ্যাত তুমি চরাচরে ;
সবে বলে নিরদয়,
কিন্তু আমি দয়াময়,
আনন্দে বলিব, যদি করিয়া করুণা-দান,
তপ্ত ভব-সিন্ধু জলে কর শীঘ্র পরিত্রাণ ।

যে নাহি যাইতে চায় ভব-সাগরের পার,
তারে তুমি বলদর্পে নিয়ে যাও অনিবার ;
দেখি দীন দু'জনারে,
নিয়ে কি যাবে না পারে ?
পাথেয় যুগল-প্রাণ দিব এসে কর পার ;
ইহা ভিন্ন এ জগতে সম্বল নাহিক আর !

আর বিধি, ভব-ভূমে কে বুঝিবে লীলা তব,
যাহা কিছু কর তুমি, সকলি যে অভিনব !

সারল্যের চিরাধার,
পবিত্রতা পারাবার,
করুণা-প্রেমের খনি, সুধা-সিক্ত যে হৃদয়,
ভাঙ্গিয়া করিলে তারে শোকে শত-খণ্ডময়।

যে বলে জগতে হরি, তুমি চির দয়াময়;
সে যে মূঢ়, মোহ, অন্ধ, নহিলে কেমনে কয়?
তব দয়া মায়া যত,
অই পুত্র শোকাহত,
রমণীর ম্লান মুখ করিতেছে সুপ্রচার;
মরি কি অপূর্ব্ব চিত্র তব মায়া মমতার!

অই পদ্ম সুকোমলা, পতিব্রতা বর-নারী,
সরলতা প্রতিকৃতি, পুণ্যবতী সুকুমারী;
কোন্ অপরাধে তার,
নহে দেব একবার,
ভাঙ্গিয়া দারুণ বজ্রে সে কোমল বক্ষঃস্থল,
আজীবন করিয়াছ সম্বল নয়ন-জল?

অই উন্মাদিনী-রূপা ধূলি-বিলুণ্ঠিতা কায়;
হেরি বজ্র, কাঁদে দুঃখে, পাষাণ গলিয়া যায়;
আসিয়া ক্রোধান্ধ ফণী,
শুনি ও বিলাপ-ধ্বনি,

বোধ হয় নত-শিরে, সেও ফেলি আঁখি-জল,
ভুলিয়া দংশন তার ফিরে যায় বন-স্থল।

তোমার হৃদয় কিন্তু কি কাঠিন্যে নিরমাণ,
নাহি জানি হায় বিধি, কি তব কঠিন প্রাণ!
কোন অপরূপ বিধি,
গঠিল তোমার হৃদি,
জগত-নিয়ন্তা করি কোন্ অন্ধ বিধাতায়,
বসাইল মানবের ভাগ্য-সিংহাসনে হায়!

অন্ধ-আঁখি তুমি বিধি, অন্ধ পুনঃ সেই জন,
যে জন গঠিতে পারে এ কাঠিন্য অতুলন,
হেরি তব কীর্ত্তি-চয়,
পিশাচ লজ্জিত হয়,
পিশাচেও হেন কার্য্য নাহি করে কদাচন;
অই অভাগিনী তব কীর্ত্তি-স্তম্ভ-নিদর্শন।

পিশাচের কার্য্যে আছে নিয়মের প্রচলন,
অপরাধ অন্বেষিয়া করে তবে নির্য্যাতন,
কিন্তু তব কার্য্য যত,
নিয়মের বহির্গত,
নির্য্যাতন সীমাহীন, অজ্ঞান উদ্‌ভ্রান্ত মন,
যাহা ইচ্ছা কর তাহা, নাহি সাধ্য নিবারণ।

জগতের যত জ্বালা সহিবে রমণী নরে,
ছিন্ন-বস্ত্র অনশন সহিবে সে অকাতরে ;
কিন্তু হৃদয়ের নিধি,
ছিঁড়ে তুমি নিলে বিধি,
সে ক্ষতে যে জ্বালা জ্বলে বহির্ভূত সহ্যতার,
ত্রিজগত অন্বেষিলে সঞ্জীবনী নাহি তার।

মরমে ভরসা আছে তুমি হরি দয়াময়,—
তোমারি করুণাপাঙ্গে রক্ষিত ভুবন ত্রয় ;
না করিলে অপরাধ,
ঘটিবে না পরমাদ,
বিনা অপরাধে কিন্তু করিয়া এ বজ্রাঘাত,
আজন্ম ভাঙ্গিলে হৃদি, এই কি নিয়ম নাথ ?

তোমার দয়াল নাম, কত যে বিশ্বাসময়,
মরমে ভরসা, ধৈর্য্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি সমুদয়,—
আজি যে ভাসিয়া যায়,
অনল-অচল প্রায়,
অগ্নি-স্রাব ধরি বক্ষে, করিতেছি বিচরণ,
কি অপূর্ব্ব দয়া তব আজি বিশ্বে বিঘোষণ !

তোমার অপার দয়া জগতে চাহিনা হরি,
চাহি না যাইতে তব সুখের গোলক-পুরী,

দয়া করি কর নাথ,
এ ক্ষুদ্র কীটাণু পাত,
এই মাত্র ভিক্ষা চাই ধরি তব পদতল,
এ ভিক্ষা পাইলে নাথ জুড়াইবে হৃদিতল।

আর তুলে লও ওই পুত্র-শোক-বিধুরায়,
অসহ্য অপত্য-তাপে মুক্ত করি যাতনায়;
চিতা-শয্যা পক্ষে তার—
শয্যা-যূথি সুকুমার,
সে শয্যায় স্থান নাথ, দাও চির অভাগীরে;
কি সুখ ব্যাধের হেরি বাণ-বিদ্ধ কুরঙ্গীরে?

তোমার চরণামৃত করি নাথ বরিষণ,
চির-শান্তিময় কর চির-শোক-দীর্ণ মন।

—০:*:০—

পরিত্যক্ত পল্লী।

অস্ত যায় দিনমণি পশ্চিম গগনে,
জলদের গিরিরাজি রঞ্জি থরে থরে,
সুবর্ণে রঞ্জিত করি তরল কিরণে
নীল কিশলয়-দাম তরুর শিখরে।

ভানুর কিরণে গঙ্গা সুবর্ণ-বসনা—
কল কল রবে বয় মৃদু কল্লোলিনী,
সলিল-অলকে মরি! চঞ্চল-চরণা,
কনক-কুসুম দাম পরি সুহাসিনী।

ধীরে ধীরে শ্যাম সন্ধ্যা ভুবনমোহিনী,
উতরে মরত-ভূমে কানন-বাসরে—
ফুটিছে মল্লিকা যুঁই সন্ধ্যা-সুশোভিনী,
ফুটিছে নীরবে তারা সুদূর অম্বরে।

ফুলময়ী বনদেবী প্রফুল্ল অন্তরে,
জোনাকির মালা বাঁধে শ্যাম লতিকায়;
ফুটিতেছে পূর্ণশশী নীল জলধরে;
তাল-তরু শ্যাম-শিরে সমীর খেলায়।

সন্ধ্যামণি

মরি কিবা শ্যাম সন্ধ্যা ! অম্বরে ভূতলে—
রঞ্জিত সন্ধ্যার শ্যাম কান্তি মনোরম,
দিবি উজ্জ্বলিনী তারা গগনে বিজলে,
প্রফুল্ল কুসুম-জালে শোভিত ভুবন।

অস্ফুট তিমিরজালে এই সন্ধ্যাকালে
অই যে সম্মুখে পল্লী পরিদৃশ্যমান,
মনোহর শ্যাম-রুচি বৃক্ষ অন্তরালে,
প্রকৃতির কমনীয় লাবণ্য-নিদান।

কেন আজি অই পল্লী বিষণ্ণ বদনে,
প্রকাশিছে সময়ের মূর্ত্তি বিভীষণ ?
নিস্তব্ধ নিশীথে ম্লান চন্দ্রের কিরণে,
অনন্ত বিষাদ বেশ করিছে কীর্ত্তন !

সকলি নীরব ! সুধু প্রান্তরে প্রান্তরে
হুহু করে অবিরল অনিল-নিস্বন ;
সকলি নীরব ! সুধু তরুর শিখরে,
পাতায় পাতায় নিশি-নীহার-পতন !

যে দিকে ফিরাই আঁখি নিরখি কেবল,
অনন্ত - অনন্ত বন, তরুলতাময়,
কোথা আজি হায় ! সেই শোভা নিরমল—
আরণ্য শোভায় এ যে পূর্ণ সমুদয় !

অই যে সম্মুখে শত ভগ্ন নিকেতন,
অন্ধকার পরিত্যক্ত বিষাদ ভাণ্ডার,
কেন আজি জনহীন করি দরশন ?
কে নাশিল, হায়, পল্লী সুষমা সম্ভার ?

এই ত হাসিছে মরি ! নক্ষত্র কুন্তলা,
সলজ্জ কুসুম-ময়ী সন্ধ্যা সুহাসিনী ,
অমল রজত টিপ, ধূসর অঞ্চলা,
কোমল সুনীল ভালে পরিয়া রঙ্গিণী !

একদিন অই শত পল্লী-গৃহান্তরে,
নেহারিয়া এই সন্ধ্যা পবিত্র মরমে ;
কত পল্লী-বধূ শঙ্খ ধরি চারু করে,
বাজাইত কি মধুরে প্রফুল্ল বদনে।

এই ত রে সেই চারু সন্ধ্যা সুনির্ম্মল,
দাঁড়াইয়া এই আমি অবাক বদনে ;
কোথা আজি সেই সব ? হায় রে কেবল
গুটি কত শঙ্খ ধ্বনি পশিছে শ্রবণে !

জনহীন আজি পল্লী লিপ্ত অন্ধকারে,
একদিন ছিল যাহা শোভার সদন ;
নিরখিয়া সেই পল্লী হৃদয় বিদরে,
আজি, হায়, সেই পল্লী অরণ্য বিজন !

সরল অন্তর সেই গ্রামবাসিগণ,
চির-লজ্জা-শীলা সেই পল্লী নিবাসিনী,
সরলতা প্রতিকৃতি, কোথায় এখন,
কোথা সেই পল্লী শোভা নয়ন রঞ্জিনী ?

সকলি ঘুমায় অই তরঙ্গিণী তীরে—
কালের অনন্ত অঙ্কে জন্মের মতন ;
পার্থিব পিঞ্জর সবে ত্যজি ধীরে ধীরে,
সুখময় পুণ্য লোকে করেছে গমন !

হাসিলে সলাজে ঊষা পূরব অম্বরে,
প্রভাতের সুকোমল অনিল নিস্বনে,
কূজিলে কাননে পাখী সুমধুর স্বরে,
গাহিলে পাপিয়া পিক কল কুহরণে ;—

শুনি সেই মধুময় বিহঙ্গ কূজন,
পরশিয়া প্রভাতের অমৃত আসার,
কোন দিন পুনঃ তারা পাবে না জীবন !
মুহূর্ত্তেক তরে কিম্বা জাগিবে না আর !

অস্ত গেলে দিনমণি মরাল গমনে,
পল্লী বিনোদিনী মালা যাইবে না আর,
কলসী ধরিয়া কক্ষে বারি অন্বেষণে,
বদনে মধুর হাসি মাখি অনিবার !

সারাদিন পরে অই কুটীর প্রাঙ্গণে,
নাচিয়া নাচিয়া আর ফুল্ল শিশুগণ ;
যাবে না জনকে হেরি চঞ্চল চরণে,
লভিবারে জনকের সস্নেহ চুম্বন !

চারু-সন্ধ্যাকালে ক্লান্ত বিশুষ্ক অন্তরে,
পরিশ্রমজীবী কিম্বা ভেটিবে না আর
শ্যামাঙ্গিনী প্রেয়সীরে কুটীরের দ্বারে,
চুম্বি মুখ খুলিবে না স্বর্গের দুয়ার !

দরিদ্র যুবক কিম্বা দেখিবে না আর,
বসি সুখময় পর্ণ-কুটীর সদনে,
লক্ষ্মী-স্বরূপিণী কান্তা,—শতসুখাধার,—
পবিত্র-সরল-প্রেম-পূর্ণিত-নয়নে !

অই ত কুটীর, সেই শুষ্ক-পত্র ময়,
এই সেই মনোহরা সন্ধ্যা মধুমতী,
কিন্তু আজি, কোথা সেই অভিন্ন-হৃদয়
যুগল-প্রণয়-পদ্ম দরিদ্র দম্পতী ?

কালের সাগরে আজি, হায় রে ! সকল
ডুবিল অনন্ত জলে, ভগ্ন নিকেতন
আর অই পর্ণ-গৃহ, সমীরে চঞ্চল,
রহিয়াছে তাহাদের চিহ্নের মতন !

একদিন এই স্থানে কত অভাগার,
খুলিল স্বর্গীয় প্রেমে পবিত্র অন্তর ;
ক্ষণ অভিনয়-লীলা ফুরাল আবার,
মাটীতে সোণার অঙ্গ মিশিল সত্বর ।

বিজন বিপিন, বন-কুসুমের প্রায়,
কত শত মহামতি জন্মিল এখানে ;
হ'ল না বিকাশ, কিন্তু ধীরে ধীরে হায় !
হ'ল ভস্মে পরিণত কৃতান্ত-কৃপাণে !

কত শত মহামতি উন্নত-জীবন,
স্বদেশ মঙ্গল যার চির-ইচ্ছা হায় !
কত শত দেব-আত্মা ধার্ম্মিক সুজন,
ঘুমাইছে হায় ! এই পল্লী-মৃত্তিকায় !

জীব, জন্তু, তরু, গিরি, সকলি নশ্বর,
মাটীর সৃজন, চির-অসারতা-ময় ;
সকলি কালের করে ঘোরে নিরন্তর,
এক দিন হবে পৃথ্বী তিমির-নিলয় ।

সাধের মানব-জন্ম, এই কলেবর,
মৃত্তিকার অঙ্গে মাখা চন্দ্রের কিরণ,
অংশুমালী রবি কিম্বা তারা, শশধর,
সকলি কালের করে হবে নিপতন !

হায়! আজি কোথা মম শৈশব সরল!
বোধ হয় যেন তাহা সুদূর স্বপন!
স্মৃতির কৃপায়, সেই দিন নিরমল—
দূর নক্ষত্রের প্রায় হ'তেছে স্মরণ।

আজি এই জীবনের প্রথম যৌবন;
উন্মত্ত জীবন মম, নাহি বাহ্যজ্ঞান,
চরণের তলে বিশ্ব করি দরশন,
মনে জানে অভিলাষ আশা পূর্ণ প্রাণ;

কিন্তু যবে সেই দিন আসিবে আমার,
কোথায় রহিবে এই চারু নিকেতন?
কবিত্ব-রূপিণী প্রিয়া প্রেম-পারাবার,
মরমের যত সাধ আশা অগণন?

আমিও আবার অই পল্লীবাসী সম,
বসুমতী জননীর অঙ্কে অনিবার,
ঘুমাইব এক দিন জন্মের মতন,—
যেই নিদ্রা কোন কালে ভাঙ্গিবে না আর।

লো প্রকৃতি! কহ মোরে, কহ সুহাসিনি!
এই কি মানব-লীলা? এই পরিণাম?
সৌদামিনী-সম ক্ষণবিকাশি রঙ্গিণী
লভিল, লভিবে সব অনন্ত বিরাম!

বউ কথা কও পাখী।

নিদাঘ-যামিনী-শেষে—
ঝুরু ঝুরু সমীরণ সুশীতলে ব'হে যায় ;
যামিনীর আবরণে—
কত ফুল-বালা মুখ খোলে অলি-সাধনায় ;
নিকুঞ্জ ভরিয়া বাসে,
নিলাজে যূথিকা হাসে ;
থেকে থেকে কুহু-রবে পিকবর কল গায় ;
মুখরিত ঝিল্লী-রবে, মঞ্জীর যামিনী পায়।

বৈশাখ পূর্ণিমা-নিশি !
প্রেম-অবসাদে শশী চ'লেছে পশ্চিম গায় ;
রজতের বারি দিয়ে
মাজিতেছে দেব-বালা অভ্র-হীন-নীলিমায় ;
যামিনী নাগরী লাজে,
মননিজ শ্লথ সাজে,
বিলাস মন্থরে মৃদু ধীরি ধীরি চ'লে যায় ;
নীলবাসে কালো-মুখ ঝাঁপি সতী উভরায়।

রমিত বকুল-বাসে,
এ বৈশাখ নিশি শেষে কোন দেশ হ'তে আসি,

এ বিজন বনান্তরে
কল-কণ্ঠে ঢালিতেছ, পাখি, এত সুধারাশি ?
শত বেহালার তান—
মাখা তব অই গান,
এস্রারের কল তানে ললিত রাগিণী বাজে ;
শুনি স্বর বীণা-তারে মূর্চ্ছনা মিলায় লাজে।

প্রেমের মিলন-সুখে
পশিল কি, পাখি, আজি দুঃখের বিরহ আসি ?
নিদারুণ যাতনায়,
তাই কি কাতরে এত ফেলি আঁখি-নীর-রাশি ;
জ্বলিয়া বিরহ তাপে,
এ মিনতি প্রেমালাপে
করিতেছ প্রেয়সীরে এ কাতর সম্ভাষণ ;
কি বিরাগে, প্রিয়া তব, পাষাণে বেঁধেছে মন ?

গোকুলে বাজিলে বাঁশী,—
বহিত মুরলী-স্বরে উজানে যমুনা জল,
গাহিত পাপিয়া পিক,
রসালে মন্দার মধু লুটিত ভ্রমর দল।
বদনে বসন টানি,
ছিল মানে রাধারাণী,

শুনিয়া মুরলী-স্বরে উদাস-বিরহ গান ;
মানময়ী রাধিকার ভাঙ্গিত প্রেমের মান।

ললিত মধুর কলে
তোমার অমৃত গানে সুকণ্ঠে বাঁশরী বাজে ;
তবু তব প্রেমময়ী
নির্ম্মমে প্রেমের মানে বদন ঢাকিয়া লাজে,
তব প্রাণে দিয়ে ব্যথা,
কহেনা প্রেমের কথা,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া দেখ সারা নিশি ব'হে যায় ;
তবু সে মানিনী মান ভাঙ্গিল না সাধনায়।

কে তব মানিনী, পাখি ?
এত সাধাসাধি করি কারে এত উপাসনা ?
কাতরে যে এত ক'রে
সাধিলে কহিতে কথা, তবু কথা কহিল না ;
না জানি কি গুরু মানে,
প্রেমময়ী অভিমানে,—
এ প্রেম বাসরে আজি নহে প্রেমে নিমগনা ;
তুমি অপরাধী বুঝি, তাই তব এ লাঞ্ছনা।

আজি এ নিদাঘ নিশি,
ফুল্ল-চন্দ্রমার প্রেমে হাসে নিশি রসবতী ;

অলি কুল প্রেমে মাতি,
কত ফুল-মধু লুটি ভ্রমিতেছে পাতি পাঁতি ;
এ বসন্ত-প্রেম-রাতি,
কি প্রেম জোছনা ভাতি,
কি প্রেম মিলন নীরে ভাসিতেছে ধরাতল !
কেবল তোমার প্রাণে জ্বলিছে বিরহানল।

শুধু নহে তুমি, পাখি,
মানিনী-মানের তরে কাঁদিতেছ অবিরল ;
তোমার মতন দেখ,—
প্রেমিক প্রণয়ী কত ফেলিতেছে আঁখি-জল ;
দেখ কত প্রেম-রাণী,
অভিমানে অভিমানী,
প্রণয়ী প্রেমের দায়ে সাধনা মিনতি করি,
ভাঙ্গিছে প্রেমের মান মানিনী-চরণ ধরি।

এই প্রেম পূর্ণিমায়,
যুবক যুবতী কত হেরি সুখ-প্রেম-রাতি,—
স্মিত রুচি বিম্বাধর,
মনোজ-আবেশে মৃদু অলস নয়ন-ভাতি ;
প্রেমের মিলন আশে,
মিলেছিল অভিলাষে,

কত আশা ছিল মনে, পোহাইবে প্রেম-নিশি,
চুম্বনে-মিলনে কত মরমে মরমে মিশি।

কিন্তু, সেই অভিনয়ে—
প্রথম চুম্বনে হায়, অতৃপ্ত প্রেমের আশা,—
দেখ, পাখি, ফুরাইল,
মুখরিত না হইতে অস্ফুট কুজন ভাষা ;
লঘু প্রেম-অপরাধে,
প্রণয়িনী সুখ সাধে,
বিরাগে সাধিল বাদ চাহিয়া প্রণয়ী পানে ;
আবরিল মুখ শশী মানময়ী অভিমানে।

ঝাঁপি মুখ উপাধানে,
উপপ্লুত চন্দ্র-মুখ বিমলিন মান-রাগে ;
অরবিন্দ-রুচি আঁখি,
সজল নীহারময় দুষ্ট-চুম্বনের দাগে।

করি পৃষ্ঠে বিসারিত,
পতিত পর্য্যঙ্ক-তলে সাধাসাধি নিপীড়নে ,
ছিন্ন-কণ্ঠ-ফুল-মালা লুণ্ঠিত বসন সনে।

পাখি রে, তোমার মত,
প্রণয়ী বসিয়া পাশে সারা নিশি জাগরণে ;

রভসে মিনতি করি,
প্রণয়িনী-কর-পদ্ম ধরি করে সযতনে,
জানায় বিরহ-ব্যথা,
প্রেয়সী না কহে কথা,
না পারে, ভাঙ্গিতে তবু মানিনীর গুরু মান ;
বসনে রেখেছে ঝাঁপি ইন্দু-মুখ অভিরাম।

একি রঙ্গ বল, পাখি ?
প্রেমের মিলনে কেন বিরহের ঘোর দায় ;
ক্ষণ লঘু-অপরাধে,
মানিনী যে মান ভরে মাখে মুখ কালিমায় ;
এই প্রেমে প্রতিদান,
পরক্ষণে অভিমান,
সাধিলে অবাক মুখ অরুণিত বিলোচন ;
প্রেমে সাধাসাধি এত, একি বিধি বিড়ম্বন ?

কি কৌশলে দেখ, পাখি,
প্রেমের সৌন্দর্য্য করি চির কোমলতা-ময়,
যতনে বিধাতা কত,
মিলনে অমৃত রাখি—বিরহে গরল চয়,
গঠিল রমণী হিয়া,
মান-রাগ মিশাইয়া,

তাই প্রেম অভিমানে ঝরে কত সুধারাশি ;
এত সাধা সাধি তবু প্রাণে ভাল বাসা বাসি

প্রেম-প্রীতি-ময়ী দেবী
উপাস্য-রূপিণী-রূপে অধিষ্ঠিতা অনিবার ;
জনম জনম পাখি,
আজীবন উপাসকে সাধিবে চরণ তার ;
অকরুণ আরাধনে,
দয়াময়ী পর ক্ষণে,
নীরদের কাল ছায়া ঢাকে প্রভা চন্দ্রমার ;
সরিলে উছলি উঠে স্ফুট হাসি জোছনার !

উপাসক তুমি, পাখি,
চির-প্রেম-উপাসনা সে মানিনী দেবতায়,
অনাহারে একমনে,
করিতেছ বনে বসি এই প্রেম-তপস্যায় !
বরষি নয়নে ধারা,
কেঁদে কেঁদে হ'লে সারা,
যামিনী পোহায়ে গেল এ বিরহ বেদনায়,
মিলনের বারি বিন্দু ঝরিল না তবু তায়।

পারিলে না তুমি, পাখি,
ভাঙ্গিতে প্রেয়সী-মান এত সাধা সাধি করি ;

তোমার মিনতি শুনি,
মানিনী নাগরী কিন্তু ছিল শুয়ে ধরা'পরি ;
"বউ কথা কও" ভাষে,
রূপসী সলাজে হাসে,
মান-মাখা মুখশশী ফোটে পুনঃ প্রতিভায় ;
প্রণয়ীর মুখ পানে কমল অপাঙ্গে চায়।

আকুল বিকল প্রাণে,
প্রণয়ী যে ছিল বসি, ভাসি কত আঁখিজলে ;
সাধা সাধি করি এত,
জ্বলেছিল সারা নিশি দারুণ বিরহানলে ;
হেরি প্রিয়া-মুখে হাসি,
উছলে আদর রাশি,
তপ্ত-শ্বাসে বিচুমিল প্রেয়সীর সুবয়ান ;
পুনঃ প্রেমে মাখামাখি, দূরে গেল অভিমান।

দেখ, পাখি, হাসে উষা,
মৃগ-মদ মলয়জ মাখিয়া সমীর বয় ;
নিদাঘ-যামিনী-শেষে,
ফুরাইল মানদার যত মান অভিনয় ;
হেরি নিশি-অবসান,
শেষ মিলনের গান,

প্রেমিক প্রমিকা পুন গাহিতেছে অনিবার ;
বাজিলে প্রেমের বীণা, ঝঙ্কারে প্রাণের তার ।

তুমি আজি দেখ, পাখি,
মিনতি সাধনা করি ভাঙ্গিলে পরের মান ;
কিন্তু, একি বিড়ম্বনা,
পাইলে না সাধি এত নিজ প্রেমে প্রতিদান !
মানিনী মানের লতা,
ত্যজি মান কহে কথা,
অনন্ত-বিরহানলে পড়িল মিলন-জল ;
তুমি সাধাসাধি করি, পাইলেনা কোন ফল ।

তব প্রণয়িনী, পাখি,
কহিল না কোন কথা—করিওনা দুখ তায় ;
চির-উপাসক-রূপে,
কর তুমি উপাসনা এই প্রেম-তপস্যায় ,
ভাগ্যবতী সে মানিনী,
যারে দিবা নিশীথিনী,
আদরে প্রণয়ী সাধে পূর্ণ-প্রাণ-আকাঙ্ক্ষায় ;
সাধিয়া মেটেনা সাধ আরো সাধিবারে চায় ।

কি মধু যে আছে তব,
হৃদয়-বিদীর্ণ-কারী এই প্রেম সাধনায়,

কে বুঝিবে বল, পাখি,
মত্ত নহে মন যার প্রেম মোহ মদিরায় ?
জনম জনম শত,
সাধো পাখি এই মত,
আজীবন—মরনান্তে করিও এ আরাধন ;
কে আছে ? তোমার মত এত প্রেম পরায়ণ !

সাধিলে বিফলে এত,
তবু তাহে নাহি ক্লেশ, নাহি মান অপমান ;
অরুচি সুরুচি নাই,
ভালবাসা স্রোত তব বহিতেছে অবিরাম ;
প্রাণে ভালবাসে যারে,
মান অভিমান তারে,
এ কুরীতি জানে শুধু মূর্খ মানবের দল ,
তুমি, পাখি, নির্ব্বিকার প্রেম উপমার স্থল ।

হাসিও না।

হাসিও না, হাসিও না, ইন্দু-নিভাননে!
তুলো না মধুর-হাসি মধুর অধরে,
ও মধুর হাসি আজি সহে না নয়নে
নেহারি ও মৃদু হাসি হৃদয় বিদরে!

জান কি জীবনাধিকে! মরমে আমার—
কি অনল জ্বলিতেছে দিবস-যামিনী?
সেই হুতাশন, সেই বিষাদের ভার—
পার কি বুঝিতে তুমি, বল সুহাসিনি?

বুঝিও না প্রাণ-জ্বালা, প্রেয়সি আমার!
বুঝিলে কি যুড়াইবে জ্বলন্ত-অনল?
পারে কি বারিতে কেহ অনল-উদ্গার,
করে যবে শতধারে অনল অচল?

সহস্র শিখায় এই দেখ প্রিয়তমে!
পলে পলে, স্তরে স্তরে, সেই হুতাশন—
হৃদয়-কাননে, সুখ-ব্রততীর সনে,—
দগ্ধ করিতেছে এই কুসুম-যৌবন।

আজি তুমি দূর-দেশে যাবে, সুহাসিনি !
কত দিনে ফিরিবে, কি ফিরিবে না আর ?
সেই সঙ্গে উচ্ছ্বসিত প্রেম-নির্ঝরিণী
শুখাইছে, দেখ, অই হৃদয়ে আমার।.

কালি যবে দিনমণি পশ্চিম-অচলে,
ডুবিবেন ম্লান-জ্যোতিঃ, বিদায়ি-চুম্বনে
চুম্বি নলিনীর চারু বদন বিমলে,
রঞ্জি হেমাম্বুদ-দাম আরক্ত-কিরণে ;

চামেলির গন্ধ সনে বহিলে অনিল,
ফুটিলে মল্লিকা-বেল সন্ধ্যা-প্রমোদিনা,
কুহরিলে চূত-কুঞ্জে উল্লাসে কোকিল,
দেখা দিলে ধরাতলে সন্ধ্যা সৌরভিনী ;

এই সন্ধ্যাকালে যবে আসিব হেথায়,
জুড়াইতে ক্ষত-হৃদি দিবসেব রণে,
দেখিব—চপলে দূরে গঙ্গা বহে যায়,
কাঁপে তাল-তরু-শির মৃদু সমীরণে।

দেখিব সকলি অই শ্যাম তরুগণ,
গাহিতেছে দধিমুখ শাখায় শাখায় ;
হেরিব সিন্দুর রাগে রঞ্জিত গগন,
সিন্দুর বরণ রবি ধীরে ডুবে যায়।

দেখিব সকলি, কিন্তু দেখিব না আর—
এই সন্ধ্যাকালে সান্ধ্য আকাশের তলে
প্রেম-রশ্মি-স্নাত চারু বদন তোমার,
দেখিব না চন্দ্র-কর অশোকের দলে।

যাও তবে, প্রিয়তমে, কি বলিব হায়!
জলুক এ হুতাশন, বিদায় এখন;
নাহি জানি কবে দেখা হবে পুনরায়,
তা' না হ'লে—এই দেখা জন্মের মতন।

বিদায়ের কালে এই ধর উপহার;
বিমল-মুকুতা কত নয়নের জলে
ঝরিতেছে, শতেশ্বরী তাহে অনিবার
গাঁথিলাম,—প'রে যাও তোমার ও গলে।

জীবনাঞ্জলি ।

সুকোমল শ্যাম-কণ্ঠে কলহংস মালা পরি,
কেতকী-কদম্ব যূথি—সুগন্ধে ভুবন ভরি,
মৃদু মেঘ গরজনে,
শিখী কণ্ঠ কুহরণে
নব মেঘ নীলবাসে আবরিত করি কায়,
কি সাজে প্রকৃতি রাণি, সেজেছিলে বরিষায় ?

চলিয়া গিয়াছে আজি সে নব জলদ-রাজি,
কেতকী-কদম্ব-যূথি ঝরিয়া পড়েছে আজি,
খুলি কলহংস হার,
সম্বরিয়া মেঘভার,
আবরিয়া নীল-বাস তব শ্যাম দেহ পরে,
যাও লো বরিষা রাণি, আজি দূর দেশান্তরে ।

পদ্ম-রজ-লিপ্ত দেহে দিব্য গন্ধে সুগন্ধিনী,
পরি কণ্ঠে কমলিনী, কুমুদিনী, কহ্লারিণী
উন্মীলিত তারকায়,
স্ফুট শশী জোছনায়,
নির্ম্মল মধুর স্মিতে করি ধরা আলোকিনী,
এস লো শারদ রাণি, নব-রূপে উদ্ভাষিনী !

সন্ধ্যামণি

শারদ সপ্তমী আজি, কত শোভা চরাচরে,
কি আনন্দ উচ্ছ্বসিত আজি প্রতি বঙ্গ-ঘরে,
বৎসরের পরে আজি,
মণি মুক্তা হেমে সাজি,
আসিতেছে বঙ্গ-গৃহে, দশভুজা রূপ ধরি,
ত্রৈলোক্য-তারিণী উমা ত্রিভুবন আলো করি।

আজি এ আনন্দ দিনে, আনন্দে জগত ভরি,
ত্যজিয়া মা কৈলাসের সুরম্য সুবর্ণ-পুরী,
নিয়ে সুধা সঞ্জীবনী,
এস মা কৈলাসরাণি,
ভাসি ভক্তি-অশ্রু-জলে করে বঙ্গ আবাহন ;
এস মা, করিতে বঙ্গে চির সুধা বিকীরণ।

বৎসরেক ছিল বঙ্গ কত আশা-পথ চেয়ে ;
আশার রতন দীপ জ্বালিয়া আঁধারালয়ে,
আজি সেই আশা তার,
পূরিল যে অনিবার,
নর-নারী ভুলি দুঃখ ফেলি আনন্দের শ্বাস,
মিটাইবে বৎসরের সুখ-সাধ অভিলাষ।

অন্নপূর্ণা-রূপে আসি তিনটী দিনের তরে,
বসিলে মা রত্নময়ি, আঁধার দরিদ্র ঘরে,

স্বর্গের অমৃত আনি,
ঢালিবে মা ভবরাণি,
তিনটী দিনের তরে ক্ষুধার্ত্তের প্রতি মুখে ;
জুড়াইবে বঙ্গবাসী পর্য্যাপ্তের চিরসুখে।

তিন দিন দেখিয়া মা তোমার স্নেহার্দ্র মুখ,
দরিদ্র নন্দন তব বাঁধিল বিদীর্ণ বুক ;
রোগ শোক জ্বালা যত,
ভুলিল মা অবিরত,
সহস্র বিষাদ রাশি চাপিয়া হৃদয় তলে,
আবার ভাসিল বঙ্গ আনন্দের স্রোত-জলে।

পুরাকালে যথা মাগো পলিত জরতী বেশে,
ভ্রম-মুগ্ধ ব্যাসদেবে নির্ম্মমে ছলিলে এসে,
তিনটী দিনের তরে,
আসিয়া বঙ্গের ঘরে ;
সেই মত অভিশপ্ত করি বর ছলনায় ;—
বল মা, কৈলাসরাণি যাইবে কি পুনরায় ?

কি দিতে মা আসিয়াছ এ দীন ভারত-ভূমে,
কি দেখিয়া পুনরায় কৈলাসে ফিরিবে উমে ?
শত অনাটন যার,
কিসে পুরাইবে তার,

সে অভাব, কোন্ পুণ্যে বল মা জগত-রাণি,
কি সুধা কৈলাসে আছে, যাহা তুমি দিবে আনি ?

স্নেহময়ী রূপে আজি এসেছ এ বঙ্গভূমি,
রত্ন-মণি-উপচারে পূজা মা লইবে তুমি ;
সে লজ্জিত কোকনদ,
দনুজ-দলনী পদ,
কি দিয়ে ভারত বল পূজিবে তোমারে আর,
ভিখারিণী কোথা পাবে তব যোগ্য উপহার ?

আভরণ-হীনা দীনা, রোগ-শীর্ণ দীর্ণ কায়,
কাটে দিবা নিশি তার দারিদ্র্যের তাড়নায় ;
নয়নের জলে পূজা
নিয়ে আজি দশভুজা,
যাও মাগো কৈলাসের সে সুরম্য নিকেতনে,
এ দরিদ্র-গৃহে থাকি কি কাজ মা বরাননে ?

যেও না কৈলাস রাণি, মিনতি কমল-পায়,
যেও না মিনতি শত করিতেছি মা তোমায় !
সুনীল অম্বর পথে,
বসিয়া হিরণ্য-রথে,
শত-পত্র-আয়তাক্ষ উন্মীলিয়া একবার,
দেখ চেয়ে, স্নেহময়ি দূর সমুদ্রের পার।

নীল পুষ্পহারে গাঁথা জলধি মেখলা পরি,
দেখ মা "উরুপা" * ওই হাসে বিশ্ব আলো করি ;
জিনি কোটী অমরার,
রূপকান্তি সুকুমার,
ভুবন-সুন্দরী রাণী জগতের অধীশ্বরী,
বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতার বীরত্বের রম্য পুরী।

যথায় কমলা রাণী হেম ঝাঁপি নিয়ে তাঁর,
কনক মুকুতা মণি বিলায় মা অনিবার,
মানব দেবতা সম,
রূপে গুণে অতুলন,
লজ্জিতা অমরী-রূপে যথা নারী মনোহরা,
মানবের সহচরী হৃদয় আনন্দে ভরা।

রূপসী রমণী মাগো নহে যথা ক্রীত-দাসী,
বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভার স্ফূরিত লাবণ্য-রাশি,
যথা নিত্য বীণাপাণি,
ত্রিদিবের সুধা আনি,
পদ্ম-করে মিশাইয়া সে অমৃত অমরার,
শত কবি-কণ্ঠে ঢালে সুধা-ধারা অনিবার।

* Europe.

জগত ললামময়ী সে সুরম্য "উরুপার",
দেখ মা কৈলাস-রাণি, দেখ দশা একবার ;
নাহি সে লাবণ্যরাশি,
চারু মুখে ফুল্ল-হাসি,
নন্দন-মালঞ্চ আজি হতেছে মা ছারখার,
বিশ্বনাশি-সমরাগ্নি ঘিরিয়াছে চারি ধার !

আবরি ধরিত্রী-বক্ষ, আবরিয়া নদী-জল,
আবরি চঞ্চল নীল সমুদ্রের বক্ষঃস্থল,
মণি রত্নে সুশোভন,
*রাজেন্দ্রের নিকেতন,
দরিদ্রের পর্ণ-গৃহ আবরিয়া অবিরল,
বীরদর্পে তূর্য্যনাদে সেজেছে বীরেন্দ্র-দল ।

জল স্থল আবরিয়া চলিয়াছে অনীকিনী,
কোটী বীর-পদভরে কম্পিতা যে এ মেদিনী,
নয়নে অনল জ্বলে,
অস্ত্ররাজি ঝলমলে,
বীর দর্পে রণরঙ্গে ত্রিভুবন-বিজয়িনী,
কি বিচিত্র শোভা ওই দেখ উমা ত্রিনয়নী ।

এ নহে মা সমাবেশ অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী,
কুরুক্ষেত্র মহারণে অতীতের সে কাহিনী,

ভীষ্ম দ্রোণ সেনাপতি,
কর্ণার্জ্জুন মহারথী,
বাণে বাণে অরুণের গতিরোধ অনিবার,
সমরের অবসান অষ্টাদশ দিনে যার।

এ নহে মা রক্ষ-গৃহে লঙ্কেশ-বন্দিনী সীতা,
উদ্ধারিতে রাঘবের সুগ্রীবের সনে মিতা ;
সুবর্ণ লঙ্কার দ্বারে,
পাদপ প্রস্তরাসারে ;
বনের বানর সঙ্গে নাহি যুঝে দশানন,
কোদণ্ড টঙ্কারে নাহি চমকে মা ত্রিভুবন।

এ যে মা সমর সজ্জা অমর-দানব-ত্রাস,
লঙ্কার সে মহাযুদ্ধ কুরুক্ষেত্র উপহাস !
নাহি সে বাণের সৃষ্টি,
এ যে অনলের বৃষ্টি,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণার্জ্জুন যাহার গরিমা এত,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণার্জ্জুন আজি যে মা শত শত !—

শত বর্ষাধিক গত "উরুপার" অভ্যন্তরে,
জর্ম্মনী প্রুশিয়া ছিল ক্ষুদ্র সিংহাসন পরে,
"বীরেন্দ্র" * দুর্দ্ধর্ষ বলে,
ফ্রেঞ্চ-সৈন্য দলে দলে,

---

* Napoleon

খেদাইয়াছিল তারে "ভিস্‌চুলার" পর পারে ;
তুষারের চির-রাজ্য "পোলাণ্ডের" বনান্তরে।

উদ্ধারিতে নিজ রাজ্য রূপসী-মহিষী * তাঁর,
"বীরেন্দ্রের" পদতলে লুটাইল অনিবার ;
চমকিয়া রূপ-ভাতি,
অনুনয়ে গুণবতী,
পারিল না উদ্ধারিতে হৃত-রাজ্য আপনার ;
অনুতাপে অভিমানে ফিরিল সে গৃহে তার।

তার পরে গেল দিন, গেল মাস বর্ষান্তরে,
ফিরিল কালের গতি নিয়তি চঞ্চল করে ;
জর্ম্মণী প্রুশিয়া সনে,
একতার সম্মিলনে,
সুবিস্তৃত মহা-রাজ্য হাসিল ধরণী-পরে,
পূজিল নৃপতিবৃন্দ সে নবীন অধীশ্বরে।

কমলা সে রাজ-কণ্ঠে, পরাইল অনিবার
শিল্প বাণিজ্যের সঙ্গে হেম মণি মুক্তা হার ;
আপনি ভারতী আসি,
বিদ্যার মুকুট-রাশি,
পরাইল শত শিরে, কে করিবে সংখ্যা তার ?
ভাতিল ভাস্বর ভাতি যশঃকীর্ত্তি মহিমার।

---

* Queen of Prussia.

হাসিল নগরী শত রম্য সৌধ-কিরীটিনী,
ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী চিত্র-ধ্বজ-পতাকিনী ;
সহস্র বিপণি থর,
পণ্য-দ্রব্যে মনোহর,
ভূতলে করিল সৃষ্টি সহস্র অমরা জিনি,
নব অভ্যুদয় প্রাণে নব গর্ব্বে গরবিণী।

ক্ষুদ্র নরপতি বৃন্দ হয়ে ভীত ম্রিয়মাণ,
করিল আনত শিরে রাজ-পদে অর্ঘ্য দান ;
নব-গর্ব্বে গরবিনী,
বীর-দর্পে উদ্ভাসিনী,
সে অদম্য শক্তি-স্রোত প্রবাহিল অবিশ্রাম,
"সিডনের" * রণক্ষেত্রে হ'ল তার পরিমাণ।

করিয়া জগত-পূজ্য, ফরাসীরে হতমান,
অতর্কিতে বীর-দর্পে বাড়িয়াছে অবিশ্রাম ;
দুর্ব্বলে দলিত করি,
তাই মা কৈলাসেশ্বরি,
শ্রেষ্ঠ নরপতি বৃন্দে করি আজি প্রত্যাখ্যান,
সাজিয়াছে সৈন্য-রাজি শত রণ-তরী দাম।
দেখ মাগো অত্যাচার বর্ব্বর নির্ম্মম প্রাণ,
নগরী অমরা জিনি দেখ শত দহ্যমান ;

* Battle of Sedan.

বিনা দোষে শত শত,
কোটী নর-নারী হত,
কুল-বধূ যুক্ত-করে ডাকিতেছে ভগবান,
কুল-শীল-লাজ ভয়ে করিবারে পরিত্রাণ !

সতী সাধ্বী পতি-প্রাণা পতি-প্রেম-কণ্ঠ-হার,
নন্দিনী নন্দন কত স্নেহ পুষ্প সুকুমার,
ছিঁড়িয়া নির্ম্মম করে,
ফেলিয়াছে দূরান্তরে ;
কোটী পতিহীনা চক্ষে ঝরিতেছে অশ্রুধার,
ছিন্ন-ভিন্ন-সুখ-গৃহ চারিদিকে হাহাকার !

দেখ মাগো, সে বর্ব্বরে করিবারে শাস্তি দান,
রক্ষিতে মা সতী সাধ্বী রমণীর কুল-মান,
উৎপীড়ন যাতনায়,
রক্ষিতে দুর্ব্বলে হায়,
করিবারে বসুমতী চির-সুখ-শান্তি ধাম,
ব্রিটিশ-কেশরী-নাদ শোন উঠে অবিরাম ।

শোন মা অন্নদা ওই ব্রিটিশ গর্জ্জন ঘন,
সে হর্য্যক্ষ-নাদে যে মা কম্পিত এ ত্রিভুবন ;
শত শত মহারথী,
কাঁপাইয়া বসুমতী,

চলিয়াছে বীর-দাপে কত সৈন্য অগণন,
অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত কি দৃশ্য মা বিভীষণ !

অই শোন বাজিতেছে দম্ভে 'রুল ব্রিটানিয়া,'
জলস্থল চরাচর বীরদর্পে বিধুনিয়া ;
উপকারে প্রতিদান,
করি পদে অর্ঘ্য দান,
শিখ, রাজপুত আজি চলেছে উন্মত্ত হিয়া,
রক্ষিতে ব্রিটিশ-মান হৃদয়ের রক্ত দিয়া।

কত হিন্দু নরপতি চলেছে কাতার দিয়া,
অতুল বিক্রমে যার শমন সভয় হিয়া ;
শৌর্য্যে বীর্য্যে অভিনব,
ত্রিভুবন পরাভব,
চলেছে ভারত-সেনা রণে বিশ্ব-বিজয়িনী,
অসীম বীরত্বে যার ব্রিটন যে গরবিনী।

কোথায় ভারতেশ্বরি ! রহিয়াছ কোন দূরে ?
দেখ মা, কি শোভা আজি তোমার ভারত-পুরে,
ভারত-সন্তান যত,
তব তরে অবিরত,
মহিমায় তব মুখ করিবারে সমুজ্জ্বল,
চলিয়াছে পুঞ্জে পুঞ্জে অতিক্রমি সিন্ধু জল।

ছিল মা ভারত-ভূমি প্রপীড়িত অত্যাচারে,
দিবানিশি অভাগিনী ভাসিত যে অশ্রুধারে ;
যে রাজ-রাজেন্দ্র আসি,
বিকাশিয়া শক্তি-রাশি,
করিল সে মলিনাক্ষে চির-অশ্রু বিমোচন,
করিল এ পুণ্যভূমি চির শান্তি নিকেতন।

সে উজ্জ্বল রাজ-বংশে তুমি মা অমূল্য মণি,
ঢালিলে ভারতে আসি মৃত প্রাণে সঞ্জীবনী ;
আসি এই দূরান্তরে,
দীন পুত্রে বক্ষে ধ'রে,
দেখাইলে প্রাণে বহে পুত্র-স্নেহ-মন্দাকিনী,
বসিলে ভারতে মাগো হ'য়ে মাতৃ-স্বরূপিণী।

স্নেহ-করে বরাভয় করিয়াছ বিতরণ,
স্নেহ-পাশে ভারতে মা বাঁধিয়াছ আজীবন ;
সমগ্র ভারতে আজি,
তব তরে অস্ত্রে সাজি,
চিরি বক্ষ রক্ত-স্রোত প্রবাহিয়া অবিশ্রাম,
কোটী নর নারী আজি দিবে প্রাণ বলিদান।

তোমার মুকুটে মাগো ভারত মহার্হ মণি,
জগতের ঈর্ষা-রূপে পরিয়াছ রাজেন্দ্রাণি ;

কত রাজ্য হবে লয়,
এ মণি না হবে ক্ষয়,
শত পূর্ণ-চন্দ্র সম তব কণ্ঠ আলো করি,
রহিবে এ মণি-মালা ভারতের অধীশ্বরি।

ভারতের রাজভক্তি ত্রিভুবনে অতুলন,
মরমের রক্ত দিয়া পূজে রাজ শ্রী-চরণ ;
তাই আজি রাজ্যেশ্বরি,
তব জয়ধ্বনি করি,
কি অপূর্ব্ব শোভা ওই কর মাগো দরশন,
চলিয়াছে বীরদর্পে কত বীর অগণন !

কি বিচিত্র শোভা আজি দেখ মাগো বঙ্গ ঘরে,
জননী আনন্দে তার নন্দনে বিদায় করে ;
নহে অর্থ প্রতিদান,
রাজ-ভক্তি-পূর্ণ প্রাণ,
বঙ্গ-বালা স্মিত-মুখে পূরে শঙ্খ অনিবার,
শত-কণ্ঠে উলু-ধ্বনি কি মঙ্গল সমাচার !

এস আজি বঙ্গ-মাতা মুছিয়া মা অশ্রুধার,
দেখ চেয়ে আঁখি মেলি পেয়েছ কি অধিকার ;
যাহাতে বঞ্চিত তুমি,
আছিলে মা বঙ্গ-ভুমি,

সে বাসনা আজি তব পূর্ণ হ'ল অবিরল,
তব পুত্র অস্ত্রে সাজি যাইতেছে রণ-স্থল।

যেই রাজ-প্রতিনিধি খুলিল এ রুদ্ধ দ্বার,
না জানি কি উপাদানে গঠিত হৃদয় তাঁর;
স্বর্গের দেবতা তুমি,
বল কোন স্বর্গ ভূমি,
উজলিয়া ছিলে দেব পূর্ণ দেব মহিমায়,
মুছাইতে চির-অশ্রু আসিয়াছ বঙ্গে হায়!

প্রসন্ন বঙ্গের ভাগ্য তাই কত দিনান্তরে,
বসিয়াছ মহামতি বঙ্গ-সিংহাসন' পরে;
রাজদণ্ড করে ধরি,
মুছাইয়া অশ্রুবারি,
পুত্র সম প্রজা-পুঞ্জে হৃদয়ে দিয়াছ স্থান,
প্রসারিয়া স্নেহ-কর দিতেছ অভয় দান।

আশীর্ব্বাদ কর আজি প্রসারিয়া করতল,
মহিমায় তব মুখ হয় যেন সমুজ্জ্বল;
রাখিয়া নৃপতি মান,
করি হৃদি রক্ত দান,
করি শত তূর্য্য-ধ্বনি বিজয়ের জয় স্তবে,
ফিরে যেন গৃহে সবে তব জয় জয় রবে।

'উরুপা' জ্বলিছে আজি চির চিতা-ভূমি প্রায়,
কে খণ্ডিতে পারে যাহা লিখিয়াছে বিধাতায় ?
দারুণ সমর ভেরী,
ওই শোন মহেশ্বরি,
উঠিতেছে কোটী কণ্ঠে আহতের কলরব,
বীর-পুঞ্জ শস্ত্রাঘাতে শমনের জয়-স্তব !

সুবর্ণ "উরুপা" দেখ হতেছে মা ছারখার,
কলুষিত ছিন্নভিন্ন চারু-চিত্র সুষমার ;
ধরি কোন্ তুলিকায়,
বল মাগো বিধাতায়,
সে সুবর্ণ চিত্র-পট উজ্জলিবে পুনর্ব্বার,
হীরক হইলে ভস্ম হীরক কি হয় আর ?

বিধাতা মুছিবে বুঝি, চাহিয়া দেখ মা তুমি,
জগতের মানচিত্রে এ সুরম্য পুণ্যভূমি ;
রূপে গুণে অতুলন,
করি বিশ্বে নিরুপম,
"উরুপার" মানচিত্র নূতন বরণ দিয়ে,
আবার আঁকিবে বুঝি নব-বর্ণে সুরঞ্জিয়ে।

দনুজ-দলনী রূপে এসেছ ভারত-ভূমে,
ভারতে এ বীর রূপ কি কাজ বল মা উমে ?

ব্রিটিশ তপন করে,
শান্তি সুখ-সরোবরে,
ভাসিছে ভারত আজি যেন ফুল্ল-কমলিনী,
ভারতে এস মা তুমি হয়ে শান্তি-স্বরূপিণী !

দনুজ-দলনী রূপে যাও মা সমুদ্র পারে,
যথায় ব্রিটিশ-করে খেলে অসি খরধারে ;
ব্রিটিশ বীরেন্দ্র যত,
যেখানে মা অবিরত,
বিদলিছে শত্রু-পুঞ্জ, যাও মা সে দেশান্তরে,
ভাসাইতে বসুমতী অরাতি শোণিতাসারে।

দশভুজে ধরিয়াছ দশবিধ প্রহরণ,
চরণে মহিষে মর্দ্দি, কি বিক্রম অতুলন !
এ রণ-রঙ্গিণী বেশে,
যাও মা অরাতি-দেশে,
সহস্র সঙ্গিনী দলে করিয়া মা আবাহন,
কর ক্ষয় নৃপতির শত্রু-পুঞ্জ অগণন !

এস তবে এস দুর্গে, ভারতে এস মা তুমি,
ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ কর মা এ পুণ্যভূমি ;
আভারত যুড়ি পাণি,
প্রণমিয়া ভবরাণি,

করিতেছে ভক্তিভরে সপ্তমীর আবাহন,
চরণের শান্তি-সুধা কর মাগো বরিষণ ।

—:*:—

উন্মাদিনী।

স্যাফো—['উন্মাদিনী' নামক কবিতাটী স্যাফো-সুন্দরীর চিত্র দেখিয়া লিখিত হইয়াছে। স্যাফো সুন্দরী কে, তাহার একটু পরিচয় পাঠকবর্গকে দেওয়া উচিত ; তাহা হইলে কবিতায় লিখিত বিষয়টী সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

স্যাফো—গ্রীসের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তি ও অসাধারণ সৌন্দর্য্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা লিখিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

স্যাফো অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তি-শালিনী ছিলেন বটে, কিন্তু বিধাতা তাঁহার মানসিক সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি সদয় ছিলেন না। তিনি যৌবনের সমাগমে "ফেয়ন" নামক একটী যুবকের প্রণয়ানু-রাগিনী হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে জীবনাধিক ভাল বাসিয়া-ছিলেন। "ফেয়ন" ও প্রথমে সেই ভালবাসার প্রতিদান-স্বরূপ স্যাফো-সুন্দরীকে ভাল বাসিয়াছিলেন ; কিন্তু কিছুদিবস পরে "ফেয়নের" সেই ভালবাসা দূরীভূত হয় এবং স্যাফো-সুন্দরী সেই সঙ্গে প্রণয়ী কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিতা হইয়াছিলেন। স্যাফো সুন্দরী প্রণয়ীর নির্ম্মম প্রত্যাখ্যানে অসহ্য মর্ম্ম-যাতনা প্রাপ্ত হইয়া প্রণয়ীর ভালবাসা পুনরায় পাইবার জন্য অনেক প্রকার সাধ্য

সাধনা এবং বহু আরাধনা করিয়াছিলেন ও অনেক চক্ষুজল ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নির্ম্মম প্রণয়ীর পাষাণ হৃদয়, প্রণয়িনীর চক্ষুজলে দ্রবীভূত হইল না, প্রণয়িনীর সমস্ত যত্ন বিফল হইল। স্যাফো-সুন্দরী প্রণয়ীর প্রত্যাখ্যানে,. মর্ম্মযন্ত্রণায় অধীর হইয়া আগ্নেয় পর্ব্বতের হৃদয়োদ্গারিত অগ্নিস্রাবের ন্যায়, ভগ্ন-হৃদয়ের নিরাশ প্রণয়-পূর্ণ অনেক কবিতা লিখিয়া তাঁহার প্রণয়ীকে উপহার দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে স্যাফো-সুন্দরীর হৃদয়ের যাতনা-পূর্ণ ক্রন্দন দেখিয়াও, প্রণয়ীর কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হয় নাই। অবশেষে নিরাশা-তপ্ত-হৃদয়ের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া "লিউকেডিয়া" নামক পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া পর্ব্বত-তল-স্থিত সমুদ্রে পড়িয়া স্যাফো-সুন্দরী জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

"লিউকেডিয়া" পর্ব্বত গ্রীস রাজ্যের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী একটী পর্ব্বত এবং উহার কিয়দংশ সমুদ্রের সলিল-রাশির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। উক্ত পর্ব্বত 'লভার্স-লিপ' (Lover's L-ap) নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বকালে প্রণয়ী ও প্রণয়িনী, বিরহ-বিধুর হৃদয়ের জ্বালা অসহ্য হইলে, ইহলোকে শান্তি ও পরজন্মে পরস্পর পরস্পরের প্রত্যাশায় এই পর্ব্বত হইতে সমুদ্র-জলে পড়িয়া জীবন বিসর্জ্জন করিত। স্যাফো সুন্দরীও প্রণয়ী "ফেয়ন" কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া জন্মান্তরে প্রণয়ীর সহিত অনন্ত-মিলনে মিলিত হইবার প্রত্যাশায়, "লিউ কেডিয়া" পর্ব্বত হইতে সমুদ্র-জলে পড়িয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

স্যাফো-সুন্দরী "লায়ার" (Lyre) নামক বীণা-যন্ত্রে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন এবং স্বীয় রচিত গীতি-কবিতা সুমধুর কণ্ঠে 'লায়ারের' সহিত মিশাইয়া গান করিতেন। মরিবার সময়ও 'লায়ার' হস্তে করিয়া তিনি সমুদ্র-জলে পড়িয়াছিলেন।

স্যাফো-সুন্দরী তাঁহার সুমধুর কবিতার জন্য এতদূর যশস্বিনী ও প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন যে, তাঁহার দেশবাসীরা তাঁহার প্রতিকৃতি তদ্দেশ-প্রচলিত মুদ্রায় অঙ্কিত করিয়াছিলেন। স্যাফো-সুন্দরীর অনেক কবিতা লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু অনেক কবিতা এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। তাঁহার ক্লেশময়ী জীবনী এবং তাঁহার কবিতা বহু ভাষায় লিখিত ও অনুবাদিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের মহাকবি পোপ (Sappho to Phaon) নামক একটী উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া স্যাফো-সুন্দরীকে অমর করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গভাষায় তাঁহার জীবনী ও কবিতা বোধ হয় এই প্রথম লিখিত হইল।]

উন্মাদিনী।

কেন আজি ফুলধনু নির্ম্মম অন্তরে,
কুসুমে খচিত তব ফুলময় বাণে ;—
বিশুষ্ক এ প্রাণ মম বিঁধিবার তরে,
দাঁড়াইয়া রহিয়াছ এ নির্জ্জন স্থানে ?

এই নব মধুমাস, দেখ এ বিরলে,
হাসিতেছে সুমধুরে বসন্তের রাণী ;
প্রকৃতি কুসুম কত প'রেছে কুন্তলে,
কত ফুলে সুসজ্জিত শ্যাম-তনু খানি !

হেরি এ নির্জ্জন স্থান, একাকিনী বনে,
প্রেম-উন্মাদিনী আমি, এসেছি চলিয়া ;
জ্বলন্ত অনল-জ্বালা বারিতে গোপনে,
দেখিতে বসন্ত-শোভা নয়ন ভরিয়া।

সুকুমার দেহ-লতা যৌবনের ভারে,
অলসে ঢলেছে যেন উদাস মরমে ;
বসিয়াছে বিনোদিনী, প্রবাহিনী-ধারে,
মুকুতা-বিষণ্ণ-রুচি বিভাত বদনে।

তরু-কণ্ঠে জড়াইয়া বিনুনি তুলিয়া,
ফুল-জালে শত শত বল্লরীর দাম ;—
কিসলয়ে চন্দ্রাতপ রেখেছে বাঁধিয়া,
পাছে রবি চুমে ওই বিকচ বয়ান।

হেরি বন নিরজন খুলিয়া হৃদয়,
কুলু কুলু গায় নদী বিরহের গান ;
কাঁপাইয়া, বসন্তের সমীরণ বয়,
রূপসীর বিকুঞ্চিত অলকের দাম।

নিদাঘ সবিতা-জ্বালা যুড়াবার তরে,
তটিনী শীতল জলে অলসে পশিয়া ;—
স্নান করি বিধুমুখী নিকুঞ্জ ভিতরে,
বন-দেবী-রূপে যেন রয়েছে বসিয়া।

স্নানিত বসন খানি সিক্ত নদীজলে,
শুকাইতে তরু-শাখে দিয়াছে রাখিয়া ;
বিবসনা রূপবতী, বর বপুতলে
লাবণ্য-তড়িত-লতা যায় চমকিয়া।

বনমাঝে প্রেমময়ী-প্রকৃতি সুন্দরী,
উলঙ্গিনী রূপসীরে দেখিয়া নয়নে,
রাখিয়াছে কিসলয়, প্রসূন, বল্লরী
নিবারিয়া লাজ তার, প্রসারি যতনে।

বিবসনা—বিশৃঙ্খলে চিকুরের ভার,
পতিত চুমিয়া পীন পূর্ণ পয়োধর ;
চুমিতেছে কত সাধে মুখ সুকুমার,
রূপে মুগ্ধ কাল মেঘ চুমে শশধর ।

এলো চুলে বসি, মুখে অলক কমলে,
পতিত ললিতে কত কুঞ্চিত কুন্তল ;—
নব প্রস্ফুটিত যেন গোলাপের দলে,
গাঁথিয়াছে মালা শত ভ্রমরী চঞ্চল !

মৃদু-মধু হাসি-মুখে, কুসুমিত বনে,
দাঁড়াইয়া অলক্ষিতে তরু অন্তরালে,
ফুলধনু সাজি শত ফুল-আভরণে,
বসাইয়া ফুল-চাপে ফুল-শরজালে ।

অনিমিষে ফুলধনু হেরিল বিরলে,
বিবসনা অচপলা তড়িত-লহরী ;
উলঙ্গ রূপের কান্তি, যেন বনতলে,
রবি-ভয়ে লুকাইয়া ঊষা রূপেশ্বরী ।

নেহারিয়া রমনীরে একাকিনী বনে,
অলক্ষিতে ফুলধনু ফুল-ময় করে ;
নমিয়া কুসুম-চাপ, আনত আননে,
বিঁধিতে মরম তার ফুল-ময় শরে,—

টানিল কুসুম-গুণ, কোকিল পঞ্চমে
অমনি গাহিল কুহু মদনের গান ;
বহিল মলয়, অলি চুমিল গুঞ্জনে
ফুল ভ্রমে রমনীর কোমল বয়ান।

চমকিলা সুকেশিনী, উঠিল শিহরি,
নিভৃতে কোকিল কণ্ঠে ভ্রমর গুঞ্জনে
নিরখিলা কুসুমেষু নয়ন উপরি,
দাঁড়াইয়া ফুল-শরে বিঁধিতে মরমে।

চকিতা-হরিণী সম উঠিলা যুবতী,
পূর্ণ যৌবনের ভারে ছুটিলা মন্থরে ;
কাঁপিল বসন্তানিলে বসন্ত ব্রততী,
ছুলিল মৃণাল, অলি সরোজিনী ভরে।

কুসুমেষু ফুল-কর ধরিল রমণী,
ভাঙ্গিয়া কুসুম-চাপ ফেলিল ভূতলে ;
বদনে বিজলী হাসি তুলি সুবদনী,
দাঁড়াইল,—নীলমণি নয়নে বিজলে !

রাজ-রাজ-বিমোহিনী রূপ নিরুপম,
হেরিয়া রক্তিম-রাগ রঞ্জিত বদনে,
হইল কুসুম-ধনু আনত আনন,
হাসিতে লাগিল মৃদু মরিয়া সরমে।

ভাঙ্গিল চমক বালা গলিল লজ্জায়,
নেহারি সে বিবসনা তনু আপনার ;
সলাজে বিনম্র মুখে চারিদিকে চায়,
ভাবিছে কেমনে ঢাকে দেহ সুকুমার।

লাজে অবনত মরি দেহ সুললিত ;
আরো অবনত গুরু পয়োধর ভারে ;
ললিত-লবঙ্গ-লতা যেন বিনমিত,
পূর্ণ-প্রস্ফুটিত শত কুসুমের হারে !

ফুলধনু চারু চাপ চূত-কিসলয়ে,
সাজাইয়াছিল দিয়ে মঞ্জরীর দাম ;
মৃণাল কমল-রাজি পদ্ম-পর্ণ ল'য়ে ;
মিশাইয়া নানাজাতি ফুল অভিরাম।

পরিত্যক্ত প'ড়েছিল ভূতল উপরে,
সে কুসুম, সে কমল, চূত-কিসলয় ;
নিয়ে বালা আবরিল নগ্ন কলেবরে,
বসনে বিজলী আভা ছাপিয়া কি রয় ?

সে কুসুম কিসলয়ে নারিল সুন্দরী,
আবরিতে বিবসনা-তনু সুকুমার ;
ফুটিয়া উঠিল আরো সে দেহ উপরি,
পূর্ণ পীন পয়োধর নিতম্বের ভার।

পদ্ম-পর্ণে আবরিল উরু মনোহর,
চরণ চুমিত চুল প্রসারি যতনে,
সে নব যৌবনে স্ফুট পূর্ণ কলেবর,
পারিল না আবরিতে কেশ আবরণে।

বিকাশিয়া পাণি পুনঃ কেশ-রাশি দিয়া,
ঢাকিতে করিল যত্ন তনু সুকোমল
উরু হ'তে পদ্ম-পর্ণ পড়িল খসিয়া,
সরাইল কেশ দুষ্ট সমীর চঞ্চল।

লাজ-ভরে নমিতাঙ্গী হইলা সুন্দরী,
নিবারিল লজ্জা বালা পুষ্ট বক্ষঃস্থলে;
নিবিড় নিতম্বে কিন্তু যৌবন মাধুরী,
দীপ্ত মনসিজ রাগে ফুটিল চঞ্চলে।

বিকুঞ্চিতা দেহ-লতা গলিয়া লজ্জায়,
লাজ-মাখা ইন্দু-মুখ আরক্ত বরণ;
আকুলে খুলিয়া আঁখি চারিদিকে চায়,—
ভাবিল কেমনে লজ্জা হবে নিবারণ।

লাজে বালা ম্রিয়মাণা নাহিক উপায়,
মৃদু হাসি ফুলধনু দেয় করতালি;
দেখিল বসন্ত পিক হাসে উভরায়,
কহিলা রমনী তুলি সরমের ডালি,—

নাহি লাজ মীনধ্বজ তোমার অন্তরে,
বনমাঝে অসহায়া হেরিয়া আমায় ;
চাহিলে বিঁধিতে হৃদি ফুলময় শরে,
বিবসনা হেরি তারে কর নিরুপায় ?

জ্বলন্ত তপন করে ওই আফ্রিকার,
জ্বলে যথা মরুভূমি বালুকার হারে ;
জ্বলে বহ্নি প্রাণে আজি শত সাহারার,
দিবানিশি বরষিয়া অনল আসারে।

সে জ্বলন্ত মরুভূমে, কেন পঞ্চশর
জ্বালিবে দুরন্ত অগ্নি নির্ম্মমে আবার
কিবা কাজ ফণী বিষে ? দেখ এ অন্তর,
পোড়াইছে তীব্রতম বিষ নিরাশার !

কোন্ লাজে লক্ষিলে এ বক্ষঃস্থল মম,
কুসুম বিশিখ বিষে দগ্ধিতে আমায় ?
ফিরে যাও, ধরিতেছি যুগল চরণ,
কি হইবে পোড়াইয়া দুখিনী বালায় ?

নির্ম্মম নিলর্জ্জ তুমি ধিক শতবার !
জ্বালাইতে আসিয়াছ পেয়ে একাকিনী ;
মনে নাই হয়েছিলে পুড়িয়া অঙ্গার,
কি করিতে পারি আমি অনাথা দুঃখিনী ?

যাও যথা কুসুমিত এই মধুমাসে,
নবীনা যুবতী কত বসন্ত যৌবনে,
মনসিজ অবসাদে বসি প্রিয়-পাশে,
জাগায় ঘুমন্ত সাধ বাঁধি আলিঙ্গনে।

কি হবে বিঁধিয়া মম বিশুষ্ক হৃদয় ?
এ নব বসন্তে দেখ প্রেমের কাননে,
শুষ্ক মম কামনার কুসুম নিচয় ;
ভুজঙ্গ গরল জ্বালা আজি এ মরমে !

মরমে সুখের সাধ জনমের তরে,
করিয়াছি বিসর্জ্জন, সেই সুবদন
ভাবিয়া পড়িব ওই অকুল সাগরে ;
আঁধারে আশার আলো অলীক স্বপন।

নীরবিলা বিষাদিনী, সলাজ নয়নে,
শিথিল কুসুম-ধনু তুলে নিয়ে তার
ফুল-চাপ ফুল-শর ; গজেন্দ্র গমনে,
নীরবে পশিল বালা কাননে আবার।

প্রবেশিলা বনান্তরে খুঁজিতে রূপসী,
কোথায় রাখিয়া গেছে সিক্ত বস্ত্র তার ;
সমীরে চঞ্চল চুল ঝাঁপি মুখ-শশী,
দেখাইলা মুক্ত-রূপে লাবণ্য-সম্ভার।

অদূরে দেখিলা বালা মিলিয়া নয়ন,
অলি-পুঞ্জে মুখরিত কানন ভিতরে,
রবির কিরণ মৃদু করি পরশন,
শুকাইছে বস্ত্র খানি তরু শাখা পরে।

ফুল-ধনু ফুল-চাপ গড়ি পুনরায়,
সাজাইল মনোমত পঞ্চ ফুল-শরে ;
প্রেমের অমৃত মাখি বাণের শিখায়,
ফিরিতে লাগিল পুনঃ বনের ভিতরে।

রমনী সে বস্ত্র তার পরিবার তরে,
প্রসারিলা ভুজ লতা তরুর শাখায় ;
আবরিল এলো-চুল পূর্ণ পয়োধরে,
বিকাশি কমল-পাণি অলক সরায়।

সরিল কুন্তল-রাশি, উরস উপরে ;
পুষ্ট কমলের কলি শোভিল সুন্দর ;
অদূরে অনঙ্গ ছিল, ফুল-ময় শরে
বিঁধিল মরম পুনঃ পেয়ে অবসর।

লুকাইল ফুলধনু ব্রততী-বিতানে,
রমনী চঞ্চল প্রাণ উঠিল শিহরি ;
শুনিল অমৃত ঝরে কোকিলের গানে,
কত সাধে দেখে মত্ত ভ্রমর ভ্রমরী !

শুনি সেই মধুময় কোকিল কাকলী,
আবার নূতন সাধ জনমিল মনে,
উদাস বিষণ্ন প্রাণ উঠিল আকুলি,
আবার সে চারু ছবি ভাতিল দর্পণে।

নিরখিল তরু-শাখে, মুখে মুখ দিয়া,
কপোত কপোতী গায় প্রেমের কুজন ;
হেরিয়া ঘুমন্ত প্রেম উঠিল জাগিয়া,
ভাবিল ধরণী পুনঃ সুখ নিকেতন।

পুনঃ সাধে মধু-মাসে নিরখিল হায় !
ফুলে ফুলে প্রকৃতির ভরন্ত যৌবন ;
হৃদয় হইল পূর্ণ প্রেম বাসনায়,
শ্মশান হইল পুনঃ নন্দন কানন।

উঠিল সে শুষ্ক দেহ পুনঃ শিহরিয়া
পূরিয়া উঠিল যেন কদম্ব কুসুম ;
মরমে প্রেমের স্রোত, গেল প্রবাহিয়া,
জ্বলিল মনোজ রাগে নয়ন মিথুন।

দীপ্ত মনসিজ রাগে লাবণ্য সম্ভার ,
ফুটিল সে যুবতীর বর কলেবরে,
মনসিজ গন্ধে তনু ভরিল আবার,
জলন্ত বিরহ-জ্বালা জ্বলিল অন্তরে।

নির্ম্মম বিরহে যার যৌবনে যোগিনী,
কাতর যে নির্ম্মমের প্রেম-প্রত্যাখ্যানে ;
যার তরে বন-মাঝে হ'য়ে উদাসিনী,
সাধের যৌবনে বসি আকুল পরাণে।

সেই প্রাণেশের ফুল্ল-অতুল্য-বদন,
আঁকিল আবার প্রাণে প্রেমের বরণে ;
আবার পূর্ণিমা-ভাতি চাঁদের কিরণ,
হাসাইল অমাবস্যা রজত-বরণে।

আবার চাহিল কাঁদি প্রেম-প্রতিদান,
রাখিতে মহার্হ-মণি হৃদয়-ভাণ্ডারে ;
কিন্তু নাহি প্রেম-গীতে গলিল পাষাণ,
ডুবিল প্রেমের মণি অকুল পাথারে।

মনোদুঃখে বিষাদিনী ফিরি বনে বনে,
বিরহ-সঙ্গীত প্রেম-বিগলিত স্বরে,
মিশিয়া বীণার সনে গাহিল বিজনে,
নয়নের জলে ভাসি উন্মাদ অন্তরে।

হতাশ প্রেমের বিষ পশিল মরমে,
গেল দিন, গেল মাস, উন্মাদিনী সম,
ভ্রমিতে লাগিল বনে বীণার মিলনে,
গাহিল সঙ্গীত কত প্রেমের কীর্ত্তন।

দিনে দিনে হ'ল ক্রমে অসহ্য জীবন,
নিরাশা অনল-রাজি জ্বলিল অন্তরে ;
খুঁজিল প্রাণের চির-শান্তি অনুক্ষণ,
ভাবিল যাতনা যত ঘুচাতে সত্বরে।

নিরখিলা সুহাসিনী বিশ্ব-চরাচরে,
বিকসিত বসন্তের রুচি মনোরম ;
মূর্ত্তি-মতী শোভা-রাণী আসি ধরা' পরে—
চারিদিকে কি সুষমা করে বিকীরণ !

কোকিল ললিতে গায় বসন্তের গান,
বসন্ত নাগর আজি প্রকৃতি নাগরী ;
অলকে ঝলকে পরি স্ফুট-ফুল-দাম,
নাগরের মন মুগ্ধ করে রূপেশ্বরী।

কোমলে মলয় বয় ফুল-গন্ধ নিয়া,
বিচুমিয়া সে প্রেমের চারু কুঞ্জবন ;
আনন্দে আঙ্গুর-লতা দোলে শিহরিয়া,
পরশিয়া অনিলের প্রেমের চুম্বন।

কপোত কপোতী বনে কোমল কুজনে,
করিতেছে মুখরিত স্তব্ধ বন-তল ;
পুঞ্জে পুঞ্জে মধুকর মৃদু গুঞ্জরণে,
পূরিতেছে কি প্রেমের বাঁশরী কোমল !

নিরখিলা বালা দূরে, রবি অস্ত যায়,
সিন্দূরে মাখিয়া সিন্ধু-নীলিমা চঞ্চল ;
নিরমল পদ্ম-রাগ তরল বিভায়,
কে মাখিল নীলকান্ত-মণি অবিরল !

দেখিলা রমণী, নিশি আসে ধীরে ধীরে,
আবরিয়া দিবা মুখ ধূসর অঞ্চলে ;
দেখিলা বসন্ত-শশী, রজতের নীরে,
মাখি মহী, শোভিতেছে যামিনী-কুন্তলে ।

তরল রজত-কান্তি ঢালি শশধর,
সাজিয়াছে প্রকৃতির তনু মনোময় ;
তরুলতা, বসুমতী, সিন্ধু, মহীধর,
তরল রজতে যেন মাখা সমুদয় ।

দেখিলা রমণী, দূরে ভুবন-সুন্দরী,
হাসিতেছে 'এথেনিয়া' জগতের রাণী ;
ভূতলে অমরা যেন দেবেন্দ্র নগরী,
ঐশ্বর্য্য সম্পদে সাজি ফুল্ল-দেহখানি !

পূর্ণ-চন্দ্র কর-রাশি মাখি কলেবরে,
শোভিতেছে 'এথেনিয়া' সৌধ কিরীটিনী ;
শত প্রদীপের মালা পরি কণ্ঠ'পরে,
মণি-রত্নে সাজি যেন রাজেন্দ্র-নন্দিনী !

বসন্ত-পূর্ণিমা আজি দিন পুণ্যময়,
ভাবিল রমণী তবে রতির পার্ব্বণ ;
তাই আজি 'এথেনিয়া' শোভার নিলয়,
. আলোকে সাজিয়া করে শোভা বিকীরণ

'এথেনিয়া' বক্ষঃস্থলে রতির মন্দির,
সাজিয়াছে ফুল-মালা আলোকের হারে ;
মধুরে বাদিত্র বাজে মৃদু সুগম্ভীর,
কি মধু উছলে শত গিটারের তারে !

আজি কত বিধুমুখী এ রতি-পার্ব্বণে,—
শুচি সুপবিত্র মনে, মৃদু ধীরে ধীরে—
মাগিতে অভীষ্ট বর রতির চরণে,
যাইতেছে দলে দলে রতির মন্দিরে।

ফুল-হারে ফুল-দামে সুসজ্জিত কায়,
মিশ্রিত কমল-রাজি চম্পকের সনে ;
নিবদ্ধ বিশাল কেশ কুসুম মালায়,
রঞ্জিত কোমল বাস বসন্ত-বরণে।

যাইতেছে যেন শত দেবী অমরার,
সূর্য্য-করোদ্ভিন্ন স্ফুট কমলের দল ;
প্রাণে কত অভিলাষ,—প্রেম-বাসনার,
কি অদম্য স্রোত-ভারে হৃদয় চঞ্চল।

ভাবিতেছে সবে, পূজি রতির চরণে,
মাগিবে অভীষ্ট বর অনন্ত-মিলন ;
জ্বলিবে না বিরহের নির্ম্মম দহনে,
মরমে মরমে হবে সুধা বরিষণ।

কেহ ভাবে মরমের প্রেম-ফুল-হারে,
সাজাইবে প্রাণের সে চির-দেবতায় ;
কত সাধ অনুরাগ সবার অন্তরে,
ফুটাতে আশার ফুল প্রেম-লতিকায়।

আজি ওই সকলের হৃদয়-অম্বরে,
হাসিতেছে আশাময়ী স্নিগ্ধ সৌদামিনী ;
কিন্তু চির-নিরাশার কালিমার স্তরে,
আচ্ছন্ন হৃদয় মম, আমি অভাগিনী !

আমি চির-অভাগিনী, আশার আকাশে,
ক্ষীণ বিজলীর রেখা নাহি হাসে আর ;
নিবেছে আশার দীপ প্রতপ্ত নিশ্বাসে,
জ্বলে বক্ষে দিবানিশি অগ্নি সাহারার !

নিবাইয়া আশা-দীপ জনমের তরে,
আসিয়াছি, এই দূর সুনিবিড় বনে ;
বিগলিয়া আঁখি জল এত দিন ধ'রে,
নারিলাম ভিজাইতে পাষাণ নিৰ্ম্মমে !

ভাবিল রমণী পুনঃ রতির চরণ
এত ক'রে পূজিলাম, হইল অসার ;
কৃপাময়ী করি বিন্দু কৃপা বিতরণ,
নাহি পূরাইল হায়! অভীষ্ট আমার।

প্রাণ, মন, দেহ, প্রেম, অর্ঘ্য করি দান,
পূজিলাম প্রাণেশের আরাধ্য চরণ ;
অশ্রু-জলে গাঁথি মালা এত সাধিলাম,
তবু দেখিলে না নাথ অভাগী বদন !

অভাগীর যত আশা— তব প্রত্যাখ্যানে,
হইয়াছে অবসান দেখ প্রেমময় ;
কি কাজ রাখিয়া তবে এ জ্বলন্ত প্রাণে!
এস নাথ, তব পদে দিব সমুদয়।

কোথা তুমি রতি-দেবি! প্রেমের ঈশ্বরী,
আজি তব পুণ্য-ময় বসন্ত-পার্ব্বণ,
বসন্ত-পূর্ণিমা আজি, 'এথেনা-সুন্দরী'
এ উৎসবে দেখ কত সুখে নিমগন !

যুগে যুগে আছ তুমি, বিরহিনী কত,
তোমার চরণে ঢালি অশ্রু-ফুল-হার ;
মরমের অভিলাষ, সাধ, আশা যত,
মিটাইল প্রেমরাশি, কৃপায় তোমার।

আমি চির অভাগিনী, নাহি জানি হায়,
কেন অপরাধী দাসী, চরণে তোমার ;
অশ্রু-জলে গাঁথি মালা পূজিতে তোমায়,
এ দাসী মন্দিরে তব যাইবে না আর !

মরমের পুষ্পাঞ্জলি ছিঁড়ি তব পায়,
সিক্ত করি তব পদ মুক্ত অশ্রু-জলে ;
পূজিয়া এসেছি শেষ চলিলাম হায়,
প্রণমি উদ্দেশে তব চরণ-কমলে।

কৃপাময়ি ! এ জনমে কৃপায় তোমার,
হইল বঞ্চিত দাসী নাহি খেদ তায় ;
জন্ম-জন্মান্তরে দেবি ! যেন পুনর্ব্বার,
পারে এই অভাগিনী পূজিতে তোমায় !

কোথা তুমি প্রেমময় ! সর্ব্বস্ব আমার,
রহিয়াছ আজি তুমি কোন্ দূরান্তরে ;
তব প্রত্যাখ্যানে করি আঁখি-জল সার,
এসেছে দুখিনী তব এ বন ভিতরে।

কোথা সেই "মিটিলিনী" * সুরম্য-নগরী,
প্রকৃতির কণ্ঠে ফুল্ল-কুসুমের হার ;
কোথা এই অরণ্যানী সমুদ্র উপরি,
নর-নারী-হীনা হ'য়ে ভাসে অনিবার।

* Mytelene স্যাফো সুন্দরীর জন্মস্থান।

চারি দিকে শোভিতেছে বনস্পতি দল,
লতা-গুল্মে বিজড়িত অরণ্য বিজন ;
কেবল নিস্বনি বয় সমীর চঞ্চল,
সমুদ্রের লবণাম্বু করি পরশন।

'প্রেম-মহীধর' * ওই নয়ন উপরে,
সমুদ্রে প্রসারি দেহ শোভে মনোহর ,
পর্ব্বতের তল-দেশ, আঘাতি লহরে,
কল্লোলি অশান্ত সিন্ধু চুমে নিরন্তর।

কত শত অভাগিনী আমার মতন,
নিরাশা-জ্বলন-জ্বালা যুড়াবার তরে ;
ও 'প্রেম-পর্ব্বত' পরে করি আরোহণ,
যুড়াইল পড়ি ওই সমুদ্র উপরে।

সেই মত আজি নাথ, করি আরোহণ,
অই প্রেম-পর্ব্বতের উচ্চতম শিরে ;
যুড়াইব যত জ্বালা জন্মের মতন,
বিসর্জ্জিয়া তুচ্ছ প্রাণ সমুদ্রের নীরে।

আজি নাথ ! এ হৃদয় পূর্ণিত বিষাদে,
এত ক'রে কাঁদিলাম, এত সাধিলাম,
নারিলাম পূরাইতে এ অপূর্ণ সাধে,
কি কাজ রাখিয়া তবে এ জ্বলন্ত প্রাণ ?

---

* Mount Leucadia.

আজি যে আকুল প্রাণ, অসহ্য জীবন,
প্রত্যাখ্যানে স্তরে স্তরে জ্বলিছে হৃদয় ;
এ নিরাশা বিষ-জ্বালা সহিতে অক্ষম,
কে জানিত প্রিয়-প্রেম এত বিষময়।

চাহে না অভাগী আর পরিতে গলায়,
তব প্রেম-মণি-মালা, নির্ম্মল উজ্জ্বল ;
মণি-মালা দুখিনীর ভাগ্য-দোষে হায়,
ভুজঙ্গিনী-দন্তে বিধি গাঁথিল কেবল।

প্রেমের পূর্ণিমা আজি রতির পার্ব্বণ,
প্রিয়-প্রেম-প্রত্যাখ্যাত চির-অভাগীর,
যুড়াইতে জ্বালা তার দিন শ্রেষ্ঠতম,
মিলিবে না খুঁজি যত দিন ধরণীর।

তাই আজি পুণ্যদিনে, রতি-পূর্ণিমায়,
চলিল অভাগী তব জনমের তরে ;
শত প্রেম-পত্র লিখি, শত সাধনায়,
চাহিবে না প্রতিদান আর সকাতরে।

প্রাণেশ ! বিদায় দাও জনমের তরে ;
মরণের কালে তব চরণ-কমল,
ধরিবারে নারিলাম এই বক্ষোপরে,
এ মরমে এই দুঃখ রহিল কেবল !

আজীবন তব প্রেমে চির-উন্মাদিনী,
আছিলাম প্রাণেশ্বর ! এই মহীতলে ;
চলিলাম হ'য়ে তব চির-প্রেমার্থিনী,
নিরাশার অগ্নি শুধু ধরি বক্ষঃস্থলে ।

এ জনমে তব পদে দিনু বলিদান,
এ উন্মত্ত উপাসনা, উন্মাদ হৃদয় ;
পাইলাম প্রতিদান, তব প্রত্যাখ্যান,
অন্য জন্মে দয়াময় হয়ো প্রেমময় !

অপূর্ণ তোমার আশা, তপ্ত বক্ষঃস্থল,
চলিলাম নিয়ে শত 'সাহারার' মত ;
অন্য জন্মে স্পর্শি তব প্রেম সুশীতল,
জুড়াইব দেখো এই বক্ষঃ অবিরত ।

এত ভাবি উন্মাদিনী অচল উপরে,
উঠিয়া দেখিল নীচে নীলাম্বু চঞ্চল ;
স্ফুট-ফেন-বীচি-হারে কত খেলা করে,
ভাবিল কি মনোময় শয্যা সুকোমল !

ভাবিল সে নীলিময় জলধির জলে,
কত ত্রিদিবের শান্তি বিরাজে তথায় ;
স্ফুট-ফেন-ফুল-রাজি গাঁথিয়া কৌশলে,
কি সুন্দর ফুল-শয্যা পাতিয়াছে তায় !

সহিল না আর প্রাণ শত অশ্রুধার,
ফাঁটিয়া কমল-আঁখি, ঝরিল গলিয়া;
গোলাপের ফুল্ল-পর্ণে, মুকুতার হার,
ছিঁড়িয়া প্রকৃতি-রাণী দিল ছড়াইয়া।

অনর্গল অশ্রুধার হায়, প্রবাহিয়া,
ভাসাইল বক্ষঃস্থল মুক্ত পয়োধর;
জন্ম-শোধ ধরি বীণা শত ঝঙ্কারিয়া
গাহিল রূপসী শেষ সঙ্গীত সুন্দর।

জন্ম-শোধ কবি-কণ্ঠে, বীণার ঝঙ্কার,
নিরাশার বহ্নি-স্রাবে গীত মধুময়;
উথলিল সুমধুরে, মুক্ত অশ্রুধার,
মিশাইল সকরুণে সে সঙ্গীত-চয়।

সে দুঃখ সঙ্গীত শুনি, পূর্ণ শশধর,
বিগলিয়া জ্যোৎস্না-রাশি কাঁদিল অম্বরে;
বনদেবী শিশিরাশ্রু ফেলি নিরন্তর,
পশু পক্ষী সহ কত কাঁদিল কাতরে।

গাহিতে গাহিতে গীত উন্মত্ত অন্তরে,
চারু-করে চারু-বীণা ধরি সুহাসিনী;
স্মরিয়া প্রাণেশ মুখ জনমের তরে,
পড়িল সমুদ্র জলে প্রেম-উন্মাদিনী

সন্ধ্যামণি

মুহূর্ত্তের তরে সেই নীল জলোপরে,
ফুটিল সহস্র দলে হিরণ্য-নলিনী ,
জলেশ্বরী আসি ত্বরা তুলি পদ্ম-করে,
পরিল কুন্তলে সেই হেম-সরোজিনী ।

নীরবিল কবি-কণ্ঠ জনমের তরে,
প্রেম-গীতি-বিগলিত প্রেমের ঝঙ্কার ;
প্রেমের প্রতিমা চারু ডুবিল সাগরে,
থামিল দুর্ব্বার-স্রোত প্রেম-বাসনার ।

এখনো সে দূর প্রেম-পর্ব্বতের ধারে,
'নির্ম্মল নীলিমে মাখা জলধির জলে ;
বৎসরের সেই দিনে পরিমল ভারে,
ফুটে ফুল্ল-সরোজিনী কনকের দলে ।

কভু শুনা যায় সেই নিকুঞ্জ ভিতরে,
বিরহিণী গায়, প্রেম আকুলিত মনে,
নন্দনে অপ্সরা-কণ্ঠে কি সঙ্গীত ঝরে,
উঠে গীত মিশি বীণা ঝঙ্কারের সনে ।

কভু দেখা যায়, যেন বসি সুহাসিনী,
বিরচিত নীল অব্জ চারু সিংহাসনে ;
পদ্ম-করে বাজে বীণা কল-নিনাদিনী,
উন্মাদ প্রেমের গীত ভাসে সমীরণে ।

নীরব সে কবি-কণ্ঠ চিরদিন তরে,
কত বর্ষ হ'ল গত, যুগ যুগান্তর ;
কিন্তু তব প্রেম-গীত সুবর্ণ অক্ষরে,
এখনো রয়েছে লেখা অক্ষয় অমর।

কবি-কুলেশ্বরী তুমি, তুমি প্রেমেশ্বরী,
প্রেমময়-হৃদি তব নাহিক তুলনা ;
অপূর্ব্ব প্রেমের ছবি তুমি লো সুন্দরি !
মুর্খ নর, কি বুঝিবে অতীত কল্পনা !

হতাশ প্রেমের বিষে হ'য়ে জর জর,
অতৃপ্ত সে প্রেম-সাধে—সে নব-যৌবনে ;
কবিত্ব অমৃত রাশি ঢালি নিরন্তর,
চ'লে গেলে বিধুমুখি ! অতৃপ্ত মরমে

যতদিন থাকিবে ও রবি শশধর,
তরুলতা, জীব জন্তু, থাকিবে ধরায় ;
ততদিন তব স্মৃতি থাকিবে অমর,
পুস্তকে মর্ম্মরে কিম্বা চিত্রে কবিতায়।

কত দেশে কত শত কবি ভাগ্যবান,
আঁকিল তোমার চারু-চিত্র অতুলন ;
কেমনে চিত্রিব তব চিত্র অভিরাম,
ক্ষুদ্র বঙ্গ-কবি আমি অসাধ্য সাধন,

—০—

বিধূরা।

তুমি যে মরম জাত, প্রফুল্ল কুসুম মম ;
তুমি যে হৃদয়েশ্বর, প্রাণাধিক প্রিয়তম।
কত যে কাতর প্রাণ, কি করে যে এ হৃদয়,
দিনেক না হেরি যদি তব মুখ প্রেমময়!

কি বলিব, প্রিয়তম!
বুঝিতে যত্তপি নাথ, মরমের জ্বালা যত,—
তা হ'লে যে ঝরিত না, আঁখি জল শত শত!
তা হ'লে যে প্রিয়তম! এ চির-দুঃখিনী তব,
নয়ন-গলিত-বিন্দু, চারু-মুক্তা অভিনব,
আহরিয়া গাঁথি মালা প্রেম-ভরে অনিবার,
পরাইতে তব কণ্ঠে করিত না হাহাকার!

মনে পড়ে সেই দিন, মনে পড়ে প্রিয়তম,
কত বর্ষ গত আজি, নিত্য জাগে প্রাণে মম ;
অতৃপ্ত-হৃদয় সেই, ফুটন্ত-যৌবন মম,
প্রাণে জ্বলে নিরাশার দীপ্ত-বহ্নি তীব্রতম!

অমরী-লজ্জিত-রূপে, বিষাদের ছায়া মাখা,
নলিনাক্ষে নিরাশায় কালিমার রেখা আঁকা।
অতৃপ্ত-যৌবন-সাধে প্রাণে চির-হাহাকার,
অতৃপ্ত-মরম মাঝে সুনিবিড় অন্ধকার।

সেই অন্ধকার মাঝে,—
চন্দ্র-করে পুলকিত, শত পূর্ণ-চন্দ্র সম,
নিরখিল, এ দুঃখিনী, তব মুখ নিরুপম!
মনোময় মুখ-চন্দ্র গলিত জ্যোছনা দিয়ে,
অতৃপ্ত আঁধার প্রাণ দিলে নাথ, আলোকিয়ে!

এ দুঃখিনী প্রিয়তম!— — —
মরমের অতৃপ্ত সে যত আশা, সাধ দিয়া,
রমনী-হৃদয়-জাত প্রেম-প্রীতি মিশাইয়া,
রমণী-মরম-জাত ত্রিদিবের সুধা সম,
তব পদে চির তরে,
মরমের ভালবাসা করিল যে অরপণ!

সেই সঙ্গে পুনরায়,—
রমনী-হৃদয়-সার শ্রেষ্ঠ উপাদান দিয়া,
শত প্রেম-অনুরাগে দেহ মন মিশাইয়া,
তোমায় দেবতা ভাবি—

পূজিতে তোমার নাথ, শ্রীচরণ সুধাধার,
কি এক নৈবেদ্য আমি সৃজিলাম অনিবার।

সে নৈবেদ্য তব পদে, করি চির-সমর্পণ,
এ দুঃখিনী, পূজা তার, করিল যে সমাপন!
তুমি নাথ, প্রেমময়! দুঃখিনীর দান ব'লে,
দুঃখিনীর সে নৈবেদ্য পরশিলে পদতলে।

তার পরে মনোময়, কুসুমের কুঞ্জ-বনে,
মরমের বিকসিত—
দেব-পুষ্পে সুসজ্জিত, রত্নময় সিংহাসনে,
বসাইয়া দুঃখিনীর দুর্লভ সে দেবতায়,
পূজিলাম বক্ষঃস্থলে ধরিয়া কমল-পায়।

সে মুহূর্ত্তে প্রিয়তম,—
চম্পক 'বসোরা' গন্ধে, ভরিল হৃদয় মম!
বহ্নিময় মরুভূমে—
মাখিয়া চন্দন-গন্ধ, প্রবাহিল সমীরণ।
যৌবন ফুটনোন্মুখে—
এ দুখিনী-দুরদৃষ্টে, বিধাতার বিড়ম্বনে,
যে অতৃপ্ত তীব্র জ্বালা ছিল নাথ, এ মরমে;

সে অতৃপ্ত জ্বালা যত হইল যে অবসান,
কত আশা কত সাধে পুন পূর্ণ হ'ল প্রাণ।

অতৃপ্ত-রমণী-প্রাণে, কি যাতনা প্রাণেশ্বর!
কি বুঝিবে?—প্রাণ যার
জ্বলন্ত-অতৃপ্ত-বিষে জ্বলে নাই নিরন্তর!
তটিনী ভরন্ত জলে, ছিল পূর্ণ কূলে কূলে,
রুদ্ধ ক'রে রেখেছিল, পাষাণের স্তূপ তুলে;
সরিল পাষাণ-স্তূপ হ'য়ে কূল-বিপ্লাবিনী,
ছুটিল উন্মাদ-রঙ্গে উন্মাদিনী প্রবাহিনী!
সে উন্মাদ প্রবাহিনী—
মিশাইল প্রবাহিয়া উন্মাদ তরঙ্গ দলে,
তোমার ও প্রেমময় হৃদয় সাগর-জলে।

ঢলিলে মধ্যাহ্ন-রবি মৃদুলে পশ্চিম গায়,
প্রতিদিন এ দুখিনী তব পদ-প্রত্যাশায়,—
বসিয়া থাকিত কত বিরহ-বিধুর-প্রাণে,
অয়স-শলাকা যথা চির উত্তরের পানে!

আসিলে প্রাণেশ তুমি!
দেখিয়া তোমার মুখ, তব প্রেম-সম্ভাষণে,
কি অনন্ত প্রেম-সিন্ধু উথলিত এ মরমে!

তোমার পরশে নাথ, শিহরিত দেহ মম,
কি প্রেম-তাড়িত-রাজি প্রবাহিত অনুক্ষণ !

ধরি বুকে ও আরাধ্য, তব পদ-শতদল,
সূর্য্য-করে উদ্ভাসিত—
প্রভাতের পদ্ম-সম, ফুটে উঠে হৃদি-তল।
চাপি বক্ষে তোমার ও প্রেম-মুখ মধুময়,
রাখি তব বক্ষঃস্থলে, দুখিনীর এ হৃদয়,
ভুলে যাই এ জগত, ভুলে যাই এ সংসার,
তোমাময় প্রিয়তম ! নেহারি যে চারিধার !
দ্রবীণ দরিদ্র যথা, পাইলে মহার্হ-মণি,
মনে করে এ সংসার, সহস্র সুখের খনি ;
তোমার অমল মুখ চাপি বক্ষে অনিবার,
পাই আমি রত্ন-রাজি শতকোটী অলকার !

মোহময়, প্রেমময়, এ উন্মাদ হৃদি-তল,
শত জন্ম তরে নাথ !—
তোমার চরণ-তলে ঢালিয়াছি অবিরল !
নাহি জানে এ দুখিনী,
কি মোহ-মদিরা প্রাণে, অলক্ষ্যে ঢেলেছ তুমি !
কি আলোক চিরোজ্জ্বলে—
আলোময় করিয়াছ তমোময় হৃদি-ভূমি !

এস নাথ, শত খণ্ডে চিরিব এ বক্ষঃস্থলে,
পাষাণে অঙ্কিত ছবি,
নিরখিবে তথা, তব প্রেম-মুখ ঝলমলে।
আমার এ দেহান্তরে, আছে কত শিরাচয়,
প্রতি পলে কি চঞ্চলে, শোণিত-প্রবাহ বয়;
সে তরল রক্ত-স্রোতে—
অনিন্দ্য মূরতি তব সুবিম্বিত চিরতরে,
কেবল তোমার ছবি বহিতেছে অকাতরে!

প'ড়ে আছি এত দিন, চির মগ্ন অন্ধকারে,
হাসে নাই এত দিন—
আঁধার হৃদয়াকাশ, আশার আলোক-হারে!
ভাবিতাম প্রিয়তম!—
আঁধারের মাঝে বসি পূজিতেছি শ্রীচরণ,
অন্ধকারে সেই পূজা হবে মম সমাপন।

হৃদি-প্রেম-পুষ্প দিয়ে,—
পূজিব চরণ তব, বসিয়া আলোক-হারে,
হেন আশা কোন দিন,
আসে নাই সুখ-স্বপ্নে, দুখিনী-মরমান্তরে।

রোগ-ক্লিষ্ট দেহান্তরে সহিয়া যন্ত্রণা-ভারে,
রহিবে জীবন শুধু তব মুখ দেখিবারে!
এত যে মরমে আশা, প্রাণে শত আকিঞ্চন;
জ্যোছনা আলোকে বসি দিয়ে প্রাণ বলিদান,
পূজিব ও শ্রীচরণ!
সে আশা দুরাশা মম দূর স্বপনের প্রায়;
মরুভূমে নদী যথা বহে মৃগ-তৃষ্ণিকায়।

নহি আমি ভাগ্যবতী, আমি চির-অভাগিনী,
চরণ-সেবিকা বলি তব পদ প্রয়াসিনী।
— সে সৌভাগ্য নাহি মম বসি ফুল্ল-চন্দ্র-করে,
অরপিব পুষ্পাঞ্জলি তোমার চরণ পরে।

নাই বা পূরিল আশা নাহি নাথ, ক্ষতি তায়,—
এই মত এ দুখিনী
অন্ধকারে তব পদ যেন পূজিবারে পায়।
তাহাতে সুখিনী হব, অন্য আশা নাহি আর,
চারিদিক আবরিয়া থাক চির অন্ধকার।

যে রত্ন-প্রদীপ তুমি জ্বেলেছ অন্তরে মম,—
যেন সে প্রদীপ-ভাতি
থাকে নাথ, আজীবন অক্ষয় উজ্জ্বলতম।

সে প্রদীপ-ফুল্লালোকে দেখি তব পা-দুখানি,
পারি যেন জন্মশোধ নয়ন মুদিতে আমি !

এ প্রাণের ভালবাসা কি উন্মাদ মোহময়,
বুঝিবারে প্রিয়তম, তোমার যে সাধ্য নয় !
সে উন্মাদ ভালবাসা ঢালি তব পদতলে,
রেখেছি তোমায় গাঁথি চির-রূপে বক্ষঃস্থলে ।

এ নহে সে ভালবাসা মরমে বাসনা জাগে ;—
নহে পূর্ণ প্রাণ মন কলুষিত অনুরাগে ;
এ যে, নাথ ! এ মরমে বহে দিবা নিশীথিনী,
নির্ম্মল অমৃতময়ী পুণ্য-প্রেম-মন্দাকিনী !

শত খণ্ডে দীর্ণ যদি হয়, নাথ, দেহ মম,
শত যত্নে অন্বেষিলে—
তোমার অস্তিত্ব তথা কোথা পাবে প্রিয়তম !
প্রতিদানে তুমি নাথ, মিশিয়া এ কলেবরে,
মিশাইয়া গিয়াছ যে চির-রূপে এ অন্তরে ।

মিশাইলে চির-রূপে আর কি খুজিয়া পায় ?
তুমি যে আমার নাথ,—
আমি যে সেবিকা তব দুইজনে এক কায় ;
পূরিয়াছে সব সাধ,

আর নাহি কোন সাধ, অভিলাষ, আকিঞ্চন,
জনম জনম যেন
তোমাকেই পতি-রূপে পাই আমি প্রিয়তম !
জনম জনম যেন
এই মত আদরিণী, শত সোহাগিনী হ'য়ে,
এ চির সেবিকা তব
শ্রীচরণে জড়াইয়ে থাকে তব পদাশ্রয়ে।
অন্য জন্মে যেন, নাথ, বসি ফুল্ল-জ্যোছনায়,
চরণের দাসী তব চরণ সেবিতে পায়।
ইন্দ্রের অমরাবতী নাহি চাহি প্রিয়তম,
আমার যে শত স্বর্গ তোমার ও শ্রীচরণ।

প্রণাম।

বিজয়া দশমী আজি শারদ অম্বর তলে,
ঢালিয়া রজত-রাশি চন্দ্র-মণি ঝলমলে ;
শেফালির মৃদু বাসে,
পুলকিত দিশি ভাসে,
ফুটিয়াছে নীল-জলে কুমুদিনী দলে দলে,
সুগন্ধিত সমীরণ শত পদ্ম পরিমলে।

চলিয়া গিয়াছে উমা—ছাড়ি গৃহ মেনকার,
উজ্জ্বলিতে কৈলাসের পুণ্য পুরী পুনর্ব্বার ;
তিন দিন হাসিমুখে,
ছিল বঙ্গ কত সুখে,
আজি বঙ্গবাসী—ফেলে বিষাদের অশ্রুধার,
আজি বঙ্গে—পুণ্য-দিন নিরঞ্জন বিজয়ার!

আজি এই পুণ্য-দিনে, এস, এস প্রিয়তম!
দাঁড়াও সমুখে মম আলো করি এ ভবন ;
কিবা দিবা কিবা নিশি,
নয়নে রয়েছ মিশি,
তবু যে দেখার সাধে অতৃপ্ত আমার মন,
দাঁড়াও, দেখিব, নাথ! ভরি—ভরি দুনয়ন!

আজি এই পুণ্য-দিনে প্রেম-ভক্তি-পূর্ণ মনে,
তব পদে রাখি শির প্রণমিব শ্রীচরণে ;
উনত্রিংশ বর্ষ ধরি,
তব পদ বুকে করি,
পূজিয়াছে দাসী তব, তব পদ সযতনে,—
রাখিয়াছি তব পদ পূরি, নাথ, এ মরমে !

আজি এই পুণ্য-দিনে প্রেম-প্রীতি-সম্ভাষণে,
প্রণাম করিবে দাসী তব পুণ্য শ্রীচরণে ;
অনুমতি দাও, নাথ,
নাও মম প্রণিপাত,
এ প্রণাম—ভক্তি-অর্ঘ্য, মরমের ভক্তিসনে,
করিব তোমার পায়, ধর কৃপা-বিতরণে !

বিজয়া দশমী আজি, এ দশমী দিনে কত,
নব বস্ত্রে বিভূষণে প্রতি বর্ষে সাজি শত,
ভাসি হৃদি প্রেম-জলে,
নমিয়াছি পদতলে,
আজি সে বিজয়া, নাথ ! উনত্রিংশ বর্ষ গত,—
এসেছি তোমার পদে প্রণমিতে সেই মত।

মণি-মুক্তা-হেমে সাজি সাজি নব নেত-বাসে,
সীমন্তে সিন্দুর পরি এসেছি তোমার পাশে ;

তুমি পতি, তুমি স্বামী,
চরণের দাসী আমি,—
এ দাসীর সে প্রণাম, নাও, নাথ, অভিলাষে,
হৃদয় ভরিয়া দাও শত-চন্দ্র-কর-ভাসে !

তুমি স্বামী, তুমি পতি, বরণীয় এ ভুবনে,
আমার দেবতা তুমি অধিষ্ঠিত এ-মরমে ;
আজি পুণ্য বিজয়ায়,
তোমার কমল-পায়,
রাখি শির সর্ব্ব অগ্রে নমিব ও-শ্রীচরণে ;
তার পরে প্রণমিব অন্য গুরু পরিজনে।

আজি এই বিজয়ায় পরি মণি-মুক্তা-দাম,
নব-বস্ত্রে, নব-সাজে, সাজিয়াছি অভিরাম ;
সাজিয়াছি কার তরে,
বল, নাথ, এত ক'রে ?
যাহা কিছু দেহে মম সকলি তোমার দান,
আমি যে তোমারি, নাথ, দিয়ে দেহ মন প্রাণ।

তোমারি পরশে নাথ, দেহে এত রূপ ঝরে,
শত চন্দ্র ফুটে উঠে মরমের অভ্যন্তরে ;
তব পদ বক্ষে ধরি,
আমি রাজ-রাজেশ্বরী,

তোমা-হীনা আমি যে-গো ভিখারিনী ধরা'পরে,—
শশী-হীনা বিভাবরী মাখা যথা অন্ধকারে।

আজি এই পুণ্য-দিনে এসেছি তোমার কাছে,
দিতে নাথ, তব পায়, অভাগীর যাহা আছে ;
মরমের সুধা-বারি,
এনেছি হৃদয় ভরি,
প্রেম-প্রীতি-সম্ভাষণ দাসী তব আনিয়াছে,—
তোমার চরণ বিনা দিব আর কার কাছে ?

বৎসরের শুভ-দিন, দুঃখ কষ্ট অভিমান,
যুগল-মরম হ'তে হো'ক সব অবসান ;
তোমার চরণে কত,
অপরাধী শত শত,
ক্ষমা করি আজি তাহা, পদতলে দিয়ে স্থান,—
প্রীতি-প্রেম-আশীর্ব্বাদে উদ্ভাসিত কর প্রাণ !

মুছে ফেল আজি, নাথ ! বৎসরের আঁখি-জল,—
বৎসরের মলিনতা মুছে ফেল অবিরল !
মধু-মাখা চির-হাসি,
দেখে যেন তব দাসী,
পুলকিত করিয়াছে তব মুখ-শতদল,
বিষাদে মলিন যেন নাহি হয় হৃদি-তল !

আজি এই বিজয়ায় নমিলাম পদতলে,
রাখি শির ভক্তি-ভরে তব পদ শতদলে ;
কর নাথ, আশীর্ব্বাদ,
পূরে যেন মন-সাধ,
সীমন্তে সিন্দূর পরি ধরি পদ বক্ষঃস্থলে,
দাসী যেন ভেসে যায় অনন্তের চির-জলে।

আশীর্ব্বাদ কর, যেন বৎসরান্তে পুনরায়,
এই প্রীতি-সম্ভাষণে—এই পুণ্য বিজয়ায়,
পরি মণি-মুক্তা-রাজি,
পতি-সোহাগিনী সাজি,
এই মত নব-বাসে আবরিত করি কায়,
পারে যেন দাসী তব নমিতে তোমার পায়!

প্রসারিয়া প্রীতি-স্নেহ-মমতা-শৃঙ্খল-হার,
তোমায় বেঁধেছি আমি এ-হৃদয়ে অনিবার ;
অঞ্জলি অঞ্জলি করি,
পূজিতে চরণোপরি,
ঢেলেছি কুসুম-পুঞ্জ মিশাইয়া রক্তধার,
কোনদিন প্রতিদান চাহি নাই সে পূজার!

তুমি যে বেসেছ ভাল সেই মম প্রতিদান—
সেই মম চির-স্বর্গ—চরণে পেয়েছি স্থান ;

এস, এস প্রিয়তম !
এস গো সর্ব্বস্ব মম !
নাও, নাথ, বিজয়ার ভক্তি-পূর্ণ এ-প্রণাম,
ধর, সঙ্গে দুখিনীর,—তব-প্রেমে-মুগ্ধ-প্রাণ !

ক্লিওপেট্রা।

[ক্লিওপেট্রার একখানি চিত্র দেখিয়া এই কবিতাটী লিখিত হইল। ক্লিওপেট্রার ইতিবৃত্ত অনেকেই অবগত আছেন সত্য তথাপি একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সৌন্দর্য্যের রাণী ক্লিওপেট্রা, মিসরাধিপতি Ptolemy Auletes এর জ্যেষ্ঠা কন্যা। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ শিশু ভ্রাতার সহিত মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। অল্পদিন পরেই তাঁহাদের অভিভাবকদ্বয় কর্ত্তৃক উভয়ে সিংহাসনচ্যুত ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। এই সময় রোমের সর্ব্বময়-কর্ত্তা সিজার, ক্লিওপেট্রার অসামান্যা-রূপরাশি-সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রেমপাশে জড়িত হয়েন এবং যথেষ্ট চেষ্টা-সহকারে তাঁহাকে পুনরায় মিসরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা করেন। সিজারের মৃত্যুর পর রোমের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ এণ্টনি ক্লিওপেট্রার নয়ন-বিমোহন-রূপে মোহিত হইয়া মিসরেই অবস্থান করেন। প্রেমময়ী ক্লিওপেট্রা এণ্টনিরও প্রণয়িনী হইয়াছিলেন। Actium এর যুদ্ধে গমনকালে ক্লিওপেট্রা এণ্টনির সঙ্গিনী হন। যুদ্ধে এণ্টনির পরাজয় সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি নিজ রাজ্য Alexandria তে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, এণ্টনির নিকট লজ্জিত হইবার আশঙ্কায় স্বীয় মৃত্যুবার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ক্ষম নাথ, অপরাধ, আজি এ অন্তিম-দিনে !
লঘু অপরাধে মম,
হবে এত রূপান্তর,
সর্ব্বস্ব ভাসিয়া যাবে, কে জানিত প্রাণেশ্বর !
সুরম্য নন্দন বনে—
কিম্বা সে অমর-পুরে,
আজি তুমি, প্রাণাধিক, রহিয়াছ কোন্ দূরে !
এ জীবনে কত সাধ
পূরাইলে, প্রিয়তম !
পূরাবে কি দয়া ক'রে এই শেষ-সাধ মম ?
সেই সাধ শেষ-ভিক্ষা—
এস নাথ, একবার
সেই দূর হ'তে আজি, নিরখিয়া অনিবার,
সেই তব মনোময়
চারু-মুখ, প্রেমময়,
করিব জনম শোধ তিরপিত এ হৃদয় !
আমি নাথ, অভাগিনী,
তাই আজি এত দিন—
পারি নাই করিবারে চরণে এ-দেহ লীন !
ক্ষম সেই অপরাধ,
তব পদ-শতদলে,
চায় ভিক্ষা অভাগিনী ভাসি নাথ, আঁখি-জলে।

কুল-মান রাজ্য-ধন,
সর্ব্বস্ব সম্বল মম,
তোমার চরণ-তলে করেছিনু সমর্পণ ;
আজি প্রাণ দিব, নাথ,
তব সে-কমল-পায় ;
কি ছার এ প্রাণ মম, তব প্রেম-তুলনায় ?

দেখ, নাথ, ওই দূরে—
ভূমধ্যের নীল জল,
কি অনন্তে, কি অসীমে খেলা করে অবিরল !
নাহি কূল, নাহি সীমা,
যতদূর দৃষ্টি যায় ;
কেবল সুনীল জল বীচি-হারে শোভা পায়।
কিন্তু, ভূমধ্যের সীমা
আছে নাথ, নিরূপণ,
দূরান্তরে কূল তার পায় করি অন্বেষণ।
নাহি সীমা আমার এ
প্রেম-প্রীতি-মমতার ;
অকূল যে অভাগীর হৃদি-প্রেম-পারাবার।
সে প্রেম-সাগর-নীরে
তুমি নাথ, রত্নোত্তম,
এ অতৃপ্ত বক্ষঃস্থলে তুমি তৃপ্তি প্রিয়তম।

দিবানিশি করি স্নাত
এত দিন প্রেম-জলে,
রাখিনু তোমায়, নাথ, মরমের অন্তঃস্তলে
অভাগীর প্রেম-স্নেহ
প্রতিদানে অনিবার,
এ মরমে বরষিলে কি অনন্ত সুধাসার!
এই দুঃখ, পরশিয়া
সে অমৃত অবিশ্রাম,
'সাহারার' তপ্ত বুক জুড়াইতে নারিলাম!
তৃপ্ত হয় মরু-বুক,
পরশি বরিষা-নীর;
রহিল অতৃপ্ত কিন্তু তপ্ত-বুক অভাগীর!
মিটিল না এ জীবনে
সে অতৃপ্ত তৃষা মম,
পরলোকে সে অতৃপ্তি মিটাইব প্রিয়তম!
জগতে জড়িত পদে
ছিল তব অভাগিনী,
মরণেও দেখ, নাথ, তব প্রেম-আকাঙ্ক্ষিনী।
জীবনে সর্ব্বস্ব পদে
করেছিনু সমর্পণ,
পরলোকে ধর, নাথ, করি সব অরপণ।
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম,

তুমি স্বর্গ অভাগীর,
তুমি পাপ, তুমি পুণ্য, এই তব দুখিনীর।
নাহি চাহি ধর্ম্ম-কর্ম্ম,
স্বর্গপুরী অতুলন,
মরণান্তে পাই যদি সেবিবারে শ্রীচরণ!
বাঁধি বুক, প্রিয়তম,
সে আকাঙ্ক্ষা অভিলাষে,
তব প্রেমাধিনী আজি চলিল তোমার পাশে।

কেন তুমি প্রিয়সখি,—
বিলুণ্ঠিত ভূমিতলে,—
উঠ, উঠ ত্বরা করি,
নলিনাক্ষে আঁখি-জল কেন প্রিয়-সহচরি?
আজি এ সুখের দিনে
কেন ফেলি আঁখি-নীর,
কলঙ্কিত করিতেছ সে আনন্দ অভাগীর!
কুল-মান দেহ-মন—
এ রাজ্য-সম্পদ মম,
আমার সর্ব্বস্ব যারে করিলাম সমর্পণ;
সেই প্রাণাধিক-পদ,
চলিলাম সেবিবারে,
কেন তবে প্রিয়সখি, ভাসিতেছ আঁখিধারে?

বসন্ত-পূর্ণিমা আজি
নীলিম-আকাশ-তলে,
যামিনী-অলকে চারু চন্দ্র-মণি ঝলমলে
কুন্দ-ফুল ধবলিত
মনোজ-যামিনী হাসে,
চরাচরে নব-রাগে মনসিজ পরকাশে ;
বেলা-যূথি হেনা-গন্ধে
সুরভিত বনতল,
কি প্রেম-যামিনী আজি কত শোভা নিরমল !
এমনি মনোজ রাতি !
পূর্ণ-ইন্দু ও গগনে ;
বল, ওলো 'চারমিয়ন', আছে কি স্মরণ মনে ?
যে নিশীথে অনুরাগে
প্রাণেশের প্রেম-করে,
সমর্পিয়া প্রাণ মন বিকাইনু কলেবরে ;
যে দিন এ প্রেম-নদী
কি উন্মাদ বীচি-হারে
মিশাইয়াছিল, সখি, সেই প্রেম-পারাবারে ।
সে প্রেম-যামিনী আজি, —
সেই পূর্ণ শশধর,
কিন্তু কোথা আজি, সখি, সেই মম প্রাণেশ্বর !
কি কাজ বিলম্বে আর,

আন তবে ত্বরা করি,
বসন ভূষণ মম আছে যত, সহচরি!
বিজড়িত হেম-হীরা
মণি-মুক্তা-মরকত ;
পরাইয়া দাও অঙ্গে সেই আভরণ যত।
প্রাণেশের প্রাণ মন,
যেই বেশ-বিভূষণে
সাজি, সখি, মোহিলাম ;—পরি সেই আভরণে,
যাব আমি আজি, সখি,
এ অন্তিম-দিনে, হায়!
মোহিবারে প্রাণেশ্বরে, পর রাজ্যে পুনরায়!
'এণ্টনির' প্রেম-লতা,
'এণ্টনির' আদরিণী,
জড়িনু যে সহকারে হ'য়ে শত-প্রসারিণী ;
শুকাইল তরু-রাজ,
শুকাইবে এ মালতী,
প্রেমের অনন্ত-রাজ্যে নাহি সখি অন্য গতি!
দাও সখি সাজাইয়া,
বিলম্ব সহে না আর,
ওই দেখ, প্রাণেশ্বর দাঁড়াইয়া অনিবার!
প্রেম-মুখে প্রেম-হাসি,
ফুটন্ত চন্দ্রের পাশে,

ডাকিতেছে সেই মত কত প্রেম অভিলাষে!

দাড়াও, জীবনাধিক!—

চন্দ্র-তারা-প্রস্ফুটিত
ওই দূর নীলাকাশে,
তোমার মৈসরী আজি,
যাবে নাথ, তব পাশে!
ভেবেছ কি মনে তুমি,
তব চির-প্রেমাধিনী,
রহিবে জগত মাঝে
হ'য়ে তব বিরহিণী?
এস তবে 'চারমিয়ন',
মণি-রত্ন-অলঙ্কারে,
সাজাইয়া দাও, সখি,
এ সুতনু-লতিকারে।
রাজরাণী, দেবরাণী,
আমার এ রূপে লাজে,
সাজিব লো মণি-রত্নে
আরও মনোহর সাজে!
চরণ চুমিত মম
শ্যাম কুন্তলের ভার,
অলকে কুঞ্চিত কাল
ক্ষুদ্র শত ফণি-হার;

ওই কুঞ্জে তুলি ফুল,
গাঁথিয়া বিনোদ-মালা,
বিনাইয়া বেণী তায়,
সাজাইয়া দাও বালা !
ওই যে পর্য্যঙ্ক মম
কারু-কার্য্যে অতুলন,
শয্যা-যূথি সুকুমার,
শোভে তায় মনোরম !
হেম-মণি-বিখচিত
আনি বাস শোভাময় ;
বিছাইয়া দাও, সখি,
ওই শয্যা সমুদয় ;
বিকচিত-ফুল-রাজি
আনি পুনঃ সহচরি,
দাও, শয্যা, উপাধান
ফুলে আবরিত করি ।
এই শয্যা-অঙ্কে, সখি,
প্রাণেশের প্রেম-পাশে,
সাজাইয়া ফুল-দামে
একদিন অভিলাষে
বসিলাম,—সে শয্যায়
বসি আজি অবিরত,

ভেটিতে প্রাণেশে মম
যাব আমি সেই মত।

এই দেখ, 'চারমিয়ন,'—
হেম-মণি-বিখচিত
কত অলঙ্কার পরি,
বিচিত্র-চিত্রিত-বাসে
সাজিলাম সহচরি!
লজ্জিত অমরী-রূপ,
মম রূপে বরাঙ্গনে,
ধরে কোন রাজেন্দ্রাণী
এত রূপ এ ভুবনে?
শেষ দিন আজি মম,
হবে শেষ এ জীবন!
শেষ দিনে দেখ সখি,
কত রূপ অতুলন!
রূপ, প্রেম, প্রাণেশ্বর
ভালবাসে একাধারে।
তাই প্রেম-রূপ নিয়ে
যাই তাঁরে তুষিবারে।
কত শোভাময়ী আজি
প্রেম-নিশি পূর্ণিমার!

মরিবার হেন দিন,
জগতে কি আছে আর ?
বিদায়, লো 'চারমিয়ন !'
বিদায়, লো সহচরি !
অভাগিনী গৈসরীরে,
মনে রেখ দয়া করি !
দুখে সুখে অভাগীর
জগতে সঙ্গিনী ছিলে,
জনম জনম যেন
তব-সম সখী মিলে !
এ জনমে এত দিন
করি কত প্রাণপণ,
সাধিলে সহস্র রূপে
কত নিত্য প্রয়োজন।
আনন্দের জয়োৎসবে,
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে,
মরমের দুঃখে কত
তব কণ্ঠ জড়াইয়ে,
কহিয়াছি কত কথা,
কেবল তোমার পাশে,—
আনন্দের হাসি সহ
বিষাদের তপ্ত-শ্বাসে।

সে কাহিনী এ জনমে
কহিতে হবে না আর,
নাহি হবে সাধিবারে
নিত্য প্রয়োজন তার !
মৈসরীর আজি, সখি,
হ'ল সব সমাপন !
এস, সহচরি-দ্বয়,
দিব শেষ আলিঙ্গন !
সাধিতে হবে না যদি
আর নিত্য প্রয়োজন,
পালিবে কি শেষ-আজ্ঞা,
তুষিতে আমার মন ?
ক্ষুধায় কাতর আমি,
কর ক্ষুধা অবসান,—
জনমের মত শেষ
আহার্য্য করিয়া দান !
যাইব জনম-শোধ,
এ-শেষ আহার করি ;
ওই উপাদেয় ফল
আন তবে সহচরি !

মৈসরীর রম্য-কক্ষে
মর্ম্মরের মঞ্চোপরে,
ফলাধারে ছিল ফল সুসজ্জিত থরে থরে।
মৈসরীর বাক্যে যেন
মন্ত্র-মুগ্ধ-'চারমিয়ন',
উঠিয়া মন্থর-পদে, বিষাদে বিবশ মন,
চারু-করে ফলাধার,
তুলিয়া যতন করি,
আনিয়া রাখিলা বালা মৈসরী-নয়নোপরি।
বিধুমুখী-'ক্লিওপেট্রা,'
মলিন-কমল-আঁখি,
ফল সহ ফলাধার সুকোমল অঙ্কে রাখি,
লইবারে করে তুলি
ফল-রাজি অভিরাম,
বিকাশিল কর-পদ্মে চম্পকের কলি-দাম!
পরশিয়া ফলাধার
না তুলিতে করে ফল,
হেরিল মৈসরী সেই ফলান্তরে অবিরল—
কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!
মধ্যস্থল হ'তে তার,
ক্ষুদ্র ফণী-শিশু দুটী বাহিরিল অনিবার।
রম্য-গন্ধে সুগন্ধিত,

পুষ্ট-ফল অভ্যন্তরে,
ঘুমাইয়াছিল দুটী ফণী-শিশু অকাতরে!
ভাঙ্গিল সে নিদ্রা হায়,
মৈসরীর পরশনে,
অতর্কিতে ক্লিওপেট্রা জাগাইলা অচেতনে।
দলিত-ভুজঙ্গ-শিশু
তুলি শির ক্ষুব্ধ-হিয়া,
উঠিল সদর্পে ক্ষণে ক্ষুদ্র ফণা প্রসারিয়া;
বাহিরিল ফণী-মুখে
জ্বলন্ত অনল প্রায়,
বিজলীর ক্ষীণ শিখা অগ্নিময়ী রসনায়।
দংশিতে চাহিল ফণী
মৈসরীরে অনিবার,
কে যেন কি মন্ত্র-বলে রোধিল দংশন তার।
অচল অবশ দেহে
ক্ষুদ্র ফণা বিস্তারিয়া,
রহিল নীরবে ফণী মুগ্ধ-চিত্ত দাঁড়াইয়া।
ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী-শিশু,
বুঝি করি দরশন,
রূপ-রাজ্যে বিধাতার সৃজন চরম-তম,
সম্বরিয়া বিষ-দন্তে
বিশ্ব-নাশী বিষ-ভার,

রূপ-মুগ্ধ ফণী-শিশু ভুলিল দংশন তার !
উর্দ্ধ-ফণা ফণী-শিশু
নিরখিয়া অবিরাম,
চঞ্চল হইল ক্ষণে মৈসরী বিকল-প্রাণ।
শত-পত্র-আয়তাক্ষে
ঘুরিল এ বসুমতী,
জগত মমতা মায়া সকলি ভুলিল সতী !
মনে হ'ল 'এণ্টনির'
মুখ-ইন্দু অভিরাম,
প্রাণে প্রাণে বিনিময় কত দান প্রতিদান !
অনিন্দ্য লবঙ্গ-লতা
ভুজ-বল্লী প্রসারিয়া,
ধরিল সে বিষ-লতা বিরহ আকুল হিয়া।
অমল চম্পক-দামে
বেড়িল সে ফণী-হার,
ভাবিল মৈসরী তাহা মালা নব-যূথিকার !
মরমের বিষ-জ্বালা
জুড়াইতে অনিবার,
ভাবিল সে ফণী মুখে আছে সুধা অমরার !
মৈসরী বিকল-প্রাণ,—
তীব্র বিষ-নিকেতন,
করিল সে ফণী মুখ বিম্বাধরে পরশন।

চুমিতে অমৃতময়
যে অধর অতুলন,
ধরিত্রী অমরাধীপ করিত রে আকিঞ্চন !
যে রূপ-কুসুম-হার
পরিবারে অনুক্ষণ,
কত চন্দ্র, কত ইন্দ্র হইল রে নিপতন !
নিয়তি বিচিত্র গতি,
ভাগ্যবান ফণী-বর,
তাই আজি চুমিল সে রূপসীর বিম্বাধর।
ফণী-মুখ সুধাপানে
সে অমৃত-মদিরায়,
পড়িল রূপসী ঢলি সুচারু শয্যার গায় !
তীব্র অহি-বিষ-বহ্নি
মুহূর্ত্তে প্রবলে জ্বলি,
পোড়াইল সুকুমার হেম-চম্পকের কলি !
কর-তলে বদ্ধ-ফণী
ক্ষুদ্র ফণা বিস্তারিয়া,
রহিল সে রূপ-লতা ভুজ-বল্লী জড়াইয়া।
কুরঙ্গ চপল-আঁখি
সে রূপসী অমরীর
মুদিল জনম তরে ঢালি শেষ অশ্রু-নীর
ঝরি অশ্রু মুক্তারূপে

শোভিল বয়ানে ধীরে,
'বসোরা' গোলাপ-পুঞ্জ সাজিল নীহার-নীরে
সে পূর্ণ-যৌবন-দৃপ্ত
দেহ-লতা সুগঠন,
পড়িয়া রহিল হায়, ছিন্ন নলিনের সম!
পরিপূর্ণ-তম শশী
খুলিয়া কিরণ-হার,
যেন সে পর্য্যঙ্ক অঙ্কে ঘুমাইল অনিবার!
সে অতুল রূপরাশি,
সে অনিন্দ্য সুগঠন,
সকলি সমান আছে নহে পরিবরতন।
কেবল কৃতান্ত আসি
কঠিন নির্ম্মম করে,
লেপিয়া দিয়াছে বিষ সে রাতুল বিম্বাধরে;
আতপে বিশুষ্ক তাই
রূপ-লতা সুকুমার,
মলিন বিবর্ণ-রুচি ও-হিরণ্য-প্রতিমার।
ভর্ত্রী-শোকে সখীদ্বয়
লুটাইয়া হাহাকারে,
কাঁদিল ভূতলে লুটি ভাসিয়া নয়নাসারে।
কাঁদিল 'ইরিস' দুঃখে
আঘাতিয়া বক্ষঃস্থল,

আবরিয়া কর-পদ্মে ইন্দু-মুখ নিরমল !
অন্ততম ফণী-শিশু
ধরি করে 'চারমিয়ন,'
চুমিল সে ফণী-মুখ চির-বিষ-নিকেতন ।
রাখিয়া অমর-স্মৃতি,
ভর্ত্রী-প্রেম-মমতার,
ভক্তির অপূর্ব্ব চিত্র দেখাইয়া অনিবার ;
সখীদ্বয়, ভর্ত্রীশোক
না সহিয়া হৃদি-তলে,
ঘুমাইল চির-তরে প্রিয়-ভর্ত্রী-পদতলে !

অনুতপ্তা।

এই কবিতাটী একটী সত্য ঘটনার ছায়া লইয়া লিখিত। Dr. Sanger's History of Prostitution নামক বহু গবেষণাপূর্ণ উৎকৃষ্ট পুস্তকে অনেকগুলি হৃদয়-বিদারক করুণ-কাহিনীর উল্লেখ আছে। আমি ঐ সকল কাহিনীর মধ্য হইতে কয়েকটী ঘটনা অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলাম; এই কবিতাটী তাহার মধ্যে অন্যতম।

অনুতপ্তা নিরক্ষরা ছিলেন না, পরন্তু বিদ্যাবতীই ছিলেন। তাঁহার ক্লেশময়ী জীবনী তিনি নিজ হস্তে লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জীবনী ও তাঁহার স্বরচিত নিম্নোদ্ধৃত ইংরাজী কবিতাটী তাঁহার শয্যার ভিতর পাওয়া গিয়াছিল।

"Verses for my tomb-stone, if ever I should have one.

"The wretched victim of a quick decay,
Relieved from life, on humble bed of clay,
The last and only refuge for my wocs,
A love-lost, ruined female, I repose.
From the sad hour I listened to his charms ,
And fell, half forced, in the deceiver's arms,
To that whose awful veil hides every fault,

Sheltering my sufferings in this welcome vault,
When pampered, starved, abandoned, or in drink
My thoughts were racked in striving not to think !
Nor could rejected conscience claim the power
To improve the respite of one serious hour.
I durst not look to what I was before ;
My soul shrank back, and wished to be no more,
Of eye undaunted, and of touch impure,
Old ere of age, worn out when scarce mature ;
Daily debased to stifle my disgust
Of forced enjoyment in affected lust ;
Covered with guilt, infection, debt, and want,
My home a brothel, and the streets my haunt,
For seven long years of infamy I've pined,
And fondled, loathed, and preyed upon mankind,
Till, the full course of sin and vice gone through,
My shattered fabric failed at twenty-two."

অনুতপ্তা।

আহা কি সুন্দর স্থান,
চারিদিকে তরু-রাজি,
শ্যাম-কিসলয়-হারে ফলে-ফুলে আছে সাজি।
প্রসারিণী কত লতা
বেষ্টিয়াছে তরুবর,
পরশি অনিল মৃদু দুলিতেছে নিরন্তর।
তরু সঙ্গে লতা দিয়ে
বিনান নিকুঞ্জ-বন,
শান্তিময়ী প্রকৃতির চির-শান্তি নিকেতন।
শান্তিময়ী প্রকৃতির
শান্তিময় বক্ষোপরে,
নির্জ্জনে সমাধি-ভূমি নীরবে বিরাজ করে।
তরু-তলে দূর্ব্বাসনে
কিম্বা পুষ্প-বিথীকায়,
কতই সমাধি অই স্তরে স্তরে শোভা পায়।
অতি মৃদু বহে বায়ু
চির-শান্তিময় স্থলে,
নষ্ট হবে শান্তি তার, অনিল বহিলে বলে।

ঘুমাইছে পাশে পাশে
কত অভাগিনী নারী,
গত-জীব কত নর, শুয়ে আছে সারি সারি।
জগতে করিয়া সবে
জীবনের অভিনয়,
শান্তির কোমল অঙ্কে করিয়াছে চিরাশ্রয়।
মুদিয়াছে আঁখিগুলি
চির জনমের তরে,
রাখিয়া নশ্বর-দেহ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে।
সহায়-সম্পদ-সুখে
ছিল কেহ ভাগ্যবান্,
কাটাইল জীব-লীলা পরি মণি-মুক্তা-দাম।
রোগে শোকে দুঃখে কেহ
সমস্ত জীবন জ্বলি,
উদয়াস্ত নয়নের তপ্ত অশ্রু-জল ফেলি।
অই সমাধির তলে—
অভ্যন্তরে মৃত্তিকার,
রেখেছে শান্তির কোলে সে জ্বলন্ত প্রাণ তার।

আমি এক অভাগিনী,
নাহি বহুদিন আর,

আসিতে হইবে হেথা ছাড়ি শীঘ্র এ সংসার।
জগতের লীলা মম
প্রায় হ'ল অবসান,
আয়ুক্ষয়, দেহক্ষয়, আছে বিন্দুমাত্র প্রাণ।
পাপে, অনুতাপানলে,
আজি এ হৃদয় জ্বলে,
রোগ-দীর্ণ-দেহে আজি ভাসিতেছি আঁখি-জলে।
নবীন বয়স মম,
যৌবন নহেক গত,
পাপিনী পাপের ফলে, সহিতেছি দুঃখ শত।
অপরূপ রূপ নিয়ে,
লাবণ্যের সে মাধুরী,
বসেছিনু মাতৃ-অঙ্কে হেম-মুক্তা-হার পরি।
মাতা মম ধর্ম্মবতী
শত-গুণে গুণবতী,
চির-দয়া-পরায়ণা পতিব্রতা সাধ্বী-সতী।
পিতা মম ভাগ্যবান ;—
ধন-পূর্ণ নিকেতন,
দাস দাসী দ্রব্য-ভারে ছিল গৃহ সুশোভন।
ছিলাম জননী-বক্ষে,
আদরের আদরিণী,
জনকের স্নেহ-কণ্ঠে চির-পিতৃ-সোহাগিনী।

যৌবনে রূপের ভাতি
ফুটিল এ কলেবরে,
হেরি সে ফুটন্ত-রূপ, মুগ্ধ হ'ল নারী-নরে।
স্নেহময় পিতা মম,
মাতা চির-স্নেহার্থিনী,
করিলেন বিদ্যা-শিল্পে-গীতে-কলা-কুশলিনী।
আছিলাম উজলিয়া
পিতার সে নিকেতন,
জননীর স্নেহ-বক্ষে শত সুখ স্বর্গোপম।
কতদিনে দেখিলাম
নয়ন উপরে মম,
দুষ্ট-বুদ্ধি প্রবঞ্চকে, বিষে-ভরা ফণী-সম।
কেমনে বুঝিবে বল,
অবলা দুর্ব্বল মন,
অমল-কমল-ফুল-বিষ-কীট-নিকেতন।
হরিণী বুঝিতে নারে
কিরাতের মধু বাঁশী,
সে সুস্বরে মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে তার জালে আসি।
বিমুগ্ধা-হরিণী আমি,
পড়িলাম জালে তার,
মরমে দংশিল ফণী ঢালি তীব্র-বিষ-তার।
প্রসারিয়া দিল দুষ্ট,

বক্ষঃ তার বহ্নি-ভরা,
অবোধিনী আমি তায় ছুটিয়া পড়িনু ত্বরা।
নরকের বহ্নি রাজে,
নাহি জানি বক্ষে তার,
যে বহ্নি জ্বলনে আজি দেহ-মন ছারখার।
কপোতিনী দূর হ'তে
দেখে উচ্চ বৃক্ষে বসি,
ভূতলে নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র তণ্ডুলের কণা-রাশি ;
কিন্তু যবে দূরদৃষ্টে
কাল-পূর্ণ হয় তার,
সে ক্ষুদ্র তণ্ডুল-কণা নেহারে সে অনিবার ;
কিন্তু তণ্ডুলের পাশে
দেখিবারে নাহি পায়,
দৃঢ় রজ্জু দিয়ে বদ্ধ কিরাতের বাগুরায়।
ক্ষুদ্র তণ্ডুলের লোভে,
কপোতিনী ছুটে আসে,
পড়ে আসি কিরাতের যম-দণ্ড-সম-পাশে।
অই কপোতিনী মত
আমি নারী অভাগিনী—
আশার কুহকে মুগ্ধ হ'য়ে আমি অবোধিনী,—
পড়িলাম অতর্কিতে,
দুষ্ট কিরাতের পাশে,

যার তরে অনুতাপে আজি বক্ষঃ জলে ভাসে।
কাতরা, তৃষিত-কণ্ঠা
বারি-লুব্ধা কুরঙ্গিনী,
নিরখিয়া মরুভূমে সুনির্ম্মলা প্রবাহিনী ;
জুড়াইতে শুষ্ক-কণ্ঠ,
সে নির্ম্মল বারি আশে,
আশার কুহকে পড়ি, ছুটিলাম ঊর্দ্ধশ্বাসে।
লুকাইল প্রবাহিনী,
দুষ্ট মৃগ-তৃষ্ণিকায়,
পড়িলাম মৃত্যুমুখে বারি-মোহ-ছলনায়।
চাহিলাম মেঘে জল,
আমি চাতকিনী বালা,
জানি আমি মেঘে আছে বজ্রের অনল-জ্বালা।
চির-তৃষ্ণাতুরা আমি,
কিন্তু সেই জল আশে,
হইলাম ভস্মরাশি অশনি অনল-শ্বাসে।
কালপূর্ণ হ'য়েছিল,
অভাগী-অদৃষ্টে হায়,
তাই আজি জ্বলিতেছি এ দারুণ যন্ত্রণায়।
আজি তার প্রায়শ্চিত্ত—
সে পাপের পরিণাম,
অনাহারে রোগে শীর্ণ, প্রায় কণ্ঠাগত প্রাণ।

পড়িনু কুহকে তার—
সে দুষ্টের প্রলোভনে,
ভুলিলাম মাতা পিতা স্নেহময় পরিজনে।
দংশিয়া ফণিনী আমি,
জনকের হৃদি-তল,
দীর্ণ করি বিষ-দন্তে জননীর বক্ষঃস্থল ;
জনক-জননী-আঁখি
ভাসাইয়া অশ্রু-জলে,
অর্পিণু সর্ব্বস্ব মম তস্করের কর-তলে।

কোথা আজি পিতা মম,—
চির-স্নেহ-নিকেতন,
চির-স্নেহময়ী মাতা পুণ্যবতী দেবীসম !
পলাইল প্রবঞ্চক,
দুষ্ট প্রতারণা করি,
ভুলিয়া প্রতিজ্ঞা তার, আমার সর্ব্বস্ব হরি।
সহায়-সম্পদ-হীনা,
অবলা অপূর্ণা নারী,
অসহায়া একাকিনী, মুঞ্চিয়া নয়ন বারি ;
কাণ্ডারী-বিহীন হ'য়ে,
শত চিন্তা বক্ষে ধরি,
সংসারের মহা-জলে ভাসিলাম আমি তরী।

কলঙ্কিত মুখ মম,
দেখাব কাহারে আর,
দেখিলাম চারিদিকে অমাবস্যা অন্ধকার।
সহস্র প্রেতিনী আসি,
হাসিল বিকট হাসি,
পাপের অনন্ত স্রোতে ধীরে চলিলাম ভাসি।
পাপের অনন্ত স্রোত,
ফিরাইতে কোন ক্রমে,
সাধ্য নাহি হ'ল মম নিয়তির নির্য্যাতনে।
পাপিষ্ঠা প্রেতিনী আসি,
দেখাইয়া দিল পথ,
পাপের পঙ্কিল পথে চলিলাম অবিরত।
দিনে দিনে অনুতাপে,
ভাসিয়া নয়ন-নীরে,
পাপের অতল-স্পর্শে পড়িলাম ধীরে ধীরে।
নিত্য পাপ অত্যাচারে
ভাঙ্গিল শরীর মম,
পড়িলাম শীর্ণ দেহে, ছিন্ন কুসুমের সম।
অস্পৃশ্যা ঘৃণিতা হ'য়ে,
আমি চির-কলঙ্কিনী,
প'ড়ে আছি জীর্ণ দেহে অসহায়া অনাথিনী।
কোথা গেল সে যৌবন,—

দেব-পুষ্প-সম শোভা,
আজি ভস্মে পরিণত জ্বলন্ত রূপের প্রভা!
কোথা সে কমল-আঁখি
হয়েছে কোটর-গত,
কটাক্ষে অনল-কণা সকলি হ'য়েছে হত।
নাহি সে চঞ্চল লীলা,
বর দেহ-লতিকার,
পাপের দারুণ স্পর্শে হয়েছে কঙ্কাল সার।
রোগ-জ্বালা, দরিদ্রতা,
অনাহার, অনাটন,
পাপের মহতী কীর্ত্তি করিতেছে বিঘোষণ।
কি ছিলাম কি হ'য়েছি,
ভাসি আজি আঁখি-ধারে,
সামান্য অন্নের তরে ফিরিতেছি দ্বারে দ্বারে।
ঘৃণায় ফিরায় মুখ,
কলঙ্কিনী বলি সবে,
পাপিনীর স্থান বিধি, নাহি কি তোমার ভবে?

ছিল বিধি, এ ধরণী
দুস্তর প্রান্তর ভূমি,
শত শোভাময়ী করি আনন্দে সাজালে তুমি;
জীব জন্তু ফলে ফুলে,

সাজাইলে বসুমতী,
তব স্নেহ-স্পর্শে ধরা হইল সুষমাবতী।
তোমার অপূর্ব্ব সৃষ্টি,
রবি তারা শশধর,
বিভাসিয়া প্রভা-হারে হাসিল যে মনোহর
সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ
উজলিতে ধরা-ভূমি,
শত শোভাময়ী করি গঠিলে রমণী তুমি।
মন্দারে কমলে মাজি,
পূর্ণ-চন্দ্র জ্যোৎস্না দিয়া,
কোমলতা মমতায় পরিপূর্ণ করি হিয়া, ;
সৃজিয়াছ নারী তুমি,
রূপে ফুল্ল-বিনোদিনী,
দুঃখে সুখে মানবের চির শ্রেষ্ঠ সহায়িনী।
যাহার কোমল স্পর্শ,
সঞ্জীবনী সুধাময়,
স্নেহ-দৃষ্টি স্পর্শে যার অনল শীতল হয় ;
উচ্ছৃঙ্খল দুষ্ট নর,
নির্ম্মমতা পূর্ণ মন,
বিনম্র নিকটে যার মন্ত্র-মুগ্ধ-ফণী-সম।
যার প্রেম-পরশনে,
করে বিশ্ব প্রেমময়,

যার মৃদু প্রেম-হাসি শত জ্বালা করে ক্ষয় ;
তব সৃষ্টি মধ্যে বিধি,
সকলের শোভা হরি,
সৃজিয়াছ নারী তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ করি।
আরো শ্রেষ্ঠতর তারে
করিয়াছ পুনরায়,
পালয়িত্রী, জনয়িত্রী স্বরূপিনী করি তায়।
শুভ্র-মুখে সুধা-ধারা,
প্রবাহিয়া অবিরল,
মানবের মর্ম্মে মর্ম্মে ঢালে নারী সুধা-জল।
আরো শ্রেষ্ঠ করিয়াছ,
প্রস্ফুটিত করি তায়,
নারী-দেহ, নারী-হৃদি মাতৃত্বের মহিমায়।
জনকে জননী-স্নেহ
কভু যে দেখাতে নারে,
প্রসূতি প্রসূর তরে জীবন যে দিতে পারে!
তব সৃষ্টি মধ্যে বিধি,
নারী না থাকিত যদি,
জীব-হীন তব বিশ্ব হইত যে নিরবধি।
কে দেখিত তোমার এ
শোভাময়ী বসুন্ধরা,
রবি-শশী-দীপ্ত-নভঃ তারকা হীরকে ভরা?

কে বাঁধিত ধরা তব,
শৃঙ্খলা-কুসুম-হারে,
কে ঢালিত সুধা-ধারা অশান্তি অনলাসারে ?
অপরে সে সুধাজল,
জগতে ঢালিতে নারে,
তব মহীয়সী সৃষ্টি কেবল রমণী পারে।

এত শ্রেষ্ঠ করি যদি
সৃজিয়াছ নারী বিধি,
শ্রেষ্ঠতম উপাদানে গড়িয়াছ নারী-হৃদি ;
কেন এ নির্ম্মম-লেখা
লিখেছ অদৃষ্টে তার ?
বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমে নাহি সীমা দুর্দ্দশার।
যদি দৈব বিড়ম্বনে,
কিম্বা কভু ভ্রান্তিবশে,
রমণীর কণ্ঠ হ'তে সে অমূল্য মণি খসে ;
একবার যদি তার,
চরণ স্খলিত হয়,
জনমের মত তার সকলি হইবে লয় !
অস্পৃশ্যা, ঘৃণিতা, নতা,
চির-ম্রিয়মাণা হ'য়ে,
দুঃখিনী অনাথা মত থাকিবে সে নিরাশ্রয়ে।

শত অনুতাপে যদি
দগ্ধ হয় মন তার,
তথাপি অভাগী-ভাগ্যে রুদ্ধ সমাজের দ্বার।
কৃত-পাপ-প্রায়শ্চিত্ত,
করে যদি তুষানলে,
পারিবে না আসিবারে স্বজনের বক্ষঃস্থলে।
জনক-জননী-বক্ষে,
রাখি পুনঃ মুখ আর,
পারিবে না জুড়াইতে জ্বালা-ক্ষত হৃদি তার।
শত যত্নে সে কলঙ্ক
মুছিবে না কভু হায়,
যতদিন অভাগিনী অনন্তে না ভেসে যায়।
শশাঙ্কে কলঙ্ক আছে,
কিন্তু চন্দ্র জ্যোতির্ম্ময়,
ছড়াইয়া প্রভাহার সে কলঙ্ক করে ক্ষয়।
শত-চন্দ্র-প্রভা-হারে,
কর যদি প্রক্ষালন,
রমণীর সে কলঙ্ক নাহি হবে বিমোচন।

হে বিধি, মিনতি মম,
তোমার চরণ-পরে,
একবার অভাগীরে বল, নাথ, দয়া ক'রে;

স্নেহময়ী, শোভাময়ী,
শত-গুণে শ্রেষ্ঠ করি,
সৃজিলে রমণী যদি করি তারে প্রেমেশ্বরী ;
সে শ্রেষ্ঠ সৃজনে তব,
যত তার শোভা নাশি,
ঢেলে দিলে কেন তায় এ কলঙ্ক পাপ-রাশি ?
অশুচি করিলে কেন
পুণ্য সুরধুনী জল,
অমৃতের সঙ্গে কেন মিশাইলে হলাহল ?
শুধু হলাহল নয়,
কালকূট তীব্র-তম ;
সে বিষম গরলের নাহি বিশ্বে বিরেচন।
কাল-ফণী দন্তাঘাতে,
হয় বিষ নিরাময়,
নারী দেহে এই বিষ আজীবন নাহি ক্ষয়।

শ্রীকরে তুলিকা ধরি,
অপূর্ব্ব রঞ্জনে ভরা,
তুমি বিধি, আঁকিলে এ নারী-ছবি মনোহরা।
তোমার সে চারু চিত্রে
মাখাইয়া এ কালিমা,
আবার নাশিলে কেন মনোময়ী সে মহিমা ?

পাপের কলঙ্ক রাশি
ঢালিয়া সে চিত্রে তব,
কি ইষ্ট সাধিলে তুমি নাহি হয় অনুভব।
পুণ্যবতী সতী সাধ্বী,
সৃজিয়াছ কত নারী,
চির-পবিত্রতাধার পুণ্যোজ্জ্বলে সুকুমারী।
সৃজন ক'রেছ কত,
সেই নারী পুনরায়,
অস্পৃশ্যা ঘৃণিতা করি, মাখা পাপ কালিমায়।
এক চিত্রে চন্দ্র-ময়ী,
পুণ্যময়ী বিভাবরী,
হাসিতেছে পুলকিতা, চারু-মুখে হাসি ভরি।
অন্য চিত্রে অমানিশা,
পরিপূর্ণ তমিস্রায়,
কৃষ্ণ জলধরে ঢাকা দিগন্তের শ্যাম-কায়।
এক দিকে সুধা-নীরে,
বহে পুণ্য মন্দাকিনী,
অন্য চিত্রে পূতি-গন্ধে বহে পাপ প্রবাহিণী।
এক চিত্রে দুইরূপ,
করি বিধি পরকাশ,
সাধিলে কি প্রয়োজন, পূরিল কি অভিলাষ?
অনন্ত মহিমা তব,

বল কে বুঝিতে পারে ?
কেন তুমি সুধা বিষ রাখিয়াছ একাধারে ?
জ্ঞানের অতীত তুমি,
কি বুঝিবে মূর্খ নর ;
এ প্রভেদে সাধিতেছ কি অভীষ্ট মহত্তর ?

তোমার এ বিশ্বে বিধি,
আছে কত অভাগিনী,
দরিদ্রতা মূর্ত্তিমতী, অনটনে কাঙ্গালিনী।
আছে তার পরিজন,
নহে দেহ পাপে ম্লান,
পাপিনী বলিয়া কেহ নাহি করে প্রত্যাখ্যান।
তার প্রাণে শান্তি আছে,
পাপ পূর্ণ মন নয় ;
পাপ হীন দেহ মন পুণ্যোজ্জলে জ্যোতির্ম্ময়।
অস্পৃশ্যা, ঘৃণিতা বলি
কেহ না ফিরায় মুখ,
স্বামী পুত্র বুকে করি শত কষ্টে শত সুখ।
আমরা অদৃষ্ট দোষে,
হ'য়েছি যে কলঙ্কিনী,
আমাদের মত বিশ্বে আছে কোথা অভাগিনী ?
আমাদের মত বিধি,

ঘৃণিত জীবন কার,
নরকের জ্বালা নিয়ে কাটে দিন অনিবার ?
হিমানী তুষার পাতে,
বারি-পাতে বরিষায়,
নিদাঘের রবি-করে দগ্ধ করি পাপ কায় ;
পাপের পশরা নিয়ে,
জগতের রাজপথে
ব'সে আছি, পাপে দিন কাটিতেছে কোন মতে।
হৃদয়-কামনা-হীন,
নাহি তায় ভালবাসা,
তুষার শীতল হৃদি, নাহি বিন্দু-প্রেম-আশা।
সে তুষার-হৃদি নিয়ে
দগ্ধ জঠরের তরে,
বিলাইতে হয় দেহ তুলিয়া পরের করে।
তুষিতে পরের মন,
শত প্রতারণা-ময় ;
করিতে হইবে বিধি কত প্রেম-অভিনয়।
হায় বিধি ! এ জগতে,
এই সব অভাগিনী,
চির কলুষিত দেহ, চির পাপে কলঙ্কিনী ;
ঐশ্বর্য্য সম্পদ নিয়ে,
রাজ-রাজেশ্বরী হ'য়ে

থাকে যদি নৃপতির রাজ-হর্ম্ম্যে ইন্দ্রালয়ে ;
মণি-মুক্তা-মকরতে,
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করি,
প্রেমিকের প্রেম-রাজ্যে থাকে হয়ে একেশ্বরী ;
তাহাতেও প্রাণে শান্তি
কভু নাহি আসে হায়,
পাপে কলুষিত মন জ্বলে যম-যাতনায় !
অশুচি ঘৃণিত দেহ,
অশুচি সে মনে তার,
এ জনমে শত যত্নে শান্তি আসিবেনা আর।
এ পাপে পাপিনী যারা,
সেই অভাগীরা হায়,
জানে শুধু কি জ্বলনে হৃদি তার জ্ব'লে যায়।
সে পাপের অনুতাপ,
দুষ্ট-কাল-ফণী-সম,
মর্ম্মে মর্ম্মে তীব্র-বিষে দংশিতেছে অনুক্ষণ।
এ পাপিনী অভাগিনী
আমি পারিতাম :যদি,
হায় বিধি ! এই বক্ষ বিদারিয়া নিরবধি,
ধরিতাম তব চক্ষে,
এ বিদীর্ণ বক্ষঃস্থলে,
নিরখিতে অনুতাপে কি তীব্র অনল জ্বলে !

নিরখিতে, শুধু মম
এই ছার দেহ নয়,
মরমের প্রতি কক্ষ পাপানলে ভস্ম হয়।

ফুটিলাম আমি বিধি,
যেন ফুল্ল-সরোজিনী,
অপূর্ব্ব রূপের লতা রম্য গন্ধে সুগন্ধিনী।
ফুটিল বাসনা ফুল,
অপূর্ণ যৌবনে মম,
অধীর হইল প্রাণ, মিটিল সে আকিঞ্চন।
অপূর্ণ কমল আমি,
না ফুটিতে শতদলে,
পশিল দুরন্ত কীট না ঢালিতে পরিমলে।
পঞ্চদশে আরম্ভিনু
জীবনের অভিনয়,
জীবন প্রভাতে মম ফুরাইল সমুদয়।
সে ফুল্ল-কমল আমি,
দেখ, আজি চির-ম্লান ;
একবিংশ বর্ষে মম হল সব অবসান।
অপূর্ণ রহিল প্রাণে
জীবনের যত সাধ,
তুমি বিধি, যত সাধে ঘটাইলে পরমাদ।

অনটনে, অনুতাপে,
রোগে, পাপে, জীর্ণ-কায়,
অকালে জীবন-নদী অনন্তের পানে ধায়।
হা নির্ম্মম, তুমি বিধি,
অদৃষ্ট-ফলকে মম,
কি লেখা লিখিয়াছিলে, তাই সব সমাপন!

হে বিধাতা, হে দেবতা!
কোথা তুমি দয়াময়,
এ অন্তিমে অভাগীরে
দাও আজি পদাশ্রয়!
ভাসাইয়াছিলে তুমি,
আনিয়া জগতী-তলে,
আমায় রূপসী করি,
ফুল্ল-রূপ সরঃ-জলে।
আবার পাপিনী করি,
তুমি দেব দয়াময়,
নরক-অনলে ফেলি
করিতেছ ক্রমে ক্ষয়।
বিশ্বের নিয়ন্তা তুমি,
তুমি দেব, ইচ্ছাময়,

তোমার আয়ত্তাধীন
পাপ পুণ্য সমুদয়।
তব ইচ্ছা হত যদি,
তাহা হ'লে নিরন্তর,
পারিতে লিখিতে তুমি
এ অদৃষ্টে অন্যতর।
অপূর্ব্ব রূপের ছটা,
দিয়াছিলে দেহে মম,
কিন্তু পাপে কলুষিত
করিলে যে এই মন।
তব ইচ্ছা হত যদি,
তাহ'লে যে তুমি বিধি,
পুণ্যালোকে উজ্জ্বলিত,
করিতে এ নারী-হৃদি।
পবিত্র থাকিত দেহ,
সুপবিত্র এ হৃদয়,
তাহা হ'লে অন্যরূপ
করিতাম অভিনয়।
নাহি হইতাম আজি,
শত পাপে কলঙ্কিনী,
এ জগতে নিরাশ্রয়া,
অনাথিনী অভাগিনী।

যাহা ছিল এ অদৃষ্টে,
ঘটিয়াছে সমুদয়,
অন্তিমে চরণে তব
মাগিতেছি চিরাশ্রয়।
কেহ নাহি অভাগীর,
শূন্য মম এ সংসার,
স্বজন নাহিক বিশ্বে
ফেলিবে যে অশ্রুধার।
জগতে নাহিক কেহ,
পিতা, মাতা, পরিজন,
মরিলে নয়নে বিন্দু
করিবারে বরিষণ।
তুমিই আশ্রয় মম,
শ্রীচরণে দাও স্থান,
এ পাপ নরক হ'তে
কর শীঘ্র পরিত্রাণ।
এই শেষ ভিক্ষা মম,
তোমার ও-শ্রীচরণে,
জুড়াও নরক-জ্বালা
শান্তি-বারি বরিষণে।
পাপে কলুষিত মন,
তাই আজি যন্ত্রণায়,

সে পাপের অনুতাপে
বক্ষঃস্থল জ্ব'লে যায়।
পাপিনী করিয়া তুমি,
এনেছিলে এ ধরায়,
আজি এ জীবন শেষে,
পাপ-মুক্ত কর তায়।
এ ধরার পাপ-রাশি,
রাখি এই ধরাতলে,
শুচি শুদ্ধ দেহ নিয়ে
যাই তব পুণ্যস্থলে।
পরশি চরণ তব,
এ মলিন দেহ মম,
পুনঃ পুণ্য-প্রভা-হারে
হউক উজ্জ্বলতম।
এ জনমে চলিলাম
আঁখিজল প্রবাহিয়া,
পাপে কলঙ্কিত হ'য়ে
অপূর্ণ কামনা নিয়া!
অন্য জন্মে করি তুমি,
লাজমাখা লজ্জাবতী,
পুণ্য-ধর্ম্ম-পরায়ণা,
পতিব্রতা, সাধ্বী সতী,

অপূর্ণ বাসনা যত,
পূরাইও দয়াময়!
পাপে কলুষিত দেহ,
আর যেন নাহি হয়।
দেখো নাথ, মরণান্তে
কলুষিত আত্মা মম,
ছায়া-রূপে শূন্যে শূন্যে
নাহি করে বিচরণ।
পাপের অনলে জ্বলি,—
দেখো নাথ অনিবার,
অভাগীর প্রেত-আত্মা,
নাহি করে হাহাকার।
শুধু আমি একা নহি,
তোমার এ বিশ্ব-মাঝে,
অভাগীর মত দেব,
কত অভাগিনী রাজে।
পাপে কলুষিত দেহ,
পাপ-বাসনায় মিশি,
কৃত-পাপ-অনুতাপে,
কাঁদিতেছে দিবানিশি।
সেই সব অভাগীরা,
তব স্নেহ-করুণায়,

জগতের পাপ হ'তে,
যেন চির-মুক্তি পায়।
পাপের অনল-জ্বালা,
করি সব অবসান,
পাপিনীরা যেন নাথ,
শ্রীচরণে পায় স্থান।

কোথা মা ধরিত্রী-রাণি!
মৃত্তিকার অভ্যন্তরে,
রহিয়াছ রসাতলে,
কিম্বা কোন্ দূরান্তরে।
যথায় থাক মা তুমি,
পাপিনীর আবাহনে,
আসিও মা সেইদিন,
এ মিনতি ও-চরণে।
নহে বহুদিন আর,
জননি, তোমার পাশে,
আসিতে হইবে মাগো,
বিন্দু ভূমি ভিক্ষা আশে।
এ জগতে তুমি মাগো,
চির-শান্তি-প্রদায়িনী,

কত সন্তাপিত নর,
কত নারী সন্তাপিনী ;
তব শান্তি-কোলে শুয়ে
চির-শান্তি লাভ করে,
স্থান দাও শান্তিময়ি,
তব বক্ষে অকাতরে।
এ জগতে সকলের
স্নেহের জননী তুমি,
সন্তানের তরে তুমি
পেতে আছ বক্ষঃ-ভূমি।
সহস্র পাপের পাপী
কিম্বা হো'ক পুণ্যবান্,
নির্ব্বিকার তুমি মাগো,
স্নেহ-বক্ষে দাও স্থান।
কলঙ্কিনী ব'লে মাগো,
ঘৃণা নাহি হয় তব,
কলঙ্কিনী, পুণ্যবতী,
তোমার সমান সব।
পাপিনী নন্দিনী আমি,
আজি এ অন্তিম-শ্বাসে,
এসেছি গো অনুতাপে,
জননি, তোমার পাশে।

শত শত অভাগীরে
উরসে দিয়াছ স্থান,
অভাগীরে স্থান দিয়ে
জুড়াও জ্বলন্ত প্রাণ।
মা, তোমার শান্তি-কোলে
শু'য়ে এই অভাগিনী,
জুড়াইবে জ্বালা তার
চির-তাপে সন্তাপিনী।
পাপিনী বলিয়া ঘৃণা
করিও না মা জননি!
ঢালিও মা দগ্ধ-প্রাণে,
স্নেহ-সুধা-সঞ্জীবনী।
বিদারিত করিয়া মা,
তব স্নেহ-বক্ষঃস্থল,
রাখিবে পাপিনী তার
তপ্ত তনু অবিরল।
তব বক্ষে সুশোভিত
এ পুণ্য সমাধি স্থলে,
মঞ্জরী-মুকুট শিরে
অই শ্যাম তরুতলে।
দিও, মা, সামান্য স্থান,
ভুলিয়া মর্ম্মের ব্যথা,

তোমার ও স্নেহ-অঙ্কে,
আনন্দে শুইব তথা।
জুড়াব রোগের জ্বালা,
দরিদ্রতা জ্বালা শত,
পাপের সহস্র জ্বালা
জুড়াইব অবিরত।
পাপের পশরা নিয়ে,
পাপের বিপণি সাজি,
বসিতে হবে না আর
নিয়ে পাপ-পণ্য-রাজি।
পাপিনী বলিয়া মাগো,
করিও না প্রত্যাখ্যান,
অভাগীর শেষ-ভিক্ষা—
শ্রীচরণে দিয়ো স্থান।

শেষ।

চঞ্চল কালের স্রোত খর-ধারে ব'হে যায়,
শত বাধা অতিক্রমি অবিরাম গতি ধায়।
কত দ্রব্য সঙ্গে তার ভেসে যায় অগণন,
অনু পরমাণু কত,—কে করিবে নিরূপণ?
কালের সে চির-স্রোতে,
মত্ত গজ-রাজ ওই—বিশাল ভীষণ কায়,—
ক্ষুদ্রতম কীট অণু,—
সেও সে কালের স্রোতে অনন্তে ভাসিয়া যায়।
এই রাজ-রাজ্যেশ্বর, বলদর্পে অভ্যুদয়,
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যার শমন শঙ্কিত হয়,—
সেও যে, ভাসিয়া যাবে কালের সে স্রোতোধারে।
রুদ্ধ করি গতি তার
কালের সে চির-স্রোত,—কে বল ফিরাতে পারে?
সে কালের স্রোতঃজলে
প্রবাহিয়া অবিরলে,
কোথা ভাসাইয়া নিল তোমায় গো কুশলিনি!
কোন অনন্তের পথে
চলিয়া গিয়াছ তুমি,
কোন্ অতলের তলে লুকাইলে সুহাসিনি!

চিরময়ী হে অনন্তে
বল আজি দয়া করি,
কোথায় রেখেছ নিয়া সেই প্রেম-মুখখানি ?
ফিরাইয়া স্রোতোধার
পারিবে কি দেখাইতে,
পতির সে সর্ব্বময়ী হৃদয়ের চির-রাণী ?
পারিবে কি দেখাইতে,
সেই কণ্ঠ সুশোভিনী—স্বর্গের সে প্রেমলতা—
প্রসারি নির্ম্মম-কর
যাহা তুমি ছিঁড়ে নিলে,
দীর্ণ করি হৃদিতল দিয়ে প্রাণে শত ব্যথা ?

কোথায় র'য়েছ আজি বল তুমি সুহাসিনি !
আজি যে তোমার তরে ভাঙ্গিয়াছে বক্ষঃস্থল ;
একাদশ বর্ষ আজি ছাড়িয়াছ এ মেদিনী,
একাদশ বর্ষ আজি,
শূন্য-ময় প্রাণ নিয়ে ফেলিতেছি আঁখিজল !
সপ্তদশ বর্ষ যবে মরমের ফুল-হারে,
কত সাধে প্রেমভরে,
সাজাইয়াছিলে তুমি হৃদয়ের দেবতারে !
মরণের মুহূর্ত্তেও সেই হৃদি-দেবতায়,
ফেলি তপ্ত অশ্রু ধার কত খুজেছিলে হায় !

হায়, দেবি! কি কাতরে ধরি পদ সহজার,
রোগ-ক্লিষ্ট, ক্ষীণ-কণ্ঠে বলেছিলে শতবার,—
"যেতেছি জনম মত, প্রেম-মাখা সে বদন,
মরিবার কালে শেষ করিব যে দরশন!
শেষ দেখা দেখে যাব;
এ জনমে যেই মুখ দেখিতে হবে না আর,
চরণে প্রণতি শত,
বারেক দেখিতে দাও সেই মুখ দেবতার!
কোনো ভিক্ষা এ জীবনে,
আর আমি করিব না কোন দিন তব পাশে;
ধরিতেছি পদ তব,
পূরাও গো অভাগীর এই শেষ অভিলাষে!"
করিতেছ ছট্‌ফট্‌ নিদারুণ যাতনায়,
ফাটিতেছে কণ্ঠ তব দুষ্ট রোগ পিপাসায়।
ধ'রেছে করাল ব্যাধি নিস্তার নাহিক আর,
জানি মনে তাই তুমি
কেঁদেছিলে, ধ'রেছিলে পদ-যুগ সহজার।
জেনেছিলে সুনিশ্চয়,
না আসিতে নিশীথিনী ডুবিবে জীবন-রবি,
লুকাইবে অন্ধকারে এ রম্য জগত ছবি।
ব'লেছিলে, শেষ দেখা
দেখাইতে একবার সেই প্রেম-মুখখানি;

সকলি বিফল হ'ল,
কেহ না শুনিল তব কাতর কণ্ঠের বাণী !

যখন দেখিলে তুমি,
সকলি বিফল হ'ল—সে মিনতি আকিঞ্চন ;
মুদিলে ব্যথিত প্রাণে,
রোগ-ক্লিষ্ট, প্রভাহীন, সে মলিন বিলোচন।
তপ্ত শত অশ্রু-জলে ভরিল নয়ন দুটী,
উপাধানে ক্লিষ্ট-শির শিথিলে পড়িল লুটি।
সে বিশাল কেশ-রাশি লুটাইল বিশৃঙ্খলে,
শয্যা'পরে উপাধানে চারিধারে গৃহতলে।
অন্য সহোদরা দুটি বসি পার্শ্বে ম্লান-মুখে,
অশ্রু-পূর্ণ-মুখী, দীনা, মরমের শত দুঃখে।
দাঁড়াইয়া চারিধারে অন্য প্রিয় পরিজন,
কহিলে কাতর কণ্ঠে বিমুদিত বিলোচন।
কহিলা কাতরে তুমি—"দেখ কণ্ঠাগত প্রাণ,
এতদিনে অভাগীর হ'ল সব অবসান।
ফুরাইল এতদিনে জীবনের অভিনয়,
না ডুবিতে ঐ রবি—
না আসিতে সন্ধ্যা-দেবী ফুরাইবে সমুদয় !
তোমাদের স্নেহ-মায়া স্নেহের শৃঙ্খল-হার,
ছিঁড়িয়া চলিয়া যাব জগতের পরপার।

'দিদি' বলি তোমাদের স্নেহ-মাখা সম্ভাষণে,
ডাকিবেনা হায়, আর অভাগিনী এ জনমে!
তোমাদের স্নেহরাশি,—সীমা যে গো নাহি তার,
তোমাদের স্নেহরাশি,—সীমাহীন পারাবার।
কি অদৃষ্ট নিয়ে আমি আসিলাম ধরাতলে,
কি অদৃষ্ট নিয়ে আমি পুনরায় যাই চ'লে!
তুষানলে জ্ব'লে পুড়ে হইয়াছি ছারখার,
আজি হ'ল অবসান সে জ্বলন যাতনার।
বিধাতা নিভৃতে বসি,—
কাহারো অদৃষ্টে লিখে হিরণ্য-লেখনী দিয়ে।
কাহারো অদৃষ্ট হায়,
লেখে বিধি করতলে অয়স লেখনী নিয়ে;
অদৃষ্ট ফলকে মম,
অয়সের শতাধিক কঠিন লেখনী ধরি,
যে লেখা লিখিল বিধি,—
হেন লেখা লিখিয়াছে কাহার ললাট'পরি!
যৌবন-বসন্তে ফুল না ফুটিতে দেহে মম,
অভাগী-অদৃষ্টে হায়!
বিধাতার সেই লেখা ফুটিল যে শ্রেষ্ঠতম!
না ফুটিতে সে যৌবন,
খুলিলাম বদ্ধ-বেণী, খুলিলাম অলঙ্কার,
বৈধব্যের সিত-বাসে সাজিলাম অনিবার।

জনমিয়া এ জগতে,
কাহারো অদৃষ্ট হায়! নির্ম্মলা বসন্ত নিশি,
পূর্ণ-তম-চন্দ্র হাসে
ঢালিয়া অমৃত ধারা, জ্যোছনায় ভরা দিশি!
কাহরো অদৃষ্টাকাশ মেঘে চন্দ্রে মাখামাখি,
কাহারো অদৃষ্টাকাশ চির-মেঘে রাখে ঢাকি।
আমার অদৃষ্ট ছিল সেই অন্ধকার ময়,
তড়িত-স্ফুরণে মৃদু কভু আলোকিত নয়।
জননী-জঠর হ'তে প'ড়েছিনু অশ্রু নিয়া,
চলিলাম আজি পুনঃ শেষ-অশ্রু প্রবাহিয়া।
বরণীয় পিতা মম, মাতা চির-পুণ্যবতী,
গিয়াছেন স্বর্গে চলি ছাড়িয়া এ বসুমতী।
তাঁহাদের শ্রীচরণে অপরাধী শত শত,
তোমাদের পদে দোষ ক'রেছি অসংখ্য কত।
এ জগতে আসি আমি করি নাই কোন পাপ,
হয়তো দিয়াছি মাত্র সকলের মনস্তাপ।
মরমের পুষ্পাঞ্জলি শত শত ঢালি পায়,
চিরদিন পূজিয়াছি যে হৃদয়-দেবতায়;
ভাবিয়াছি যারে আমি,—
সেই স্বামী, সেই পতি, সেই ধর্ম্ম-কর্ম্ম মম;
সেই মম চির-মোক্ষ; সেই স্বর্গ অতুলন!
যার মুখ নেহারিয়া,

মুহূর্তের তরে কভু হই নাই অন্যমনা,
সহস্র দেবতাধিক,
আমরণ করিয়াছি যার নিত্য উপাসনা।
সে পতি পূজার তরে,
অভাগীর ভাগ্যে যদি হয় পাপ শ্রেষ্ঠতম,
শত বর্ষ হয় যদি,
সহস্র যাতনাময় নিরয়ে বসতি মম,—
সহিব সকলি আমি ;
সে নরক বাস মম,—ভাবিব স্বর্গের বাস ;
ছাড়িয়া সে দেবতায়,
শত সুখে স্বর্গবাসে নাহি মম অভিলাষ !

জীবনের শেষ আজি অতীতের স্বপ্ন মম,
নয়নে ভাসিয়া আসে স্বর্গ-চিত্রে সুশোভন।
এই সেই পুণ্য-মাসে—একত্রিংশ বর্ষ গত,
নিসর্গের হাসিমুখে বৈশাখের শোভা যত ;
মনে পড়ে সেইদিন—এ পুণ্য বৈশাখ মাসে,
চন্দ্রাঙ্কিত নীলাম্বরে দশমীর চন্দ্র হাসে।
শ্বেত-নীরময়ী গঙ্গা চঞ্চলি লহরীচয়,
চন্দ্র-কর-মালা পরি সম্মুখে অধীরে বয়।
চন্দ্র-করে স্নাত হ'য়ে বসি সেই সৌধ শিরে,
অলক্ষিতে কি মধুরে,
প্রাণের অর্গল মম খুলে গেল ধীরে ধীরে !

উপাস্য দেবতা মম, উপাসিকা-রূপে যার,
অশ্রুজলে দিবানিশি
পদতলে উপাসনা ক'রেছিনু অনিবার ;
সে উপাস্য দেবতায় দেখিনু নয়ন' পরে,
প্রণমিনু সে চরণে কত প্রেম-ভক্তি-ভরে।
পূর্ণ-শশি-কর-স্পর্শে পয়োধির মহা-জল,
স্ফীত-বক্ষে হয় যথা চঞ্চলিত অবিরল ;
দেখিয়া সে চন্দ্র-মুখ চকিতে অজ্ঞাতসারে,
এ মরমে মহাসিন্ধু উছলিল জল-ভারে।
অনিল আনিল বহি বেল-যূথি-ফুল-বাস,
স্পর্শিলাম মর্ম্মে মর্ম্মে মলয়ের মৃদু-শ্বাস !
পূরিয়া উঠিল দেহ কদম্ব-কুসুম সম,
বক্ষঃস্থলে ধরিলাম পূজনীয় সে চরণ।
বসি সেই চন্দ্র-করে,
নব-ফুল্ল-যূথি-পুঞ্জে গাঁথি প্রেম ফুল-মালা,
সাজাইয়া প্রেম-পুষ্পে মরমের প্রেম-ডালা,
পরাইনু প্রিয়-কণ্ঠে প্রেমের বরণ করি,
দিয়ে অর্ঘ্য প্রণমিনু সে পতি-চরণোপরি।
দুঃখিনীর সে সর্ব্বস্ব—যা ছিল সম্বল মম,
নিভৃতে সে পতিপদে ক'রেছিনু সমর্পণ !
দেখেছিল সে বরণ সেই শশী নীলাম্বরে,
দেখিল দেবতা যত বসিয়া অম্বর' পরে।

উচ্ছ্বসিত এ হৃদয়, উচ্ছ্বসিত সে হৃদয়,
সে যে গো মর্ম্মের পূজা প্রাণে প্রাণে বিনিময় !
সেই দিন যে চরণ ধরিলাম বক্ষঃস্থলে,
সে চরণ গাঁথা আছে আজিও মরম তলে।
সপ্তদশে যেই পূজা করিলাম আরম্ভন,
অষ্ট-চত্বারিংশ বর্ষে হ'ল পূজা সমাপন।
যদি পূজা ক'রে থাকি হৃদয় অঞ্জলি দিয়া,
পাইব সে পতি মম পুনঃ পরলোকে গিয়া।

এখনি মরিব আমি,
বিদীর্ণ করিয়া দাও ভগ্ন দীর্ণ হৃদি-তল ;
দেখিবে সে হৃদি-মাঝে,
জাগে সেই প্রেম-মুখ—প্রস্ফুটিত শতদল !
মরণের এ মুহূর্ত্তে সেই মুখ মনোহর,
ধরি বক্ষে জন্ম-শোধ চলিলাম নিরন্তর।
চলিলাম আজি আমি পতি-গর্ব্বে গরবিনী,
চলিলাম হ'য়ে পতি-আদরিণী সোহাগিনী।
পতির আদর স্নেহ সোহাগ মস্তকে ধরি,
কে আছে আমার মত
আদরিণী সোহাগিনী পতি-বক্ষে সর্ব্বেশ্বরী !
রাখিলাম সে পতিরে হৃদয়-আসন পাতি,
ভক্তি শ্রদ্ধা উপহারে পূজিয়াছি দিবারাতি।

কে বল আমার মত পূজিয়াছে প্রিয় পতি ;
সে পতি পূজায় যদি
থাকে পুণ্য, আমি তবে সে পুণ্যের পুণ্যবতী।
ফুল-হারে বাঁধি পাণি,
প্রণয় বিহীনা হ'য়ে শুধু যদি হয় সতী,
চাহি না হইতে আমি,
মধু-হীন পুষ্প-সম সে পবিত্র পুণ্যবতী।
চলিলাম দেখ আজি পতি-মুখ প্রাণে ধরি,
কে মুছিবে সেই মুখ,
প্রাণে যে অমর বর্ণে রেখেছি চিত্রিত করি।
মরণের পরে আমি
বসিয়া রহিব তথা, প্রতীক্ষা যে করি তার ;
যতদিন নাহি পাব,
মুক্ত-আত্মা তার তরে করিবে যে হাহাকার !

মরণের দিনে আজি অভাগী অদৃষ্টে হায়,
নারিলাম নিরখিতে সেই পতি দেবতায় !
ছুটিয়া আসিত ত্বরা পাইলে সে সমাচার,
দূর হ'তে শেষ দেখা,
নয়ন ভরিয়া মাত্র দেখিতাম একবার।
নিরখিতে নারিলাম !—অন্তর জ্বলিয়া যায়,
বিলম্ব নাহিক আর প্রাণ কণ্ঠাগত প্রায় ;
এখনি মরিব, রাখ এ-শেষ-মিনতি-বাণী ;

মিটাইব শেষ সাধ
একবার দেখিব যে সেই ক্ষুদ্র চিত্রখানি!
দেখিব নয়ন ভরি সেই প্রতিকৃতি তার,
প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-ভরা সেই মুখ মমতার!
মরিবার দিন আজি,
লজ্জাহীনা আমি, কিন্তু ক্ষমিও সে অপরাধ,
এই শেষ আকিঞ্চনে আর সাধিও না বাদ।
কেন গো করিব লাজ?—
অপরাধী নহি আমি; সাধ্বী সতী পতিব্রতা,
অরুন্ধতী সম আমি,
স্থির-আঁখি শুদ্ধাচারা চির-পতি-পদরতা।
এক পূজা ভিন্ন আমি
অন্য পূজা ভ্রমে স্বপ্নে করি নাই এ জীবনে;
পতিব্রতা কারে বলে?—
বক্ষে করি পতি-পদ লিপ্ত থাকে সে চরণে।
চরণের দাসী তার আমি চির-অভাগিনী,
সে পতি আরাধ্য পদ,
জন্ম জন্ম সেবিব যে হ'য়ে চির-প্রেমার্থিনী।
ইহলোক পরলোক,
কিম্বা তার পরে কভু অন্য লোক থাকে যদি,
সে আমার কণ্ঠ-মণি,
আমার এ কণ্ঠে তারে রাখিব যে নিরবধি!

নীরব হইল কণ্ঠ আর ফুটিল না বাণী;
ত্বরা করি সহোদরা
ত্বরিতে আনিয়া করে অর্পিল সে চিত্রখানি।
প্রসারি বিশীর্ণ পাণি চিত্র-খানি করে ধরি,
খুলিয়া মলিন আঁখি দেখিল নয়ন ভরি।
ফাটিয়া কমল-আঁখি অজস্রে ঝরিল জল,
প্রবাহিল শত-ধারে বিপ্লাবিয়া গণ্ড-তল।
অধীরা হইল হায়, দেখি চিত্রে সে বদন,
রাখিল সে বক্ষোপরে সেই কৃপণের ধন।
রহিল সে চিত্র-খানি রোগক্লিষ্ট বক্ষোপরে,
মুদিল সজল আঁখি চির জনমের তরে।
আর খুলিল না আঁখি উঠিল একটী শ্বাস,
কৃতান্তের কাল-ছায়া হ'ল মুখে পরকাশ।
নিথর হইল দেহ, কৃতান্ত নির্ম্মম করে,
কালিমা মাখিয়া দিল সে স্বুবর্ণ কলেবরে।
প্রাণের অধিক তব ধরি বক্ষে চিত্রখানি,
ক্রন্দনের কল-রোলে চ'লে গেলে প্রেমরাণি!
গত-জীব দেহ তব পড়িয়া রহিল তথা,
রোগ-দীর্ণ দেহ তবু
পড়িয়া অচলে যেন রূপের তড়িত-লতা!

শিল্প কার্য্যে তব সম মিলিত না তুলনায়,
ছিলে তুমি কলাবতী উদ্ভাসিনী প্রতিভায়।

মাখাইল তব কণ্ঠে ভারতী আপনি আসি,
মোহময়ী মধুময়ী কবিতার সুধারাশি।
গাহিলে সে কবি-কণ্ঠে কি সঙ্গীত সুধাধার,
দেখাইলে প্রাণে তব,
তপ্ত-রবি-করে জ্বলে মরু-বক্ষঃ সাহারার।
কোমল কবিতা তব স্বর্গের মন্দার-মালা,
গেঁথেছিলে কত সাধে,
ধরি বক্ষে অতৃপ্তির তীব্র-ফণী-বিষ-জ্বালা।
থামিল সে কবি কণ্ঠ, সে ভ্রমরী গুঞ্জরণ ;
নীরবিল জন্মশোধ,
মধু-মাসে কোকিলার মনসিজ কুহরণ।
কবি-কণ্ঠে ঝরিবে না আর সেই নিরাশার,
জ্বলন্ত অনলময়ী সুধা-ধারা কবিতার।
চ'লে গেলে তুমি, দেবি !
কোথায় ফেলিয়া গেলে তোমার নয়ন-মণি,
শত প্রাণাধিক যারে ভাবিতে গো সুবদনি !
শত বাধা অতিক্রমি একমনে এক প্রাণে,
যেই তারা লক্ষ্য করি,
উন্মাদিনী তরঙ্গিনী ছুটেছিল সিন্ধুপানে।
একদিন যার তুমি না পাইলে সমাচার,
অনাহারে অনিদ্রায় করিতে গো হাহাকার।
কি নির্ম্মম মনে বল, জগতে ফেলিয়া তারে,
চ'লে গেলে, বিরাগিনি, জগতের পরপারে !

কতদিন তুমি, দেবি, প্রেমের কুসুম তুলি,
কত সাধে মিশাইয়া মরমের আশাগুলি,
আকুল পিপাসা নিয়ে
কত মালা গেঁথেছিলে, প্রাণে সে পিপাসা জাগে ;
প'রেছিলে কণ্ঠে তব,
পরাইলে প্রিয়-কণ্ঠে কি আকুল অনুরাগে !
আজি তুমি চ'লে গে'ছ সে অপূর্ণ আশা যত,
সে শুষ্ক মালায় তব মিশে আছে অবিরত।
সে অতৃপ্ত যত সাধ—সে আকুল নিরাশার,
ফেলে গে'ছ মাস বর্ষ কত তপ্ত অশ্রুধার।
আজি তব শুষ্ক মালা—তোমার সে আঁখি-জল,
মরমের প্রজ্জ্বলিত সে অতৃপ্ত তুষানল ;
সকলি মিশিয়া আছে তব প্রতি নিদর্শনে,
কোথা হেন সঞ্জীবনী,
আবার সজীব হবে, হায়, যার পরশনে !

কি যাতনা বক্ষে ধরি,
গিয়াছিলে একদিন দূরদেশে বনবাসে ;
কত কষ্ট নিয়ে প্রাণে
ছিলে পড়ি কত দিন নিজ অনুজার পাশে।
সেই বনবাসে বসি,
কত উদাসিনী বেশে হ'য়ে কত ব্যাকুলিনী,
কি কাতরে গাহিলে গো মনে পড়ে, সুহাসিনি !

"কোথা তুমি প্রিয়তম, কেন আজি দূরান্তরে ;
বনবাসে এ দুঃখিনী
আঁখি-জলে শত পুষ্পে তব পদ পূজা করে।"
গিয়াছিলে বনবাসে,
ঘুচিল সে বনবাস, কিছুদিন পরে তার,
হৃদয়-নৈবেদ্য দিয়ে
ঢালিলে সে পতি-পদে শত অর্ঘ্য উপহার।
হায়, গো কল্যাণি, আজি
কোথা তুমি, কোথা আমি, মনে কর একবার,
চিরান্তের যবনিকা
প্রসারিয়া নির্ম্মমে লো, দিয়াছ যে মাঝে তার।
সে অনন্ত যবনিকা,
শত চেষ্টা আকিঞ্চনে বল কে তুলিতে পারে !
শেষ তব অভিনয়,
আর তুমি রঙ্গমঞ্চে আসিবে না এ সংসারে।
সেই বনবাস,—আজি একাদশ বর্ষ গত,
ঘুচিল না,—কে ঘুচাবে ?—গিয়াছ জনম মত।
চির বনবাসে তুমি গিয়াছ যে সুবদনে,
সেই বনবাস তব ঘুচিবে না এ জনমে।
সেই বনবাসে বসি বিরহের অশ্রুধারে,
পূজিতেছ বল কিগো
আঁখিজলে শত পুষ্পে সেই মত দেবতারে !

পুণ্যজলে ধৌত করি কত দেশ কত ভূমি,
জল-স্রোতে বহে গঙ্গা কত পুণ্য তট চুমি।
দক্ষিণ-বাহিনী হ'য়ে শ্বেত-পুষ্প-মালা পরি,
মিশিতে সাগর সঙ্গে চলিয়াছে পুণ্যেশ্বরী।
বৈশাখ-সায়াহ্ন-শোভা পশ্চিম আকাশ গায়,
পদ্মরাগ-বিভা মাখি দিনমণি ডুবে যায়।
ডুবন্ত তপন করে তরুশিরে নব-দলে,
সমীরণ পরশনে কত পদ্মরাগ জ্বলে।
পদ্মরাগ-প্রভারাশি পড়িয়া জাহ্নবী-জলে,
মিশাইছে বীচি-হারে শ্বেত-রক্ত-শতদলে।
বৈশাখ-অনিল বয় মৃদু মন্দ পরশনে,
পাপিয়া ভাসায় দিশি পিহু পিহু কুহরণে।
বৈশাখ-সায়াহ্ন-বেলা সন্ধ্যা আসে আসে প্রায়,
শ্যামাঞ্চলে দিবা-মুখ ঢাকে নাই তমসায়;
তখনো আলোক আছে তখনো ফোটেনি তারা,
তখনো চন্দ্রমা হাসি ঢালেনি অমৃত-ধারা;
বৈশাখের সে সায়াহ্নে জাহ্নবীর পুণ্য-তীরে,
তোমায় সে চিতাভূমে শোয়াইল ধীরে ধীরে;
দাঁড়াইয়া চারিধারে অশ্রু-সিক্ত আঁখি কত,
মুছিয়া নয়ন-বারি কাঁদিতেছে অবিরত।
কতক্ষণ পরে ধীরে
জ্বলিয়া উঠিল চিতা সর্ব্বশুচি পরশনে,

বীজন করিল আসি সুরভিত সমীরণে।
সে কাল কুঞ্চিত কেশ সে বিশুষ্ক বিম্বাধর,
সেই আঁখি সেই মুখ ম্লান তবু মনোহর।
যে অধর বিস্ফুরণে মধুময়ী কবিতার,
কিন্নরীর কণ্ঠসম ঝরিত অমৃত-ধার।
সে হৃদয়, ছিল যাহা অপার্থিব প্রেমে ভরা,
রূপের কুসুম কুঞ্জে সে ব্রততী মনোহরা।
এ নশ্বর-শরীরের লাবণ্য সুষমা নাশি,
জ্বলিয়া জ্বলিয়া ধীরে হ'য়ে গেল ভস্মরাশি।
পড়িয়া রহিল মাত্র ভস্মস্তূপ নিদর্শন,
এ জগতে মানবের পরিণাম চিরন্তন।
যত পরিজন মিলি আনিয়া জাহ্নবী-জল,
ভস্ম-স্তূপ চিতা তব প্রক্ষালিল অবিরল।
তব দেহ ভস্মস্তূপ,—অণু পরমাণুগুলি,
জাহ্নবী লইল বক্ষে সহস্র লহরী তুলি।
সে পতিত পাবনীর পুণ্য-জল পরশনে,
ধরিলে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তুমি ইন্দু নিভাননে!
ধরণীর মলিনতা যত জ্বালা পরিহরি,
চ'লে গেলে স্বর্গ-ধামে তুমি নারী-কুলেশ্বরী।

কবিতা সুন্দরী তুমি ছিলে এই ধরাতলে,
মরম-মালঞ্চে তব

শেফালি মন্দার যূথি ফুটিত যে দলে দলে।
মরণের পরে তুমি কুসুমে সজ্জিত হ'য়ে,
যাবে চ'লে কবি-কুঞ্জে ভারতীর রত্নালয়ে।
এ কি হায়! কি অদৃষ্ট, নিয়তির বিড়ম্বনা,
হায়, তব অদৃষ্টের নিদারুণ কি লাঞ্ছনা!
এক মনে ভক্তি-ভরে,
সেবিলে যে ভারতীর পদ্ম-পদ আজীবন,
কিন্তু তব মৃত-দেহে,
একটি কুসুম কেহ করিল না অরপণ।

প্রসারিয়া সহকারে,
বাঁধে শত প্রসরণে আনন্দে মালতী যথা,
সেই মত কত সাধে
বেঁধেছিলে প্রিয়তমে, তুমি গো প্রেমের লতা।
দেখ তব দুরদৃষ্ট;
আসিয়া কৃতান্ত আজি খরধার অসি দিয়ে,
ছিঁড়ি শত প্রসরণ,
প্রিয়-পতি-বক্ষ হ'তে তোমায় গো গেল নিয়ে।
নিয়ে যা'ক, নাহি ক্ষতি,
সে দিন নহে যে দূর, চির-প্রেম-প্রসরণে,
সেই পুণ্য দেশে বসি,
তব দেহলতা দিয়ে বাঁধিবে যে প্রিয়তমে!

কৃতান্তের সাধ্য নাহি খর অসি দিয়ে তার,
সে চির বন্ধন তব ছিঁড়িতে পারিবে আর।
চির-রুচি মধু-হাসি ফুটিবে ও ইন্দুমুখে,
উঠিবে না তপ্ত শ্বাস তব দীর্ণ ভগ্ন বুকে।
তব পতি ফুল্ল-মুখে সম্পূর্ণ চন্দ্রমা সম,
তব প্রেম বক্ষঃস্থলে হবে চির সুশোভন।
নিরখিতে শেষ দিনে প্রেম মুখ দেবতার,
আকিঞ্চনে কৃতাঞ্জলি করিতে হবে না আর!
মানসের স্ফুট-রুচি সুবর্ণ নলিন সম,
প্রেমের অমর-বাস করি চির বিকীরণ;
অমর ত্রিদিব কান্তি মাখি বর কলেবরে,
শোভিবে অনন্ত দিন পতি-প্রেম-বক্ষোপরে।
জগতে গাহিয়া গে'ছ দুঃখ-গীত নিরাশার,
ত্রিদিবে ঝরিবে কণ্ঠে মিলনের সুধাসার।

তুমি বঙ্গ-কুলবধূ, রুদ্ধ বঙ্গ-অন্তঃপুরে,
অন্ধকার কারাগারে জনমিলে সুমধুরে!
কবিত্ব প্রতিভা নিয়ে এসেছিলে ধরাতলে,
শিল্পবতী কলাবতী ছিলে তুমি সুনির্ম্মলে!
কিন্তু, কি অদৃষ্ট তব, সে দুর্ল্লভ প্রতিভার
সম্পূর্ণ বিকাশ, দেবি, আঁধারে হ'ল না আর!

অরণ্যে ফুটিয়া ফুল অরণ্যে ঝরিয়া গেল,
বহিল না সমীরণ সে মন্দার পরিমল !
দেব-পুষ্প তুমি, দেবি, স্বর্গ-ভ্রষ্ট সে মন্দারে;
কেন বিধি ফুটাইলে অন্তঃপুর অন্ধকারে !
সুবর্ণ নলিন অই নীহারের পরশনে,
পূর্ণ না ফুটিতে কেন বিনাশিলে অযতনে ?
অনন্ত তুষার দেশে
প্রফুল্ল কুসুম পুঞ্জে নাহি হাসে অরণ্যানী,
অলকে চন্দ্রমা-টিপ,
তারা মালা পরি কণ্ঠে হাসে না যামিনী-রাণী,
ঢালিয়া আলোক হার 'অরোরা'-রূপসী হাসে,
চমকিয়া ক্ষণ-জ্যোতিঃ লুকায়-তুষারাকাশে।
সে চির তুষার দেশে 'অরোরা' সুন্দরী সম,
মৃদু-হাসি ক্ষণ-জ্যোতিঃ করি মৃদু বিকীরণ ;
লুকাইলে সুহাসিনি, তুষারের অভ্যন্তরে,
সম্বরিয়া প্রভা-হার চিরন্তন অন্ধকারে।
কি সুধা ঝরিত, দেবি, তব কবি-কণ্ঠতলে,
তোমার কবিতা ছিল মাখা কি অমৃতজলে !
কেহ না দেখিল হায়, অন্ধকারে অন্ধকারে
চ'লে গেলে গুণবতি ! অনন্তের চির-পারে।
একগাছি মালা তব মাত্র স্মৃতি-নিদর্শন,
তোমার অস্তিত্ব শুধু করিতেছে বিঘোষণ।

সহস্র কবিতা তব, হায়, বিধি বিড়ম্বনে,
কালের অতল-স্পর্শে চ'লে গেছে সুবদনে !
দ্বাদশে বৈধব্য-বেশে সাজি তুমি সুকুমারি,
বৈধব্যের জ্বালা বক্ষে মুছিয়া নয়ন-বারি,
পরেছিলে কণ্ঠতলে
আযৌবন নির্য্যাতন চির অনলের হার,
চ'লে গেলে, সুহাসিনি,
জ্বলিয়া পুড়িয়া শুধু ফেলি অশ্রু যাতনার !

ক্ষুদ্র বঙ্গ কবি আমি, তুমি নারী-কুলেশ্বরী,
পুণ্যময়ী মধুময়ী তব স্মৃতি মনে করি,
তব গুণ মুগ্ধ হ'য়ে এই স্মৃতি-উপহার,
তোমার উদ্দেশে আজি দিতেছি গো অনিবার।
তব মরণান্তে, দেবি, একাদশ বর্ষ পরে,
এখনো যে শতধারে,
নয়ন ফাটিয়া দেখ অশ্রু-জল ঝর ঝরে !
চলিয়া গিয়াছ তুমি,
কি দিব তোমায় আজি তুচ্ছ স্মৃতি-উপহার,
কিবা দিবা কিবা রাতি,
নয়ন উপরে নিত্য করিতেছ অভিসার।
মরণের পরে তব,
পূজিব তোমায় আমি কোন স্মৃতি উপহারে ?

পূজিতেছি দিবারাতি
নয়নের বিগলিত শত তপ্ত অশ্রুধারে।
জীবন অঞ্জলি চাও,—তাহাও যে দিতে পারি,
তব যোগ্য উপহার নাহি বিশ্বে, সুকুমারি!
এ তো নহে যৌবনের অতৃপ্ত লালসা জ্বালা,
এ যে গো দেবতা পদে জীবন মরণ ঢালা!
ক্ষুদ্র বঙ্গ কবি আমি এ তুচ্ছ লেখনী দিয়া,
কেমনে তোমার স্মৃতি রাখিব গো জাগাইয়া!

থাক তুমি, পুণ্যবতি, উজলিয়া স্বর্গধাম,
চির শান্তিময় হো'ক তোমার অতৃপ্ত প্রাণ!
অমলিন প্রভাহারে আলো করি পুণ্যালয়ে,
থাক সতি, পতিব্রতা স্বর্গ-সুশোভিনী হ'য়ে!
চিরদিন বর-দেহে তব ইন্দু-মুখোপরি,
ভাসে যেন ত্রিদিবের চির-রুচি সে মাধুরী!

তোমার জীবন শেষ, শেষ তব অশ্রুধার,
সকলি করিয়া শেষ ছেড়ে গেলে এ সংসার।
এই শেষ তিলাঞ্জলি, থাকি সেই স্বর্গোপরে,
আঁখিজলে সিক্ত, আজি ধর শেষ পদ্ম-করে।

চৈত্র-সংক্রান্তি

বিষুব সংক্রান্তি আজি, আজি চৈত্র অবসান,
বৎসরের শেষ গতি করি ধীরে সমাধান ;
বৎসরের শেষ রবি,
জ্বলন্ত সিন্দুর ছবি,
পদ্ম-রাগ-মণি-বিভা ছড়াইয়া অবিরাম,
করিতেছে ধীরে ধীরে অই শেষ অভিযান।

বিষুব সংক্রান্তি আজি, সহি কত নির্য্যাতন,
শোকে তাপে দুঃখে কত করি অশ্রু বিমোচন ;
দিয়ে মর্ম্মে ব্যথা কত,
বৎসর হইল গত,
কৃতান্তের অসি বক্ষে করি তীব্র পরশন,
নয়নের জলে বর্ষ হ'ল আজি সমাপন।

হায় ! এই বর্ষান্তরে অদৃষ্টের বিড়ম্বনা,
সহিয়াছি অকাতরে নিয়তির কি লাঞ্ছনা ;
অশান্তি-অনল-হার,
পরি কণ্ঠে কত বার,

জ্বলিয়াছি মর্ম্মে মর্ম্মে নিদারুণ সে যাতনা,
ঘুচাইতে আঁখি-জলে
শত দেবতার পদে করিয়াছি উপাসনা !

কিন্তু সেই উপাসনা, সকলি বিফল মম,
বিধাতার চির-লেখা কে করিবে বিমোচন !
চির-কালস্রোত আসি
নির্ম্মমে লইল ভাসি,
আমার এ কণ্ঠ হ'তে সে 'প্রমদা'—রত্নোত্তম ;
কালের অতল-স্পর্শে
সে অমূল্য রত্নোত্তমে করিলাম বিক্ষেপন !

কত কত বর্ষে হায়, কত ফুল অতুলন,
ছিঁড়িয়া এ কণ্ঠ হ'তে
চির-অতলের তলে করিয়াছি বিসর্জ্জন ।
হৃদি-পুষ্প সুকুমার
করি হৃদি অন্ধকার,
চলিয়া গিয়াছে সবে, করি শত আকিঞ্চন ;
দেখিতে পাব না আর
স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-মাখা সেই সব সুবদন !

আজি এ বৎসর-শেষে সকলি যে মনে হয়,
দীর্ণ করি হৃদি-তল মনে হয় সমুদয় ;

আজি এ স্মৃতির পাশে
সব মুখ ভেসে আসে,
আকুল বিকল প্রাণ করে আঁখি অশ্রুময় ;
এ যে তুষানল-জ্বালা
সমুদ্রের মহাজলে কভু নিবিবার নয়।

এ মহা বিষুব-দিনে—আজি এই চৈত্র-শেষে,
কোথায় র'হেছ সবে বল কোন দূর দেশে ;
চির স্নেহ-স্বরূপিনী
জননী আনন্দ-রাণী,
কোথায় র'হেছ মা গো, কি পবিত্র দেবীবেশে ;
সেই স্নেহমাখা মুখ
দেখাও গো এ নন্দনে, আবার জগতে এসে !

ত্রিংশ বর্ষ গত আজি
মনে পড়ে পুণ্য তিথি পুণ্য মাঘী-পূর্ণিমায় ;
জাহ্নবীর পুণ্য-তীরে পুণ্যময়ী সে বেলায় ;
তারাময় নীলাকাশে
পরিপূর্ণ চন্দ্র হাসে,
সুগন্ধি চন্দন-ভারে সাজাইয়া চিতা হায়,
শোয়াইয়াছিনু মাগো,
চির-স্নেহ-স্বরূপিণী মাতৃরূপী কমলায়।

আমার সে স্নেহ-মুখ জ্বলন্ত অনল দিয়ে,
অগুরু কুঙ্কুম ঘৃত মৃগমদ মিশাইয়ে,
নির্ম্মম নির্দ্দয় মনে
শত অশ্রু বরিষণে,
দিয়াছিনু হায়, মাগো ! জন্মশোধ পোঁড়াইয়ে ;
ফিরেছিনু শূন্য গৃহে
চির-মাতৃহীন হ'য়ে বিদীর্ণ হৃদয় নিয়ে ।

হায়, আজি মনে পড়ে কত কত বর্ষ গত,
পোড়াইনু চিতাভূমে স্নেহ-মাখা মুখ কত ;
কোথা সে জনক মম—
আরাধ্য দেবতা সম,
চলিয়া গিয়াছ স্বর্গে উজলি স্বর্গের পথ ;
কোথায় র'হেছ আজি,
আজি যে তোমার তরে দীর্ণ হৃদি অবিরত ।

জগতে তোমার স্নেহ ছিল গো কাহার মত,
নন্দনে মরমে পূরি রেখেছিলে অবিরত ।
তব কণ্ঠচ্যুত হ'য়ে
আছি শত জ্বালা স'য়ে
কত ঘাত প্রতিঘাতে ভগ্ন-হৃদি অবিরত,

তোমার বিহনে আজি,
নয়নে অশ্রুর স্রোত প্রবাহিত শত শত !
বরণীয়, পূজনীয়, কোথা জ্যেষ্ঠ সহোদর !
কোথায় অনুজ দু'টী স্নেহপাত্র নিরন্তর।
শুদ্ধাচার পরায়ণা,
রূপে গুণে অতুলনা,
কোথা সহোদরাগুলি চির স্নেহ-স্বরূপিনী ;
হৃদয় অমৃতে ভরা
সংসারের মরু-বক্ষে মমতার প্রবাহিনী।

'চারুলতা,' 'মতিলতা,' 'মানলতা' অভিমানী,
দুটী অফুটন্ত তার প্রাণের নন্দিনী-রাণী ;
রূপে মুক্ত-সৌদামিনী,
সুগন্ধে মন্দার জিনি ;

কোথা সবে তারা আজি রহিয়াছে নাহি জানি,
নির্দ্দয় কৃতান্ত আসি
কালের অতল তলে নির্ম্মমে নিয়াছে টানি।
অপ্সরী-কুন্তল-চ্যুত সে সব কুসুম মম,
অফুটন্ত কুন্দ-কলি ফুল্ল-রুচি অতুলন ;
ভাসিয়া কালের জলে
কোথায় গিয়াছে চ'লে,

সেই স্নেহ মুখগুলি পরিপূর্ণ চন্দ্র সম,
কঠিন নির্ম্মম প্রাণে
পোড়াইনু চিতাভূমে জ্বালি তীব্র হুতাশন।

পুনরায় কি অদৃষ্ট! নহে আজি বর্ষ গত,
এখনো যে জ্বলে প্রাণে কৃতান্ত-দারুণ-ক্ষত;
স্নেহের 'প্রমদা' মম;
শ্রেষ্ঠ বধূ রত্নোত্তম,
করিয়া শ্মশান-ভূমে সুখগৃহ পরিণত,
দুষ্ট কালস্রোত আসি
ভাসাইয়া নিয়ে গেল প্রসারি তরঙ্গ শত!

সেই সব স্নেহমুখ, পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ,
জাহ্নবি গো! তব তটে,
সে মুখে অনল জ্বালি করিলাম অবসান!
চাপি ভগ্ন বক্ষঃস্থল,
ফেলি তপ্ত অশ্রুজল,
ধরি বক্ষে কৃতান্তের তীব্র অসি খরশান,
এখনো জগতে আছি নিয়ে হৃদি দহ্যমান।

আজি এ জীবন-শেষে শত কষ্টে অবিরত,
বক্ষে ধরি অবশিষ্ট স্নেহের কুসুম যত;

এ চাঁদের হাট নিয়ে
ব'সে আছি অপেক্ষিয়ে ;
যতদিনে শেষ দিন নাহি হয় সমাগত,
ভাবিতেছি নিশি-দিন
কত দিনে জুড়াইব মরমের জ্বালা শত।

সহিয়াছি শত জ্বালা, সহিবার নাহি আর,
আযৌবন ফেলিয়াছি শুধু অশ্রু যাতনার ;
না শুকা'তে অশ্রু-রাশি
পুনঃ বক্ষ গেছে ভাসি,
নিয়তি গো, তব লেখা নাহি সাধ্য মুছিবার।
নিয়তি গো, বল তবে
এই কি অদৃষ্ট, হায় ! ভাগ্য-লিপি বিধাতার ?

কোথা পিতা মাতা, কোথা স্নেহের পুতুলগুলি,
অনন্তের চির-পথে সকলে গিয়াছে চলি ;
আমি আছি পড়ি হেথা
বজ্রাহত তরু যথা,
সেই সব মুখগুলি স্মৃতির মন্দিরে তুলি,
রাখিয়া অন্তরান্তরে,
পূজিতেছি সেই স্মৃতি তপ্ত নয়নাশ্রু ফেলি।

বিষুব-সংক্রান্তি আজি, আজি বর্ষ অবসান,
মধুমাসে প্রকৃতির কি সুষমা অভিরাম ;
এ পবিত্র দিনে আজি
মলিন হৃদয় মাজি,
পূত অশ্রুজল দিয়ে পুণ্য নীরে করি স্নান,
গত-জীব পরিজনে
কাতর করুণ-কণ্ঠে ডাকিতেছি অবিশ্রাম।
কোথা তুমি পিতৃদেব! স্নেহময়ী মা জননি ;
নন্দিনী-নন্দন কোথা সে মৃত নয়ন-মণি ;
গতজীব সহোদর
স্নেহ-মণি মহত্তর,
কোথা সহোদরাগুলি, কোথা মা 'প্রমদা' রাণী,
আজি এই বর্ষশেষে
স্বর্গ হ'তে উতরিয়া এস সবে এ অবনী।

আজি এই পুণ্যদিন, আজি কৃষ্ণা ত্রয়োদশী,
কৃতান্ত-বিদীর্ণ-বুকে জাহ্নবী পুলিনে বসি,
ডাকিতেছি সকাতরে
এস সবে পরে পরে,
তোমাদের তৃষাতুর কণ্ঠে—অশ্রুজলে ভাসি,
বৎসরান্তে—বর্ষশেষে
দিব যে গো অর্ঘ্য-রূপে এ পবিত্র জলরাশি

শুধু আমি একা কেন, গত-জীব প্রতিমুখে,
ঢালিব গো নীরাঞ্জলি কৃতান্ত-বিদীর্ণ বুকে ;
এ মহা বিষুব-দিনে
তুমি ওগো প্রিয়তমে,
এস এস তোমারও যে দীর্ণ বক্ষ শত দুঃখে,
একটি একটি করি
ছিঁড়ি ফুল কণ্ঠ হ'তে ভাসিয়াছ চির-শোকে।

তাই বলি এস তুমি পুত্র শোকে সন্তাপিনী,
এস লো নীহার-পাতে নষ্ট-শোভা কমলিনী ;
বিদীর্ণ হৃদয় নিয়ে
এস তুমি এস প্রিয়ে,
এস মম সংসারের চির-ধর্ম্ম সহায়িনী,
মৃত তৃষাতুর-কণ্ঠে
ঢালি পুণ্য-জলরাশি জুড়াইব সুহাসিনি।

এস পিতা, এস মাতা, নন্দিনী নন্দন মম,
স্বর্গ-গত বহুদিন এস প্রিয় পরিজন ;
ভক্তির নির্ঝর খুলি
বর্ষশেষে নীরাঞ্জলি,
তোমাদের শুষ্ক কণ্ঠে করিতেছি অরপণ ,
আজি এই পুণ্যজলে,
বৎসরের তৃষা-ক্লেশ হইবে কি নিবারণ ?

আজি এ জীবনশেষে জীবন-তটিনী-জল,
কাল-সিন্ধু পানে বয় খরস্রোতে অনর্গল ;
নহে বহুদিন আর
সে তটিনী জলভার,
চিতাভূমে বহ্নিতাপে শুকাইবে অবিরল ;
খুলিব চরণ হ'তে
সেই দিন ধরণীর মায়াময় এ শৃঙ্খল।

সে অন্তিম-দিনে তুমি মাতৃস্নেহে গরীয়সী,
স্বর্গ হ'তে উতরিয়া অনিল স্যন্দনে বসি,
আসিও জননী তুমি
আবার এ মর্ত্ত্যভূমি,
চাপিতে মা তব বক্ষে নন্দনের মুখশশী ;
নিয়ে যেও সঙ্গে করি
তোমার সে পুণ্যধামে উছলিয়া স্নেহরাশি।

মরণের পরে মা গো, নিয়ে তব বক্ষঃস্থলে,
জুড়াইতে ক্ষতপূর্ণ এ বিদীর্ণ হৃদি-তলে ;
তব বক্ষঃ বিনা আর
এ হৃদয় যাতনার,
কোথা বল স্নেহময়ি ! জুড়াইব অবিরলে ?
কে বল মা, স্নেহ ক'রে
মুছাইবে যম-দণ্ডে গলিত নয়ন-জলে।

বিলম্ব ক'রো না আর তুলে নাও বক্ষঃস্থলে,
বড় যে কাতর প্রাণ সহস্র অনলে জ্ব'লে,
শত ছিদ্রময় হৃদি
করিয়া দিয়াছে বিধি,
কৃতান্ত পঞ্জরগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে বলে ;
জগতের সুখ শান্তি
জনমের মত মাগো, সকলি গিয়াছে চ'লে ।

বড় সাধ প্রাণে মম, দেখিতে মা পুনরায়,
তোমার সে স্নেহ মুখ প্রস্ফুটিত করুণায় ;
সেই সব স্নেহ-মুখে
আবার চাপিতে বুকে,—
দেখিতে সে পিতৃ-মুখ পরিপ্লুত মমতায় ;
পূর্ণ কর সেই সাধ,
নিয়ে মা গো, এ নন্দনে তব বক্ষঃস্থলে, হায় !

বিষুব-সংক্রান্তি আজি করি বক্ষঃ বিদীরণ,
সেই সব মুখ আজি মনে পড়ে অনুক্ষণ ;
সে বিগত স্মৃতি যত
ভাসে প্রাণে অবিরত,
জাহ্নবি গো ! তব তটে করি অশ্রু বরিষণ ;
কৃতান্ত-মন্দিরে আজি
কৃতান্তের আরতি মা, করিতেছি সমাপন ।

এ মহা বিষুব-দিনে শত-দগ্ধ প্রাণে মম,
জ্বলিয়া উঠিছে আজি নির্ব্বাপিত হুতাশন ;
জাহ্নবি গো, তব জলে
ঢালি অশ্রু অবিরলে,
পুণ্যময় স্মৃতি অর্ঘ্য করিতেছি সমর্পণ ।
ভবিষ্যৎ অন্ধকার,
না জানি কি আছে ভাগ্যে আরো কত নির্যাতন ।
আজি এই বর্ষ-শেষে, আজি চৈত্র অবসান,
কৃতান্তের এ তর্পণে
গতজীব-মুখে আজি করিলাম জলদান ।

অশ্রুজল।

হায়, মা 'প্রমদারাণি,'
কোন বিধি বিড়ম্বনে,
কি কাল শয্যায় তুমি, শুয়েছিলে কি কুক্ষণে।
আজি সেই শয়নের
এ অনন্ত অবসাদ,
হায়, বিধি ঘটাইলে কি নির্ম্মম পরমাদ!
সে কাল শয়ন হ'তে
উঠিতে হ'লোনা আর,
চির সুপ্তি সে শয্যায় আসিল যে মা তোমার।
শুয়ে মা 'প্রমদারাণি,'
সে কাল শয্যার পরে,
ও-পদ্ম-পলাশ-আঁখি মুদিলে জনমতরে!
ত্যজিয়া মা মনোময়
এ অনিন্দ্য সৌধ তব,
ছিঁড়িয়া মা জগতের মায়ার শৃঙ্খল সব;
সাজিয়া এ বর রূপে
সজ্জিত কুসুম-দামে,
কোথায় চ'লেছ আজি কি আনন্দ অভিযানে?

রক্ত-রেখা-বস্ত্র পরি,
সীমন্ত সিন্দূরে ভরা,
আয়ুষ্মতী মূর্ত্তিমতী সাজিয়া কি মনোহরা।
অলক্তের বর-রেখা,
মাখি রক্ত পদতলে,
অলক্ত মাখিয়া মাগো, রক্ত-কর-শতদলে।
কোমল শয্যার পরে
শুয়ে মা পর্য্যঙ্ক' পরি,
সুগন্ধি কুসুম পুঞ্জে সুতনু আবৃত করি;
সুবর্ণ, মৃণাল ভুজে
শ্রীকণ্ঠে হিরণ্য হার,
কোথায় চ'লেছ আজি বল মাগো একবার।
হাসে যথা উষা দেহ
কুসুমে সজ্জিত করি,
রক্ত-রাগ-নব-রবি সীমন্তে সিন্দূর পরি।
সেই উষারাণী রূপে
এত বিভূষণে সাজি,
কার স্নেহ আবাহনে আনন্দে চ'লেছ আজি।
ইন্দ্রের অমরাবতী
কিম্বা সে বৈকুণ্ঠপুরী,
অমল চন্দ্রমালোকে শ্রীরূপে উজ্জ্বল করি,
উজ্জ্বলিত কোন লোক,

এত সাজে সাজি, সতি,
আনন্দে চ'লেছ কত তুমি আজি, পুণ্যবতি ?
কি বিরাগে বল কোন্
অভিমানে অভিমানী,
পর্য্যঙ্কে অবাক-মুখে শুয়ে মা, প্রমদারাণি,
কি বিরাগ বল মাগো,
পশিল মরমে তব,
বদনে না ফুটে বাণী একি দৃশ্য অভিনব ?
শিরীষ কুসুম জিনি
সে কোমল তনু আজি,
মণি মুক্তা হেম হীরা শত আভরণে সাজি।
দুলিত মা, বসন্তের
প্রফুল্ল বল্লরী সম,
কেন মা, সে তনু আজি অচঞ্চল অচেতন।
সে সিংহবাহিনী-রূপ,
সেই নবদুর্গা জিনি,
তেজ-গর্ব্বে গরবিনী রূপে স্থির সৌদামিনী।
হিম পাতে ম্লান রুচি
মলিন কমল সম
অঙ্গনে পর্য্যঙ্কে কেন প'ড়ে আছ অচেতন ?
ছাড়িয়া মা গৃহ তব

রমণীয় মনোহর,
রমণীয় কত দ্রব্যে সুসজ্জিত নিরন্তর।
অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্ক তব
শয্যা শুভ্র সুকোমল,
অচলা বিজলী ভাসে আলোকিত গৃহতল।
পুষ্পাধারে ফুলগন্ধে
বহে যথা সমীরণ,
অচলা বিজলীরাণী বীজনে মা অনুক্ষণ।
সে অনিন্দ্য কক্ষ তব,
ছাড়িয়া গো, কোন্ দুঃখে
শুয়ে আছ অঙ্গনে মা, মলিন বিশীর্ণ মুখে!
শ্বশুরের শ্রেষ্ঠা বধু,
আদরের আদরিণী,
পিতার দুলালী তুমি শত গুণে কুশলিনী।
পিতৃ-বক্ষে ছিলে মাগো,
আদরে আগুলি হ'য়ে,
একেশ্বরী ছিলে তুমি জননীর স্নেহালয়ে।
সহস্র অধিক তার
শ্বশুরের স্নেহ নিয়ে,
চির-স্নেহময়ী রূপে শশ্রূ-পদে মিশাইয়ে,
পতিব্রতা সাধ্বী সতী,

পতি পদ বক্ষে ধরি,
পতি গৃহে ছিলে তুমি শ্রেষ্ঠ-বধূ সর্ব্বেশ্বরী।
আজি সেই সুখ গৃহ
করি মাগো, অরণ্যানী,
কোথায় যেতেছ চলি বল, মা প্রমদারাণী?
ফুটিয়া একটী কথা
স্নেহমুখে একবার,
বলো মাগো, স্নেহময়ী ছাড়ি তব গৃহদ্বার
আজি এই পুণ্যদিনে
কোথায় চ'লেছ তুমি,
সাধের নন্দন মম ক'রে মাগো, মরুভূমি!
রাজেন্দ্র নন্দিনী তুমি
পিতা তব ধনেশ্বর,
কত মণি রত্নে পূর্ণ গৃহ তার নিরন্তর।
সে মণি সম্ভার জিনি
তুমি মণি রত্নোত্তম,
ছিলে মাগো, উজলিয়া সে 'নরেন্দ্র'-নিকেতন
হিমাদ্রির পর পারে
'মানসের হেম জলে,
হিরণ্য নলিনী যথা ফোটে মাগো শত-দলে।
সেই রাজ সরো-জলে

তুমি হেম-পঙ্কজিনী,
ফুটেছিলে সেই মত মণি-বিভা উদ্ভাসিনী।
সে দূর সরসী হ'তে
আসিয়া মা, স্নেহভরে,
ফুটিলে কমল রাণী মম গৃহ সরোবরে।
কি স্বর্গের পরিমল
ঢেলেছিলে গৃহে মম,
সহস্র মন্দার পুঞ্জ ফুটাইলে অতুলন।
তব রূপ প্রভারাশি,
আলোকিল গৃহ ভুমি,
স্নেহ মায়া মমতায় সকলে বাঁধিলে তুমি।
শ্বশুরের কণ্ঠে ছিলে
উজ্জ্বলিনী মণিমালা,
শশ্রূর চরণ তলে জীবন মরণ ঢালা।
এ স্নেহ সরসী হ'তে
তোমায়, কমল রাণি,
আজি মা কৃতান্ত আসি নির্ম্মমে লইল টানি
আমার এ কণ্ঠ হ'তে
সে স্নেহের মণি-হার,
কে ছিঁড়িয়া নিল, মাগো, করি কণ্ঠ অন্ধকার?
বল গো নিয়তি রাণি।

কোন অনন্তের তলে,
নিয়ে গেলে চির তরে স্নেহময়ী সে কমলে!
হৃদয়-সরসী মম
আজি যে গো অন্ধকার,
কোথা লুকাইল আজি স্নেহ-মুখ 'প্রমদার'!
এ সাজন্ত গৃহ মম
করিয়া শ্মশান-ভূমি,
কোথায় চলিয়া গেলে বল, মা 'প্রমদা' তুমি!
গৃহলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী,
তুমি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী,
ছিলে মাগো, গুণে বাণী, রূপে পূর্ণ বিধু জিনি।
ধর্ম্ম-কর্ম্মে অতুলনা,
পতি-ধর্ম্মে অরুন্ধতী,
গৃহ-রাজ্যে রাজ্যেশ্বরী পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী।
ছিলে মাগো, দরিদ্রের
চির-মাতৃ-স্বরূপিণী,
পর দুঃখে আয়তাক্ষে প্রবাহিত প্রবাহিনী।
পালয়িত্রী রূপ ধরি,
পালিতে দরিদ্র শত
ক্ষুধাতুরে পদ্ম-করে দিতে অন্ন অবিরত।

করিতে অভাব পূর্ণ
ছিলে মাগো মুক্ত-পাণি,
মম গৃহে এসেছিলে তুমি মা কৈলাস-রাণী।
আজি মা গিয়াছ চলি,
ছাড়ি তব গৃহ-তল,
সেই পুণ্য-ভূমে বসি আলো করি নভস্থল,
দেখ, মা, দরিদ্র কত
বিলুণ্ঠিয়া ধরাতলে,
তোমাকে স্মরণ করি ভাসিতেছে আঁখি-জলে।

লক্ষ্মী-রূপা ছিলে তুমি
এ সুখ সংসারে মম,
ঝঞ্ঝাবাতে আজি ছিন্ন আনন্দ-নন্দন-বন।
অপূর্ব্ব পরশ-মণি
ছিলে তুমি এ সংসারে,
তব স্পর্শে গৃহ মম ভাসিত মা প্রভা-হারে;
তব করে চারিদিকে
সৌষ্ঠবের শোভা যত,
ফুটিত মা গৃহে মম দিবানিশি অবিরত।
আজি সে শারদ-ফুল্ল
মুখ-শশী মা তোমার,
নাহি ঢালে গৃহে মম গলিত চন্দ্রিমা-হার!

মধু মাসে চৈত্রাকাশে,
আজি চির মেঘ আসি,
নাশিয়াছে পূর্ণিমার সে উজ্জ্বল শোভারাশি।
ব্রহ্মার মানস সরে,
হিরণ্য বরণ জলে,
হিরণ্য কমল যথা ফোটে মাগো দলে দলে;
সেই মত, বধূ-রূপে—
মম গৃহ-সরোবরে,
হিরণ্য কমল গুলি ফুটেছিল থরে থরে।
মনোময়ী সুষমায়
পরিমলে সুগন্ধিনী,
লজ্জাশীলা, সুপবিত্রা, রূপে গুণে যশস্বিনী।
সে বধূর মধ্যে মাগো,
ছিলে তুমি শ্রেষ্ঠতমা,
সত্যনিষ্ঠা, রূপে গুণে, ধর্ম্ম-কর্ম্মে অনুপমা।
হায়, মা, অদৃষ্ট দোষে,
অকাল-তুহিন-পাতে,
নিয়তির নির্য্যাতনে, কালের কুঠারাঘাতে,
একটি কমল তার—
শ্রেষ্ঠা-বধূ-স্বরূপিণী,
তুমি মা প্রমদারাণী—চির ফুল্ল-কমলিনী—

অকালে ঝরিয়া পড়ি
কালের সে স্রোত-জলে,
জন্মশোধ ভেসে গেলে অনন্তের চির-তলে !

আজি মা, গিয়াছ চলি ;
তব গৃহ, তব দ্বার,
এ সুসজ্জ সৌধ তব, দেখ, আজি শূন্যাকার।
মনোময় কক্ষ তব
সুসজ্জিত দ্রব্য ভারে,
তোমার বিহনে আজি কাঁদিতেছে হাহাকারে।
ও-চারু পর্য্যঙ্ক তব—
কারুকার্য্যে অতুলন,
মনোহর শয্যা তব কোমল কুসুম সম ;
তোমার বিহনে আজি
দেখিতেছি শূন্যময়,
গৃহ দ্রব্য ফণী-বিষে পরিপ্লুত সমুদয়।
তব পুণ্যময়ী স্মৃতি
দেখিতেছি চারিধারে,
অঙ্কিত মা তব স্মৃতি তব প্রতি দ্রব্য-ভারে।
তব মধুময়ী স্মৃতি
করি যত দরশন,
হৃদয় উথলি উঠে ঝরে অশ্রু অগণন।

প্রভাতিল বিভাবরী
হেমাঞ্চলে পূর্ব্বাসার,
দেখা দিলা উষারাণী হাসি মুখে অনিবার।
উষালোকে ধীরে ধীরে
সরসীর নীল জলে,
ফুটিয়া উঠিল হাসি সরোজিনী দলে দলে।
জগত-নয়ন-রবি
রক্ত-রাগ-বিভাহারে,
অনল ঢালিয়া দিল পূর্ব্বাসার হেম-দ্বারে।
কূজিয়া কোকিল কুহু
জাগাইল বসুমতী,
অরুণ সিন্দূর পরি দেখা দিলা দিবা সতী।
শরতের সে প্রভাতে,
শীতল অনিল বয়,
শরতের রুচি মাখা দশ দিশি সমুদয়।
শরতের সে প্রভাতে
তখনো র'য়েছ তুমি,
যাও নাই ছাড়িয়া, মা, জ্বালাময় ভব-ভূমি।
রোগ-ক্লিষ্ট দেহ রাখি
যূথি-নিভ শয্যাপরে,
তখনো র'য়েছ তুমি নিদ্রিত মা অকাতরে।

সুষুপ্তির স্নেহ অঙ্কে,
ভুলি রোগ-জ্বালা যত,
মুদিয়া কমল-আঁখি নিদ্রিত মা অবিরত।
হায়, মা প্রমদারাণি,
তখনো জান না মনে,
সেই তব শেষ-নিদ্রা তোমার মা এ ভুবনে।
জান না, মা, বিদলিয়া
শয্যা যুথি সুকুমার,
সে তব শয্যায় শুয়ে ঘুমাতে হবে না আর।
এক চক্র রথে রবি
বিভাসিয়া চরাচরে,
না যাইতে অই দূর অর্দ্ধ গগনের পরে;
তখনো জান না মনে,
তোমার জীবন-রবি,
অন্ধকার করিয়া মা নিসর্গের রম্য ছবি;
সিক্ত করি শত আঁখি
বিগলিত অশ্রু-জলে,
ডুবে যাবে চির তরে অনন্তের অস্তাচলে!

আসে উষা প্রতিদিন
যামিনীর অবসানে,
পাপিয়ার পিহু-রবে কোকিলের কুহুগানে;

ঢালি সুধা পদ্ম-করে
নিত্য উষা বিনোদিনী,
জাগায় যামিনী শেষে সুপ্তময়ী এ মেদিনী।
পোহাইবে কত নিশি
আসিবে কতই উষা,
কোকিলের কল গানে পরি শত ফুল ভূষা ;
জাগিবে এ বসুমতী
ভাঙ্গিবে সুষুপ্তি তার,
জাগিবে মা জীব জন্তু নব প্রাণে পুনর্ব্বার।
রূপময়ী, স্নেহময়ী,
স্বর্গ-সুধা-স্বরূপিণী,
আমার সে উষারাণী তুমি যে মা 'প্রমোদিনী'।
উষারাণী-রূপে, মাগো,
তুমি কি আসিবে আর,
তোমার সুষুপ্তি বল ভাঙ্গিবে কি পুনর্ব্বার ?
সহস্র কোকিল তুলি
কল-কণ্ঠে কুহু তান,
ভ্রমরের গুঞ্জরণে পাপিয়া গাহিয়া গান,
আলোকিত করিতে, মা.
আমার এ গৃহদ্বার,
উষারূপে, মা, তোমায় আনিতে নারিবে আর !

এক চক্র রথে রবি
বসি দূর নভস্থল,
প্রতপ্ত-ময়ূখ-রাশি ঢালিতেছে অবিরল।
ঘুমাইয়া ছিলে তুমি
অকাতরে অচেতনে,
ভাঙ্গিল সে নিদ্রা তব তার পরে কতক্ষণে।
সে পদ্ম-পলাশ-আঁখি
করি মৃদু উন্মীলন,
চারিদিকে স্থির নেত্রে করিলে মা দরশন।
নিরখিলে গৃহ তব
হাসিতেছে অনিবার,
পরশিয়া শরতের ফুল্ল-রবি-প্রভাহার।
পর্য্যঙ্কের সন্নিকটে,
কত ভক্তিপূর্ণ হিয়া,
সুবেশা কিঙ্করী তব ছিল দূরে দাঁড়াইয়া,
দেবর, দেবর-বধূ
অশ্রুপূর্ণ আঁখি নিয়া
ছিল তব পার্শ্বে বসি জাগরণ অপেক্ষিয়া।
স্বর্গ-ভ্রষ্ট-পারিজাত,
তোমার নয়ন-মণি—
'প্রতিভাসুন্দরী' তব—প্রাণের নন্দিনীরাণী,
তোমার সে 'স্নেহলতা'—
চির আদরের খনি—

ব'সেছিল পদতলে ধরি বক্ষে পা ছুখানি।
উপাধানে রাখি দেহ
রোগ-ক্লিষ্ট কলেবরে,
উঠিয়া বসিলে তুমি তোমার সে শয্যাপরে।
জাহ্নবীর পূত বারি
মৃদু পরশন করি,
ডাকিলে মা ভক্তিভরে পতিত পাবন হরি।
চির-ধর্ম্ম-পরায়ণা
সতী সাধ্বী পুণ্যবতী,
ডাকিতে মা, প্রতিদিন সেই অগতির গতি।
সেইমত সে দিনও মা,
সেই অনাথের নাথ—
ডাকিলে মা, যুক্ত-করে করি শত প্রণিপাত।
রোগ-দীর্ণ-দেহ তব,
জ্বলিতেছে সে জ্বলনে,
কিন্তু, মা প্রমদারাণি, তখনো জাননা মনে,
সেই অগতির গতি,—
সে দেবতা—সুলোচনে,
ডাকিতে হবে না আর তোমায় মা এ জনমে।
সেই তব শেষ-ডাকা,
ভবিষ্যত অন্ধকার,
সকলি ফুরায়ে যাবে কিছুক্ষণ পরে তার।

নিয়তি বসিয়াছিল
অন্তরালে অপেক্ষায়,
কতক্ষণে কালপূর্ণ হবে তব বসুধায়।
নিয়তির ভাগ্য-লিপি
ফলিবারে যতক্ষণ সে মুহূর্ত্ত নাহি আসে,
সাধ্য নাহি কৃতান্তের,
পরশিতে তব দেহ, যাইতে তোমার পাশে।
মানবের আয়ু-স্রোত
ব'হে যায় অনিবার,
সে চির চঞ্চল গতি নিবারিতে সাধ্য কার ?
জীবনের অভিনয়ে
কালপূর্ণ হবে যবে,
সে চঞ্চল আয়ু-স্রোত তখনি থামিয়া যাবে।
নিয়তি বসিয়াছিল,
সময় হইল তার,
ফলিল নিয়তি-লিপি চির-লেখা বিধাতার।
এতক্ষণে কালপূর্ণ
হ'ল তব বসুধায়,
জগতের রঙ্গমঞ্চে ফুরাইল সমুদয়।
শত-পত্র-আয়তাক্ষ
মুহূর্ত্তে মুদিত করি,
ঢলিয়া পড়িল দেহ চারু উপাধান'পরি।

কৃষ্ণ রেশমের রাশি
বিমুক্ত চিকুর-ভার
বিসারিত করিল সে শ্বেত শয্যা সুকুমার।
সে পদ্ম-পলাশ-আঁখি
রহিল মুদিত হ'য়ে,
নীরবে উঠিল শ্বাস ক্ষীণ-বক্ষ বিদলিয়ে।
ঝরিল নয়ন হ'তে
দুই বিন্দু অশ্রুজল,
শোভিল চম্পক পর্ণে চারু মুক্তা নিরমল।
মুহূর্ত্ত ভিতরে মাগো,
হ'ল সব অবসান,
নিথর হইল তব দেহ-লতা অভিরাম।
নব-দুর্গা-জিনি-রূপ
হইল না বিবরণ,
পড়িয়া রহিলে মাগো, অচলা বিজলী সম।
কোন কথা কহিলে না,
অবাক বদনে তুমি
চ'লে গেলে ছাড়িয়া মা, জ্বলন্ত ধরিত্রী-ভূমি।
কেমনে কাটিলে তুমি
এ মায়া-শৃঙ্খল-হার,
কেমনে ভুলিলে মাগো, স্নেহমুখ 'প্রতিভার'।

বক্ষঃস্থল হ'তে, মাগো,
কেমনে ফেলিলে টানি,
অফুটন্ত ফুল তব "প্রতিভা" নন্দিনী-রাণী !
'প্রতিভা' মন্দার মালা
ছিল তব কণ্ঠ-তলে,
রূপে পরিপূর্ণ শশী, পরিপূর্ণ পরিমলে।
উজ্জলিনী মণি-মালা
তব কণ্ঠ-সুশোভিনী,
ছিল যে গো উজ্জলিয়া তব কণ্ঠ, 'প্রমোদিনি' !
সে অমূল্য মণি-মালা,
কারে করি সমর্পণ,
মুদিলে, মা, চিরতরে ও কমল-বিলোচন !

হৃদয়ের কুঞ্জে তব;
মাতৃ-স্নেহ মমতায়
ফুটাইলে যেই ফুল, যে কুসুম "প্রতিভায়" ;
'মা' বলিয়া কার কাছে
ছুটে যাবে অভাগিনী,
কার বক্ষে রাখি মুখ জুড়াইবে সন্তাপিনী !
প্রাণের নন্দন তব
ও "নির্ম্মল" শশধর,
প্রফুল্ল কৈশোর শোভা কমনীয় মনোহর।

দেখ, বক্ষ বিদারিয়া
ফেলিতেছে আঁখিজল,
উঠিছে প্রবলে শ্বাস বিধুনিয়া বক্ষঃস্থল।
এখনো জানে না মনে
জননীরে হারাইয়া,
মাতৃ-স্নেহ-হারা হ'য়ে কেমনে বাঁধিবে হিয়া।
চির অশ্রুময়ী তব
অই শ্বশ্রূ অভাগিনী,
চির শোকাতুরা, ধ্বস্তা, শত শোকে কাতরিণী;
শোকে শোকে দীর্ণ-দেহ,
ছিদ্রময় হৃদি-তল,
একবিংশ বর্ষ হ'তে ঝরিতেছে আঁখিজল।
কোন মতে বাঁধি বুক,
তোমাদের বুকে করি,
ছিল চির অভাগিনী শোকার্ত্ত জীবন ধরি।
হেরি তোমাদের, মাগো,
স্নেহ-মুখ সুকুমার,
দুঃখে সুখে কোন মতে যেতেছিল দিন তার।
সে সুখেও তুমি আজি
ঢালিলে মা, হলাহল,
নির্ম্মমে জ্বালিয়া দিলে নির্ব্বাপিত তুষানল।

আজি, মা প্রমদারাণি !
কোথায় মা গেলে চ'লে,
থাকিতে পারিনা আর নিয়ে ভগ্ন হৃদি-তলে।
আজি যে সকলি মাগো,
মনে পড়ে অবিরল,
যেদিন আসিলে গৃহে আলো করি গৃহতল ;
মনে পড়ে আষাঢ়ের,
সেই নব বরিষায়,
সেজেছে প্রকৃতি-রাণী কালোময়ী সুষমায়।
আষাঢ়ের নব মেঘে
আকাশ দিগন্ত-ভরা,
সে কাল জলদে হাসে সৌদামিনী মনোহরা।
আষাঢ়ের মেঘ মন্দ্রে
স্বর্গের আরতি বাজে,
যামিনীর কাল কণ্ঠে জোনাকী হীরক রাজে।
নীপ কমলিনী গন্ধে
সমীরণ মৃদু বয়,
কি কাল সুষমা মাখা জল স্থল সমুদয়।
সেই সে আষাঢ়ে, মাগো,
ত্রয়োবিংশ বর্ষ গত,
সে আনন্দ-দিন আজি মনে পড়ে অবিরত।

সেই তব পিতৃ-গৃহ,
সেই রাজ-নিকেতন,
সুসজ্জিত মনোহর ইন্দ্রের অমরা সম।
আলোকে কুসুম-হারে
সুসজ্জিত সভাতল,
মধুরে বাদিত্র বাজে প্রচারিয়া সুমঙ্গল।
বাজিতেছে কি মধুরে
বীণা, মধু-মুখরিণী,
রূপসী নর্ত্তকী নাচে চিরলাস্যে বিনোদিনী।
প্রসারিয়া চারু-পদ
কোমল ললিত ঠামে,
নাচিতেছে বেহালার ললিত কোমল তানে।
চারিদিকে উঠিতেছে
শতকণ্ঠে কলরব,
মঙ্গল বাদিত্র সঙ্গে বিবাহের জয়স্তব।
নব-বারি সমাগমে,
উন্মাদিনী বরিষায়,
অদূরে চঞ্চল স্রোতে "শিলাবতী" ব'হে যায়।
প্রথম আষাঢ়ে সেই
শুভদিনে শুভক্ষণে,
লক্ষ্মীরূপে মম কুলে আসিলে মা, সুলোচনে।

মনে পড়ে লাজমাখা
সেই ইন্দু-মুখখানি,
আসিলে কমলা কিম্বা কৈলাসের শিবরাণী।
কাল আঁখি কাল চুল,
বরণে চম্পক ঢালা,
সে অনিন্দ্য ফুল্ল-রূপে চকিছে বিজলী-বালা।
খচিত কনক-ফুলে
রক্ত বারাণসী পরা,
সুললিত সুতনু মা, কনকে হীরকে ভরা।
রাজেন্দ্র জনক তব
হেম হীরা মুক্তা দিয়ে,
পদ্ম-রাগ মরকতে তব দেহ সাজাইয়ে;
ফুল্ল-মুখে আনন্দাশ্রু
করি কত বরিষণ,
করিল মা, মম গৃহে চিরতরে সমর্পণ।
আসিলে মা, মম গৃহে,
আমার জননী হ'য়ে,
লক্ষ্মীরূপে শান্তি বারি ঢালিতে মা, পর্ণালয়ে।
স্নেহময়ী শ্বশ্রু তব
সঙ্গে প্রিয় সহচরী,
সুমঙ্গল আচরণে লইল বরণ করি।

তুলিয়া লইল গৃহে
পদ্মময়ী কমলায়,
ভুলিল মর্ম্মের জ্বালা নেহারিয়া, মা, তোমায়!
থাকে যথা পদ্মালয়া
ক্ষীরোদের পদ্মালয়ে,
আমার এ পর্ণ-গৃহে ছিলে মা, কমলা হ'য়ে।
আজি মা কৃতান্ত আসি
এ বক্ষঃ বিদীর্ণ করি,
নিয়ে গেল তোমায়, যে, জনমের মত হরি!
লো নিয়তি! নির্ম্মমে লো!
অদৃষ্ট-ফলকে মম
কি লেখা লিখিয়াছিলে, কর আজি দরশন!
ফলিয়াছে সকলি তো
ফলিতে কি আছে আর,
আরো কত আছে ভাগ্যে ভবিষ্যত অন্ধকার।

হায়, মা 'প্রমদা'-রাণি,
হায়, কি অদৃষ্ট মম,
একবার স্বর্গ হ'তে কর আজি, দরশন!
অতি ক্ষুদ্র বঙ্গ কবি,
এ শ্বশুর, মা, তোমার,
নিরখিয়া সে আষাঢ়ে নব শোভা বরিষার,—

সে বিবাহ শুভোৎসবে
ত্রয়োবিংশ বর্ষ গত,
মিলন-মঙ্গল-গীতি গাহিলাম অবিরত।
শিলাবতী বক্ষে বসি
"জয়ন্তীর" কক্ষান্তরে,
ত্রয়োবিংশ বর্ষ গত কতই আনন্দ ভরে ;
বিবাহ উৎসবে তব
গাহিলাম কবিতায়,—
"কল-হংস মালা পরি শিলাবতী ব'হে যায়"।
কিন্তু কি অদৃষ্ট মম,
নির্য্যাতন বিধাতার,
হেন দুরাদৃষ্ট হায়, জগতে, মা, আছে কার !
কখনো স্বপনে ভ্রমে
ভাবি নাই যাহা মনে,
আজি তাহা ঘটিল, মা, অদৃষ্টের বিড়ম্বনে।
নয়নের জলে ভাসি
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ,
আজি মা, গাহিতে হ'ল তব মরণের গান !
বক্ষঃ যে ফাটিয়া যায়,
এস মা প্রমদা-রাণি,
শোক-দীর্ণ পিতৃ-বক্ষে প্রসারিয়া পদ্ম-পাণি।

ঢালিয়া মা পদ্ম-করে,

এ জ্বলন্ত বক্ষঃস্থল কর মাগো সুশীতল।
কৃতান্তের ক্ষত জ্বালা,
এ ক্ষুদ্র লেখনী দিয়া,
কেমনে 'প্রমদা', মাগো! দেখাইব প্রকাশিয়া!
এও, যে, অদৃষ্টে ছিল
আমায় বসিয়া ভবে,
তোমার এ শোক গীতি আবার গাহিতে হবে।
এও, মা, অদৃষ্টে ছিল
তব স্নেহ মুখ খানি,
অনলে পুড়িয়া যাবে বসিয়া দেখিব আমি।
এও মা অদৃষ্টে ছিল
'নির্ম্মল' 'প্রতিভা' নিয়ে,
জগতে থাকিতে হবে আঁখি জল প্রবাহিয়ে।
এও, মা, দেখিতে হ'ল
রূপে গুণে অতুলন,
হৃদয়-সরসী জলে প্রফুল্ল-নলিন মম।
প্রাণের "সুশীল" আজি
তোমায়, মা, হারাইয়া,
ফেলিতেছে অশ্রুজল চির-ভগ্ন হৃদি নিয়া।

নন্দন মালঞ্চ সম
এ সাজন্ত গৃহ তার,
তোমার বিহনে আজি হ'য়ে গেল ছারখার
জনমমত হ'ল তার
সম্বল নয়ন জল,
এ জন্মের মত প্রাণে জ্বলিল যে তুষানল।
যাবে দিন যাবে মাস,
হবে বর্ষ অবসান,
শত চিতানলে তার জ্বলিয়া উঠিবে প্রাণ।
যে দিন হইবে ভস্ম
চিতানলে দেহ তার,
সেই দিন জুড়াইবে এ-জ্বলন যাতনার।

রাজেন্দ্রাণী মাতা তব
তোমার বিহনে আজি,
ভূতলে লুণ্ঠিত ওই আলু থালু বেশে সাজি।
একে তো মরমে নব—
বৈধব্যের বহ্নি জলে,
তব তরে আজি তার জ্বলে প্রাণ তুষানলে।
ছিলে তুমি একেশ্বরী
প্রাণের নন্দিনী রাণী,
কেমনে ভুলিবে তব স্নেহ মাখা মুখ খানি।

যতদিন ধরাতলে
করিবে সে বিচরণ,
জ্বলিবে মরম তার সহস্র শ্মশান সম।
শত শোক আছে 'বক্ষে
কে করিবে সংখ্যা তার,
এ জ্বলন সম জ্বালা জগতে কি আছে আর।

ক্ষুদ্রতম বঙ্গ কবি
এ শশুর, মা, তোমার,
কৃতান্ত কুঠারাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হৃদি তার।
যৌবন হইতে সেই
একটি একটি ক'রে,
এ মরম-জাত কত হৃদি-পুষ্প পরে পরে,
আঁখি হ'তে, অবিশ্রান্ত,
অশ্রুজল বরষিয়া,
অনন্তের চির-শ্রোতে দিয়াছি মা ভাসাইয়া।
দহ্যমান হৃদি নিয়ে,
তোমাদের বুকে নিয়া,
ছিনু, মাগো, কোন মতে শেষ দিন অপেক্ষিয়া।
কিন্তু, কি অদৃষ্ট মম,
সে টুকুও বিধাতার
অসহ্য হইল বুঝি সে নির্ম্মম প্রানে তার।

তাই এ জীবন শেষে
নির্ম্মম নির্দ্দয় বিধি,
আবার ভাঙ্গিয়া দিল চির-শোক-দীর্ণ-হৃদি।
আবার তস্কর আসি
এ শেষ জীবনে মম,
তোমায়,—রত্নের সার করিল যে বিলুণ্ঠন।
হৃদয় বিক্ষত ক্ষত
শত শল্য চিহ্ন তায়
জ্বলিতেছে দিবানিশি যম-দণ্ড যাতনায়।
সেই সব মুখ মাগো
স্মরণ হইলে মনে,
অনল জ্বলিয়া উঠে প্রতিক্ষণে এ মরমে।
বল, মাগো, আছে বিশ্বে
কোথা হেন বিরেচন,
এ অনল নিভিবে মা, করি যাহা পরসন।
হিমাদ্রির উচ্চ শির
ভাঙ্গে মাগো ঝঞ্জপাতে,
পঞ্জর ধসিয়া যায় কৃতান্তের দণ্ডাঘাতে।
শত জ্বালা বুকে নিয়ে
আছি মা এ ধরাতলে,
তাহার অধিক জ্বালা, তুমি তায় দিলে ঢেলে।

বিষ-সিক্ত শরাঘাতে
অন্তর জ্বলিয়া যায়,
সহিতে অক্ষম তবু প্রাণ নাহি বাহিরায়।
শ্মশানে শুইব যবে
জ্বলিবে মা চিতানল,
ভস্ম হবে ধীরে ধীরে এই দেহ অবিরল!
তখন দেখিবে সবে,
অর্দ্ধ দগ্ধ দেহান্তরে,
ভাঙ্গিয়া ধসিয়া গেছে পঞ্জরাস্থি পরে পরে।
এ পঞ্জর ভাঙ্গিতে মা,
কেবল কৃতান্ত পারে,
বজ্রাঘাতে পোড়ে নর পঞ্জর ভাঙ্গিতে নারে।
অপত্য-বিধুর পিতা,
আর শোকে সন্তাপিনী,
অশ্রুময়ী ব্যাকুলিনী মাতা পুত্র-বিয়োগিনী!
জানে শুধু, পুত্র শোকে
প্রাণে তার কত জ্বালা,
মরমে মরমে জ্বলে কি তীব্র অনল মালা।
তুষানল-জ্বালা নিয়ে
এখনো থাকিতে হবে,
বল মাগো! এই জ্বালা আমার জুড়াবে কবে!

কৃতান্ত করুক মাগো,
শত ক্ষত হৃদিতল,
সকলি সহিতে হবে, সহিব তা অবিরল।

জগতে নিয়তি দেবী,
নর-ভাগ্য-বিধায়িনী,
নর নারী ভাগ্য নিয়ে ব'সে আছে সুহাসিনী।
মানবের ভাগ্য রাজ্যে
তিনি রাজ রাজ্যেশ্বরী,
লঙ্ঘিতে আদেশ তার নাহি পারে নর নারী।
নিভৃতে নিয়তি আসি,
জননী জঠরে মম;
লিখেছিল ভাগ্যে, হায়, চির-অশ্রু-বরিষণ।
লিখেছিল যম-দণ্ডে
হবে হৃদি ছারখার,
অন্যথা করিতে তাহা নাহি সাধ্য বিধাতার।
হে'াক হৃদি ছারখার
কৃতান্তের তুষানলে,
আর কত দিন মাগো, জ্বলিব এ ধরাতলে!
পোহাইছে দেখ ক্রমে
জগতে জীবন-রাতি,
প্রায় শেষ অভিনয় মলিন নয়ন ভাতি।

জগতের রাজ্যপাট
তুলে দিয়ে অনিবার,
যাইতে মা তব পাশে বিলম্ব নাহিক আর।
সঞ্জীবনী-সুধা মাখা
স্নেহ-মুখ নিরখিয়ে,
আবার জুড়াব জ্বালা মা, তোমার কাছে গিয়ে।
কৃতান্তের আঘাতে মা,
অন্তরে যে জ্বালা জ্বলে,
জুড়াতে মা সঞ্জীবনী নাহি তার ধরাতলে।
শুধু তুমি একা নহ,
আরো কত অতুলন,
ফুটন্ত বা অফুটন্ত স্নেহের মন্দার মম;
স্বর্গ-ভ্রষ্ট হ'য়ে মাগো,
প'ড়ে ছিল ধরাতলে,
পুনরায় স্বর্গধামে আনন্দে গিয়াছে চ'লে।
তোমাদের কাছে গিয়া,
তাহাদের বুকে নিয়া,
জুড়াইব কত সাধে এ ক্ষত বিক্ষত হিয়া।

কাটাইয়া মায়া মোহ
চির আয়ুষ্মতী-রূপে,
চলিয়া যেতেছ মাগো, মণ্ডিত কুসুম-স্তূপে!

ভাগ্যবতী জীব লীলা
করিয়া মা, অবসান
করিতেছ তুমি আজি কি আনন্দ অভিযান।
সে আনন্দ অভিযানে
বল মাগো, একবার,
এ জীবন লীলার কি সময় হ'য়েছে তার।
জীবনের রবি তব
মধ্যাহ্ন গগন পরে,
এখনো যে আসে নাই আছে দেখ দূরান্তরে।
ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ মাগো,
করি হেথা বিচরণ,
জগতের সুখ সাধ করিলে যে সমাপন।
সে আনন্দ অভিযানে,
আনন্দে অধীরা হ'য়ে,
চ'লে গেলে তুমি আজি তোমার সে স্বর্গালয়ে
এ মিনতি, দেখ মাগো,
সেই স্বর্গালয়ে থাকি,
খুলিয়া মা একবার ও-পদ্ম-পলাশ-আঁখি।
তোমার ও নিকেতনে
কি শোক-তটিনী-জল,
তোমার বিহনে আজি বহিতেছে অবিরল।

প্রাণ হীন দেহ তব
অই মা অঙ্গন মাঝে,
চারিদিকে আবেষ্টিয়া কি শোকের দৃশ্য রাজে!
প্রাণের "প্রতিভা" তব
পড়িয়া চরণ তলে,
লুটাইছে কি কাতরে ভাসি তপ্ত অশ্রুজলে।
সরলা বালিকা, মরি,
নিতান্ত যে অবোধিনী,
তোমার, মা, বুকে ছিল আদরের আদরিণী।
তোমা হারা হ'য়ে আজি
চারিদিকে অন্ধকার,
দেখিতেছে, স্বর্গ হ'তে দেখ, মাগো, একবার!
চারিদিকে দেখ তব,
কত প্রিয় পরিজন,
প্রাণের 'নির্ম্মল' তব দেখ শোকে অচেতন।
এ বৃদ্ধ শ্বশুর তব
কাঁদে ফেলি আঁখিজল,
শ্বশ্রু ঠাকুরাণী কাঁদে বিলুণ্ঠিয়া ধরাতল।
সকলে ছাড়িয়া আজি
চলে'ছ আনন্দ ধাম,
তোমারে ভুলিয়া সবে কেমনে ধরিবে প্রাণ!

স্বর্গভ্রষ্ট দেবী রূপে
এসেছিলে ধরাতলে,
কেমনে থাকিবে হেথা পূর্ণ ধরা আঁখিজলে।
ত্রয়োবিংশ বর্ষে তাই
করি সব সমাপণ,
চলে গেলে হাসি মুখে তব স্বর্গ নিকেতন।
না জ্বলিয়া হেথা তুমি
ধরণীর তুষানলে,
কলুষিত না করিয়া আখি তব অশ্রুজলে।
রমণীর চির ধর্ম্ম—
পালিয়া মা অকাতরে,
পতিব্রতা সাধ্বী সতী পতিপদ বক্ষে ধরে,
সীমন্তে সিন্দুর পরি
চির আয়ুষ্মতী হ'য়ে
চলে গেলে ভাগ্যবতী নিজ পুণ্য স্বর্গালয়ে।
রেখে গেলে ধরাতলে
অস্ফুট কমল সম
'নির্ম্মল' 'প্রতিভা' রাণী তব স্মৃতি নিদর্শন।
তুমি মা চলিলে সুখে
কিন্তু মা 'সুশীলে' মম'
জলন্ত শ্মশান মাঝে করে গেলে নিক্ষেপণ।

চলে গেলে ভাগ্যবতী
কি দশা করিয়া তার,
বসি সেই স্বর্গধামে দেখ মাগো একবার।
জ্বালিয়া সহস্র চিতা
মরমের [illegible] স্তরে,
নির্ম্মমে গো হৃদি তার শতখণ্ডে ছিন্ন ক'রে ;
অকুল সংসার মাঝে
নির্ম্মমে ফেলিয়া তারে,
চলে গেলে একাকিনী জগতের পরপারে।
নন্দিনী নন্দন তব
ধরি দীন বক্ষঃস্থলে,
উদয়াস্ত ভাসি বক্ষঃ শত তপ্ত অশ্রুজলে।
দিবারাতি দীর্ঘশ্বাসে
কাটিবে যে দিন তার
যতদিন তব পাশে নাহি যায় পুনর্ব্বার।
নন্দিনী নন্দন থাক্,
থাক্ শত পরিজন,
সুবর্ণের রাজ্য পাট, কিম্বা রত্ন সিংহাসন ;
সকলি যে ছার বিশ্বে
মা তোমার তুলনায়,
তোমার অভাব মাগো কে পুরাবে বসুধায়।

তুমি তার গৃহে মাগো
ছিলে লক্ষ্মী স্বরূপিনী,
রোগে শোকে দুঃখে তার চির শান্তি বিধায়িনী।
জ্বলিত হৃদয় যবে
সংসারের নিষ্পেষণে,
ভুলিত সকল জ্বালা তব মুখ দরশনে।
ঝরিত শ্রীমুখে তব
সঞ্জীবনী সুধাজল,
সে স্বর্গ অমৃত নীরে জুড়াইত হৃদিতল।
সে ক্ষত বিক্ষত হৃদি
বল কে জুড়াবে আর,
এ জগতে সঞ্জীবনী বল মাগো কোথা তার।

মকর বাহিনী গঙ্গা,
দ্রবময়ী রূপধরি ;
বহিতেছে ধীরে মৃদু কলকল রব করি।
সহস্র লহরী মালা
চঞ্চলিয়া পুণ্য জল,
শত শ্বেত পুষ্প-হারে বহিতেছে অবিরল।
নগরী অমরা জিনি
জগত মোহিণী রূপে,
হাসিতেছে কূলে তার বিভুষিতা সৌধ-স্তূপে

কোটী কোটী মহাপাপী,
পরসনে মুক্ত করি,
মিলিতে সাগরসঙ্গে চলিয়াছে পুণ্যেশ্বরী।
পুণ্যদিনে সেই মাগো,
প্রায় বেলা অবসান,
পশ্চিমে আরক্ত রবি করে শেষ অভিযান;
অস্তগামী সবিতার,
সে হিরণ্য বিভাহারে,
মাখিয়াছে চরাচর জাহ্নবীর জলভারে।
সে হিরণ্য বিভামাখি
জাহ্নবীর পুণ্যতীরে,
সুবর্ণ প্রতিমা মম ভগ্ন হ'ল ধীরে ধীরে।
সুগন্ধি চন্দন দারু
অগুরু গুগ্‌গুল দিয়া,
কত গন্ধ দ্রব্য আনি মৃগমদ মিশাইয়া।
নির্ধূমে অনল জ্বালি
করিল মা অবিরত,
তোমার সে স্নেহ মুখ চির ভস্মে পরিণত:
সে সিংহ বাহিনী শোভা,
সেই জগদ্ধাত্রীরূপ!
জাহ্নবীর পুণ্যতটে হ'য়ে গেল ভস্মস্তূপ।

সে চিতা অনল মাঝে
না ডুবিতে দিনমণি
লুকাইল জন্ম শোধ আমার প্রমদারাণী।
ফিরিল মা গৃহে সবে
করি অশ্রু বরিষণ,
সে দুর্গা প্রতিমা মম করি চির বিসর্জ্জন।
ত্রৈলোক্য তারিণী গঙ্গা
চতুর্ভূর্জ প্রসারিয়া,
জুড়াইল হৃদি তব মা তোমায় কোলে নিয়া।
ধরিলে মা দিব্য রূপ
সে পবিত্র পরসনে,
চলে গেলে পুণ্যবতী তব স্বর্গ নিকেতনে।

যাও মা প্রমদারাণি যাও মাগো পুণ্যেশ্বরি,
সতী পতিব্রতা তুমি তুমি নারী কুলেশ্বরি
ধরিয়া মা দিব্যরূপ থাক মা সে পুণ্যস্থলে,
আসিও না আর এই জ্বালার অবনী-তলে।
সেই পুণ্যধামে বসি খুলি পদ্ম বিলোচন,
জ্বালাময়ী এ ধরিত্রী করিও মা দরশণ।
তোমার মরম হতে যুগল কমল কলি,
জ্বালাময় এ জগতে তুমি মা গিয়াছ ফেলি।

তোমার কল্যাণময়ী স্নেহ দৃষ্টি পরশনে,
রাখিও মা নিরাপদে তাহাদের এ ভুবনে।
আর তব অই পতি দীর্ণ বক্ষে অবিরল,
ফেলিতেছে দীর্ঘ-শ্বাসে দিবা নিশি আঁখিজল!
যতদিন ছিলে হেথা পতি-পদ বক্ষে ধরি,
অরুন্ধতী সম মাগো পূজিয়াছ ভক্তি করি।
সেই মত বসি তুমি সেই স্বর্গ নিকেতনে,
ঢালিও মা পুষ্পাঞ্জলি তব পতি-শ্রীচরণে!
সতী সাধ্বী পতিব্রতা চুম্বকের আকর্ষণে,
আবার মিলিবে তুমি তব প্রিয় পতি সনে।
থাক সতী পতিব্রতা পতিপদ অপেক্ষায়,
যতদিন পতি তব তব পাশে নাহি যায়,
কর তুমি স্বর্গে বসি' পতি পদে অর্ঘ্য দান,
তৃপ্ত হ'বে পতির সে জ্বলন্ত বিধুর প্রাণ।

এ বৃদ্ধ শ্বশুর তব ত্রয়োবিংশ বর্ষ গত,
বিবাহের জয়োৎসবে আনন্দ উচ্ছ্বাসে কত,
বিবাহ সঙ্গীত তব গাহিল মা কত সাধে,
স্মরিয়া সেদিন আজি দেখ মা এ প্রাণ কাঁদে।
অনল চাপিয়া বক্ষে করি অশ্রু বরিষণ,
তব শোক-গীতি আজি করিলাম সমাপন।
এ শোক সঙ্গীতে মাগো পঞ্জর ধসিয়া যায়,
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে হৃদি ফাটে বক্ষঃ শতধায়;

শ্রেষ্ঠ বধূ ছিলে তুমি আভিজাত্যে গরিয়সী ;
এই বৃদ্ধ শ্বশুরের, সেই স্বর্গ-ধামে বসি,
প্রসারিয়া মা তোমার পদ্ম পাণি একবার,
অশ্রু-পুষ্পে গাঁথা মালা ধর শেষ উপহার।

ভক্তির আদর্শ মাগো ছিলে তুমি ধরাতলে,
চিরদিন ঊষা স্নান করিতে মা পুণ্য-জলে।
আসিয়া জাহ্নবী তটে ভক্তিপূর্ণ মনে কত
করিতে মা পুণ্য-স্নান প্রতিদিন অবিরত।
তারপরে পুণ্য-স্নাতা চারু পট্ট বস্ত্র পরি,
পূজিতে মা ভক্তি-ভরে সে জাহ্নবী পুণ্যেশ্বরী।
আজি মা তৃতীয় বর্ষ ছেড়ে গেছ এ সংসার,
তব অশ্রু-ময়ী স্মৃতি জাগে প্রাণে অনিবার।
কালের মা চির-নীরে করি শত প্রক্ষালন,
মুছিতে তোমার স্মৃতি পারিবে না কদাচন।

আজি কৃষ্ণা একাদশী আষাঢ় সংক্রান্তি আজি,
কি কাল বরণে মাখা গগনে জলদ রাজি।
খর-স্রোতে বয় গঙ্গা উছলিয়া কূলে কূলে,
নব বারি সমাগমে কি জল তরঙ্গ তুলে।
আজি এই পুণ্য দিনে জাহ্নবীর পুণ্য তটে,
দেখ মা প্রমদা রাণি তব সৌধ সন্নিকটে,
তব অশ্রু-ময়ী স্মৃতি রাখিতে মা জাগাইয়া,
তব প্রেমময় পতি বিরহ বিধুর হিয়া,

কি অপূর্ব্ব স্নান-গৃহ কারুকার্য্যে অতুলন,
নিরমিল পুণ্য তীরে তব স্মৃতি নিদর্শন।
তোমার পবিত্র নাম বিষাদে স্মরণ করি,
মুছিয়া মা তব পতি গলিত নয়ন বারি;
তোমার পবিত্র স্মৃতি করিতে মা সংরক্ষণ,
উৎসর্গীত করিল মা তব স্মৃতি নিদর্শন।
যাবে দিন যাবে মাস হইবে মা বর্ষান্তর,
পুণ্য-তীরে তব স্মৃতি রহিবে উজ্জ্বলতর।

পুণ্যবতী বঙ্গ-বালা আসিয়া মা দলে দলে,
প্রত্যহ করিবে স্নান অবগাহি পুণ্য-জলে।
তব নামে উৎসর্গীত তব ঘাটে স্নান ক'রে,
পশিয়া মা সিক্ত-বাসে তব স্মৃতি গৃহান্তরে,
পরিয়া মা শুষ্ক-বাস অন্তরালে অনিবার,
তোমার পবিত্র স্মৃতি করিবে যে সুপ্রচার।
একটীও বঙ্গ-বালা তোমার পবিত্র নাম,
আনে যদি মুখে তার পুণ্য জলে করি স্নান,
তা হলে পবিত্র হবে তব পুণ্য-ময়ী স্মৃতি,
স্বর্গ ভূমে আনিবে মা তব প্রাণে শত প্রীতি।
তব পতি উষা-স্নানে নিত্য ভাসি আঁখি নীরে,
অই তব পুণ্য-স্মৃতি নিরখিবে পুণ্য-তীরে।
শান্তি-নীরে জুড়াইবে তাহার জ্বলন্ত প্রাণ,
দেখি' স্মৃতি গৃহ শিরে তোমার পবিত্র নাম।

থাক মা ত্রিদিব ভূমে সতী সাধ্বী স্বরূপিণী
পুণ্য-লোকে প্রভা হারে হয়ে চির উজ্জ্বলিনী।
শোক দুঃখ নাহি যথা থাক সেই পুণ্যস্থলে,
চিরশান্তি আসে যেন তোমার মরম তলে।
নিয়তি শৃঙ্খলে বাঁধা এই বিশ্ব চরাচর,
সে শৃঙ্খল ছিন্ন করি' কে করিবে অন্তর?
মরণের পরে যদি সব নাহি শেষ হয়,
জীবনের এসম্বন্ধ না ফুরায় সমুদয়,
সকলের কাল পূর্ণ হ'বে ক্রমে ধরাতলে,
নন্দিনী নন্দন পতি পাবে পুনঃ বক্ষঃস্থলে।

কাল সিন্ধু

আজি মধ্য-পারাবারে,
তরঙ্গ বিদার করি,
কালের চপল স্রোতে ভাসে জীবনের তরী।
ত্যজিয়া সে উপকূল,
আসিয়াছি কতদূরে,
দেখিতেছি আজি তাহা হাসিতেছে সুমধুরে।
নিশা-শেষে স্বপ্ন-চিত্র
যথা দুঃখ-সুখ-ময়,
গত চিত্র সেই মত আজি কত বোধ হয়!
সে সমুদ্র-উপকূলে,
সেই বেলা-ভূমে বসি,
দেখিলাম কত ফুল জলে তার পড়ে খসি।
সে অনন্ত জল-স্রোতে,
ক্রমে একে একে করি,
ফেলিলাম কত ফুল ছিঁড়ি বীচি-হার' পরি।
নীহার-সম্পাত-সিক্ত
রুচির কমলোপম,
দেখিলাম ফুলগুলি নিয়ে গেল তরঙ্গম।

ক্ষতান্ত সমীর বলে,
কাল সাগরের জলে,
নাহি জানি নিয়ে গেল, হায়, কোন্ দূর-স্থলে !
ভাসাইয়া দিনু যাহা,
এ জনমে পুনরায়,
উজানে লহরী ঠেলি কে ফিরাবে বল তায় ?
বৎসরে বৎসরে যাহা,
ফেলিয়া দিলাম তুলি,
হে সিন্ধু, তোমার জলে, স্নেহ-মাখা ফুলগুলি।
হে সিন্ধু, উজানে বহি,
চরণে মিনতি করি—
আনিবে কি ফুলগুলি,—দেখিব নয়ন ভরি ?
একবার নিয়ে এস
সে ফুটন্ত ফুলদাম ;
জুড়াইব হেরি তাহা শোক-বিকলিত প্রাণ !
কতগুলি ভাসাইনু,
না ফুটিতে পূর্ণ-দলে,
কত পূর্ণ-স্ফুট-ফুল ফেলিলাম তব জলে !
দেখিতে যে সাধ মনে,
সে অস্ফুট ফুলগুলি,
সেই মত আছে কিম্বা হাসে পূর্ণ-দল খুলি !

হে সিন্ধু, আঘাতে-ঘাতে,
দূরে কিম্বা সন্নিকটে,
কত দ্রব্য ভাসাইয়া আনিতেছ তব তটে ;
সেই ঘাত প্রতিঘাতে,
উজানের স্রোতঃ-জলে
দেখাও বারেক আনি সে ভ্রষ্ট-কমল-দলে !
একবার নিরখিব,
দেখিব না পুনরায়,
করিব বারেক হেরি তিরপিত বাসনায় !
জনমে দেখার সাধ
মিটাইব একবারে,
সাধিব না তব পদে ভাসি আর আঁখি-ধারে !
যেদিন আসিয়া কাল,
স্নেহের কুসুম দুটি,
এ হৃদয় বৃন্ত হ'তে নির্ম্মমে লইল লুটি ;
কৃতান্তের হলাহলে
মাখা মুখ কালিমায়,—
হেরিতে না পারি সেই উপপ্লুত-চন্দ্রমায় !
ছিলাম পাষাণ বুকে,
পড়িয়া যে দূরান্তরে ;
তাই আজি সেই মুখ দেখিবারে সাধ করে !

হায় রে, পাষাণ আমি,
দারুণ কঠিন প্রাণ,
তাই নাহি হেরিলাম সে অন্তিম অভিধান।
সেই রোগ-ক্লিষ্ট-মুখে,—
শরদ-পঙ্কজ-পাতে,
অঙ্কিত করাল ছায়া কালের নখরাঘাতে।
সেই শুষ্ক মলিনাজে,
করি অশ্রু বরিষণ,
কেন নাহি চুমিলাম চন্দ্রোৎপল-নিভানন?
সে দুটী স্নেহের মণি,
জনমের মত করি,
কেন নাহি চাপিলাম এই বক্ষঃ স্থলোপরি!
সেই অনুতাপে আজি,
ফাটে প্রাণে শতধায়;
দেখিতে সে মণি পুনঃ তাই এত সাধ যায়!
বৎসর গিয়াছে চলি,
বৎসর তাহার পরে,
কত বর্ষ অবসান হইল কালের করে;
বহিল কালের স্রোতঃ
অধীরে চপলে কত,
কত দ্রব্য ভাসাইয়া নিল তায় অবিরত।

সেই মত এ হৃদয়ে,
কত কাল-স্রোতঃ আসি,
ভাসাইয়া নিয়া গেল কত দ্রব্য রাশি রাশি।
কত স্মৃতি কত চিহ্ন,
কত শত নিদর্শন,
ভাসাইয়া নিয়া গেল, কে করিবে নিরূপণ ?
অণু পরমাণু করি,
মরমের স্মৃতি যত,
কাল-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছি যে অবিরত।
কিন্তু সেই প্রতিকৃতি,
বিম্বিত কমল থরে,
রাখিয়াছি যত্ন ক'রে হৃদয়ের অভ্যন্তরে।
সেই চন্দ্র-কর-মাখা—
সুচারু বদন সনে,
আরো কত স্নেহ-মুখ জাগিতেছে এমরমে।
সুধু নহে এক মণি
কত মণি সমুজ্জ্বল,
ফেলিয়াছি জন্মশোধ তব নীরে অনর্গল।
সেই স্মৃতি, অশ্রুময়ী
আছে গাঁথা বক্ষঃস্থলে,
দেখিতেছি অনিমিষে দিবা নিশি প্রতিপলে।

কিন্তু স্মৃতি মনে করি,
নহে তৃপ্ত প্রাণ হায় !
প্রাণে সাধ নিরখিতে সেই সব প্রতিমায় !
তাই এত কাঁদিতেছি,
ধরি, সিন্ধু ! তব পায়,
পার যদি দেখাইতে সেই সব পুনরায় !
কত কষ্ট নির্য্যাতন,
স'হেছি জগত-মাঝে,
কৃতান্তের বজ্র-অগ্নি অনন্তে মরমে রাজে !
বজ্রের উপরে বজ্র,
পড়িয়াছে নির্ঘোষিয়া,
অকাতরে সহিয়াছি হৃদয় পাতিয়া দিয়া !
হে সিন্ধু, করুণা করি
এ শোকার্ত্ত ভগ্ন প্রাণ,
তাই বলি জুড়াইতে কৃপাবারি করি' দান !
আজি এ বৎসর অন্তে
বৎসরের শেষ হেরি,
মনে পড়ে গত কথা, গত দিন বিভাবরী !
আনন্দ-উৎসবে মত্ত,
আনন্দের দিন কত,
বিষাদের অভিনয় মনে পড়ে যুগপত ।

সকলি ত মনে পড়ে,
আনন্দ-বিষাদ-রাশি,
মরমের অন্তস্তলে স্মৃতি-স্রোতে যায় ভাসি!
মনে পড়ে ছিন্ন বল্লী
কৃতান্ত-কুঠার-ঘায় ;
সেই সব নবনীত-বিরচিত কম কায়!
পোড়াইয়া চিতানলে,
হে সিন্ধু, তোমার জলে—
একে একে ভাসাইয়া দিয়াছি সে ফুল-দলে!
যে ক'টি কুসুম তুলি,
দিনে দিনে ধীরে ধীরে,
ভাসাইনু একে একে তব চল-স্রোতঃ-নীরে,
যে অমূল্য মণিগুলি,
ছিঁড়িয়া এ কণ্ঠহার,
সমর্পিনু তব কোলে রাখিবারে অনিবার ;
সে ফুটন্ত ফুলগুলি,
সেই মণি অতুলন,
জন্মশোধ তব কাছে করিয়াছি সমর্পণ!
চাহি না তোমার কাছে
ফিরাইয়া পুনঃ তায়,
কেবল বারেক আজি নিরখিতে সাধ যায়!

সে স্নেহ-প্রতিমাগুলি,
আজি একে একে আনি,
বারেক দেখাও, সিন্ধু, শুনিয়া কাতরবাণী !
অতীতের চিত্র-পটে,
চিরন্তন আবরণ,
একবার দয়া করি কর তুমি উন্মোচন !
তরঙ্গ তরঙ্গাঘাতে,
ভাসাইয়া পুনরায়,
ভাসাইয়া নিলে যাহা দেখাও আনিয়া তায় !
আন, সিন্ধু, নিরখিব
অতৃপ্ত নয়ন ভরি—
সেই মুখ, স্মৃতি যার রাখিয়াছি বুকে ধরি !
নন্দনের সেই মুখ,
শারদ-চন্দ্রমা-ভাতি,
উৎফুল্লিত বর দেহে ফুটন্ত সরোজ-পাঁতি।
নন্দিনী আনন্দ-রাণী,
আদরের স্নেহলতা
চন্দ্ররশ্মি-বিলেপিত-পারিজাত-হারে গাঁথা।
অপ্সরী-কুন্তল-চ্যুত—
সে মন্দার অতুলন
কোথা আজি নিলে সিন্ধু করি বীচি প্রসরণ !

ভাসাইয়া নিলে তুমি
না ফুটিতে পূর্ণ দলে
না জানি রাখিলে কোথা তোমার অনন্ত তলে !
আনিয়া দেখাও, সিন্ধু,
একে একে তার পরে,
স্নেহ-মাখা মুখগুলি দিয়াছি যা' অকাতরে !
প্রীতি প্রেমে জননীর
সম স্নেহ স্বরূপিণী,
সহজা আরাধ্যময়ী চির-যত্ন প্রদায়িনী ;
এ মুখ বিষণ্ণ হেরি,
স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে যার,
ফুটিত মুহূর্ত্তে কত বিষ-সিক্ত শল্য-ভার ;
বিশাল-কমল-নেত্রে,
স্ফুট-প্রভা করুণার,
যতনের সম্ভাষণে ঝরিত অমৃতাসার ;
রূপে লক্ষ্মী গরীয়সী,
গুণে দেবী বীণাপাণি,
দরিদ্র-পালনে সদা অকৃপণা মুক্তপাণি।
রোগ-জ্বালা-অহিবিষ
পশিলে এ কলেবরে,
ফুটন্ত-নলিনী-সম ফুটি রোগ-শয্যা পরে,—

সরোরুহ-বিলেপিত,
পদ্ম-পাণি বিসারিয়া,
রোগতপ্ত কলেবর জুড়াইত পরশিয়া ;
পাণিতল স্ফুটোৎপলে,
ঝরিত অমৃত, হায়,
নিদারুণ রোগ-জ্বালা করিত যে নিরাময় !
বল, সিন্ধু, ভাসাইয়া
নিলে কোন্ দূরস্থলে,
নিরাময়ামৃতে সিক্ত সে সুচারু সিতোৎপলে !
তোমার করাল-স্রোত
তার পরে প্রবাহিয়া
ভবের মমতাময়ী লইলে যে ভাসাইয়া !
যতনের কল্পলতা
মমতার রত্নোত্তম,
স্নেহের অক্ষয়খনি ভালবাসা নিকেতন ;
কাতরে ঝরিলে আঁখি,
রাখি যার বক্ষঃস্থলে,
জুড়াইত ভগ্নশির সংসারের বজ্রানলে ;
কৃতান্ত তস্কর আসি
সে স্নেহ প্রতিমাখানি,
তোমার অনন্ত জলে টানিয়া ফেলিল আনি !

ঢাকিল সে স্নেহছবি
চিরঘন আবরণে,
সে মুখ দেখিতে আর পাইব না এ জীবনে !
স্নেহের মন্দির মম,
চিরতরে শূন্যময় ;
ধরণীর চির সাধ লুপ্ত সে.মমতাচয়।
স্নেহময় জনকের
স্নেহমাখা সুবদন,
ক্রমে, সিন্ধু, তব জলে করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হেমজাল বিভূষণে,
নিপীড়িত হেমভারে,
ভূষিত রতন মণি তারাভাতি মুক্তাহারে—
জননীর স্নেহ-কোলে
প্রথমে শয়ন করি,
দেখিনু অনলামৃতে দীপ্ত দিবা বিভাবরী।
সৌভাগ্য সুন্দরী কোলে
পরিপুষ্ট কলেবর,
পরিপূর্ণ দিনে দিনে যথা চৈত্র শশধর।
ঐশ্বর্য্য সম্পদ যদি,
করিত আনন্দ দান,
তাহা হ'লে শত খণ্ডে ভাঙ্গিত না এই প্রাণ !

যা কিছু জগতে আছে,
ঐশ্বর্য্য বিভব ধন,
অকাতরে তব নীরে করিতেছি বিসর্জ্জন ;
যদি তার বিনিময়ে,
এক মুহূর্ত্তের তরে,
দেখিবারে পাইতাম সে মুখ কমলথরে।
আজি এ সম্পদ রাশি
লও সিন্ধু তব জলে
পরিবর্ত্তে অরপিয়া সে স্নেহের শতদলে
জননীর স্নেহরাশি,
জনকের ভালবাসা,
সহজার মধুময় স্নেহস্ফুট প্রেম-ভাষা ;
সকলি যে মধুময়,
প্রথম জগতে তবে,
ভাবিতাম এই সুখে চিরদিন গত হবে।
কিন্তু দেখ ক্রমে সিন্ধু,
কৃতান্ত নিভৃতে পশি,
হৃদয় কোমল বৃন্তে প্রহারিল কাল অসি।
ছারখার সে আঘাতে
কুঞ্জ বন সুষমার,
উঠিল চকিতে প্রাণে নিদারুণ হাহাকার!

মায়ার প্রপঞ্চ বিশ্ব,
বুঝিলাম সেই দিন,
সকলি কুহেলিময় জগত আঁধারে লীন!
ঘুড়িল না ভগ্নবুক,
গেল দিন, বর্ষ, মাস,
ঘুচিল না মরমের অনল-তাপিত-শ্বাস!
সেই দিন হতে আর,
দেখ সিন্ধু এ অবধি—
তব জলে কত ফুল ফেলিলাম নিরবধি!
অবশিষ্ট ছিল যাহা,
নহে মাস গত তার
একটি কুসুম ছিঁড়ি ফেলিয়াছি পুনর্ব্বার!
হে সিন্ধু, না জানি কত
তোমার কঠিন প্রাণ,
এত নিয়ে নহে তব বাসনার অবসান!
অবশিষ্ট ছিল যাহা,
তাহার একটি নিলে,
নির্ব্বাপিত অগ্নি প্রাণে পুনরায় জ্বালাইলে;
বরষে বরষে, সিন্ধু,
করিয়াছি অরপণ,
এত রত্ন নিয়ে তবু পূরিল না তব মন!

মায়ার আরসি খানি
ভেঙ্গেছে জগত মাঝে,
সে স্বচ্ছ দর্পণে আজি করাল কালিমা রাজে!
জগতে স্নেহের মণি,
লইয়াছ ভাসাইয়া ;
এইবার এস, সিন্ধু, বীচি-কর প্রসারিয়া ;
ভাসাইয়া লও তুমি
ভগ্ন জীর্ণ এ জীবন,
নির্ব্বাপিত কর প্রাণে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন!
এত করে' কাঁদিলাম ;
এত করে' ডাকিলাম,
পারিলে না তবু সিন্ধু, পুরাইতে মনস্কাম।
কহিলাম সকাতরে,
কাতরে কাঁদিয়া পায়,
তোমার অনন্ত স্রোত প্রবাহি উজান যায়,—
দেখাইতে হৃদি-ভ্রষ্ট,
সে ফুল্ল কমল-দলে,
ফেলিয়া দিয়াছি যাহা তোমার অনন্ত জলে।
পারিলে না দেখাইতে,
বারেক ক্ষণেক তরে
পারিলে না মিটাইতে সেই সাধ এ অন্তরে ;

এ মহা বিষুব দিনে,
আজি চৈত্র অবসানে,
বারেক দেখাও, সিন্ধু সেই ছিন্ন ফুলদামে।
নিরখিব একবার,
দেখিব না দুইবার,
সেই চন্দ্র-পদ্ম-মাখা চারুমুখ সুকুমার।
ছুঁইব না, লইব না,
থাকিবে তোমার জলে,
বারেক দেখিব শুধু দাঁড়াইয়া অচপলে।
কত দ্রব্য আনিতেছ
ভাসাইয়া তব গায়,
আমার সে ফুলগুলি কেন নাহি আসে হায়?
কাঁদিয়া কাঁদিয়া যদি,
করি প্রাণ বিসর্জ্জন,
পাইব না এ জীবনে অপহৃত সেই ধন।
বল, সিন্ধু, পারিবে কি
দেখাইতে জন্মান্তরে,
পাষাণে বাঁধিয়া বুক তবু থাকি আশা-ভরে;
কিম্বা যদি বল তুমি—
ভাসিলে তোমার জলে,
পাইব দেখিতে পুনঃ হৃদয় নলিন-দলে—

অম্লান বদনে, সিন্ধু,
এখনি এ কলেবর
ভাসাইব হাসিমুখে তব জলে নিরন্তর।
হায় রে মায়ার বিশ্ব,
ভাসাইতে পারি বটে,
অবশিষ্ট ফুলগুলি রাখি কার সন্নিকটে?
হে বিধি! কি মায়াজালে
সৃজিয়াছ এ সংসার,
কে ছিঁড়ে জগতে তব এ হেম-শৃঙ্খল-ভার?
অবোধ মানব আমি
কাঁদিতেছি হাহাকারে
অবশিষ্ট ফুলগুলি তবু বাসি বারে বারে।
যে যাবার চ'লে গেছে,
আসিবে না পুনঃ আর,
অবোধ মানব কালে বারিবে সে আঁখি-ধার;
ঘুচিবে এ অনাহার,
হবে ক্ষুধা নিবারণ,
সময়ে এ শোক-দৃশ্য হবে পরিবরতন।
আনন্দ-বিষাদ-ময়
এই বিশ্ব-নিকেতন,
কেমনে রচিল বিধি, কে করিবে নিরূপণ?

কালের দুরন্ত স্রোত,
কে বল রোধিতে পারে,
জন্মিল অজড় জড় সেই জলে ভাসিবারে।
কাঁদি আমি একবার,
কাঁদি আমি শতবার,
সে অনল-দগ্ধ-মুখ দেখিব না জন্মে আর ;
কৃতান্ত আপনি যদি—
ইচ্ছা করে পুনরায়,
পারিবে না সেই মুখ দেখাইতে কভু হায় !
মানবে নিয়তি-ডোরে
বাঁধিয়াছে বিধাতায়,
খুলিবারে সে বন্ধন নাহি তাঁর ক্ষমতায় ;
আপনি বিধাতা যদি
করে পুনঃ আকিঞ্চন,
নাহি সাধ্য খুলিবারে নিয়তির সে বন্ধন।
নিয়তির সে বন্ধন
কে পারে ছিঁড়িতে হায় ?
প্রত্যেক মানব বদ্ধ সে নিয়তি শৃঙ্খলায়।

মাঘী পূর্ণিমা

কালের চপল চক্র চল বিঘূর্ণনে,
নীরবে বৎসর কত পড়িল খসিয়া ;
আয়ু রবি ছায়া ক্রমে সরিল গগনে,
কত অঙ্ক রঙ্গমঞ্চে গেল অভিনিয়া !
কত সম্বৎসর গত সেই এই দিনে,
এইরূপ পুণ্য-তিথি মাঘী পূর্ণিমায়,
জাহ্নবীগো আসি তব পবিত্র পুলিনে,
ভেসেছিনু রুদ্ধ কণ্ঠে নয়ন ধারায়।
এমনি ধবল রাতে ফুট চন্দ্র করে,
তব তটে চিতা-ভূমে-গন্ধ-দারু-দামে,
পোড়াইনু জন্মশোধ নির্ম্মম অন্তরে,
জননীর স্নেহমাখা কোমল বয়ানে।
কত সম্বৎসর পরে আজি জলেশ্বরি,
এসেছি তোমার কাছে দেখ পুনরায়।
সেই চন্দ্র-কর স্নাত তোমার লহরী,
হাসিতেছে মধুরিম পুণ্য পূর্ণিমায়,
কিন্তু কোথা লুকাইলে বল জলাঙ্গিনি,
প্রীতি প্রেম স্নেহ মাখা সে মুখ আমার,

কোথা বাৎসল্যের দিব্য মূর্ত্তি স্বরূপিণী,
কেমনে সে স্নেহ-মুখ করিলে অন্তর ?
জননী গো গিয়াছিনু রাখিয়া তোমায়,
এইখানে চিতা-ভূমে এই পুণ্য-তটে,
বৎসরান্তে দেখ মাগো পুনঃ পূর্ণিমায়
আসিয়াছি সেই তব চিতার নিকটে।
সেই চিতাভূমি ওই পরিদৃশ্যমান,
কিন্তু তব চিতাভস্ম নাহি হেরি আর ;
জাহ্নবী চপল স্রোত ঢালি অবিরাম,
তোমার অস্তিত্ব ভবে করিল সংহার।
জাহ্নবীর স্নেহ কোলে, মৃদু সমীরণে,
কিম্বা ওই পূর্ণ চন্দ্র শিত চন্দ্রিমায়,
যেইখানে আছ তুমি, এই আবাহনে,
লক্ষিতে বা অলক্ষিতে এস পুনরায়।
এই সে নির্দ্দিষ্ট দিনে গিয়াছ চলিয়া,
বৎসরান্তে সেই দিনে এস একবার,
উপাদেয় অমৃতান্ন যত্নে সমর্পিয়া,
পূজিবে চরণ পদ্ম তনয় তোমার।
ধর মা গো অশ্রু-জলে আজি উপহার,
বৎসরান্তে বর্ষকৃত্যে এই তিলাঞ্জলি,
মাগি ভক্তি সমন্বিত দীন পরিহার,
জাহ্নবী সৈকতে বসি পূত অশ্রু ফেলি।

বায়ু-ভূত নিরালম্ব কিম্বা নিরাশ্রয়ে,
  সাকারে কি নিরাকারে কর বিচরণ,
মায়ার জগতে পুনঃ অবতীর্ণ হয়ে,
  বৎসরের তিলাঞ্জলি কর মা গ্রহণ।
বৎসরান্তে দিনেকের শ্রদ্ধা প্রতিদান—
  এই ক্ষীর, এই নীর, অন্নের সম্ভার
নিবারিয়া ক্ষুধা-আর্ত্ত তৃষ্ণাতুর প্রাণ,
  আনে যেন বিন্দু-তৃপ্তি মরমে তোমার।

অশ্রু-অর্ঘ্য

রোগে শোকে দুঃখে সুখে
বৎসর চলিয়া গেল, বৎসরের শেষ আজি ;
প্রসারি ময়ূখ মালা,
দীপ্ত দিনমণি ঢালে জ্বলন্ত অনল রাজি।
আজি এ বিষুব দিনে
ভক্তি-ভরে গত-জীব তৃষাতুর কণ্ঠে কত,
নিবারিতে তৃষা ক্লেশ,
উৎসর্গিয়া পুণ্যজল ঢালে সবে অবিরত।
একাদশ বর্ষ আজি
কোথায় চলিয়া তুমি গিয়াছ গো কুশলিনি ?
কোন্ দূর স্বর্গভূমি
উজলিয়া রহিয়াছ বল আজি সুহাসিনি ?
এ মহা-বিষব দিনে,
এস সেই স্বর্গ হ'তে আমার কবিতা রাণী !
আকুলি বিকুলি হয়ে,
ডাকি অশ্রুজলে ভাসি আশা মোহে যুক্ত-পাণি।
প্রেমময়ী প্রীতিময়ী—
ছিলে তুমি এ মরমে চির-প্রেম-স্বরূপিণী,

এ মরু হৃদয়ে মম,
উছলি প্রেমের উৎস এস প্রেম নির্ঝরিণি !
একদিন ছিলে তুমি,
অধিষ্ঠিতা মর্ম্মান্তরে কবিত্বরূপিণী রূপে,
নেহারি তোমায় দেবি !
হৃদয় ভরিয়া যেত ফুটন্ত "বসোরা" স্তূপে।
আজি তুমি স্বর্গগতা
দেখ এ হৃদয় মম কি চির বিষাদে ভরা,
একবার এস যদি
হৃদয়ে—"বসোরা" স্তূপ আবার ফুটিবে ত্বরা !
এস এই কবি-কুঞ্জে,
দেখ গো তোমার তরে রেখেছি আসন পাতি,
চলিয়া গিয়াছ তুমি ,
তোমার আশায় তবু বসে আছি দিবারাতি।
কি মোহ যে মোহময়ি—
ঢেলে গেছ মর্ম্মে মর্ম্মে ভুলিতে পারি না মনে,
বৎসরের শেষ দিনে
তাই ডাকি এস পুনঃ এস কবি-কুঞ্জ-বনে।
আসিলে এ কুঞ্জে তুমি,
বহিবে মলয় পুনঃ বসন্ত উঠিবে হাসি,
শেফালি কামিনী যূথি
মল্লিকা মালতী বেল ফুটিবে যে রাশি রাশি।

দুলিবে ব্রততী রাণী,
মলয়ের পরশনে মঞ্জরী মুকুট পরি,
চূত ফুলে মধু খেয়ে—
গুঞ্জরিবে পুঞ্জে পুঞ্জে মধুকর মধুকরী।
স্বর্গ হতে কবি-কুঞ্জে—
ফুটিবে আসিলে তুমি, শত পুষ্প দলে দলে,
শত পুষ্পে প্রেম অর্ঘ্য—
ঢালিব, আবার তব অরুণ চরণ তলে।
হায়! আমি আশা মুগ্ধ
তপন বিভ্রম সম মুগ্ধ আশা ছলনায়!
কেমনে আসিবে তুমি?
তুমি যে স্বর্গের দেবি বসে আছ অমরায়।
আসিও না তুমি দেবি,
যেখানে যে ভাবে থাক পূজিব নয়ন জলে!
অশ্রু-জলে গাঁথি মালা,
সেইখানে দিব অর্ঘ্য প্রেম ভরে সুনির্ম্মলে!
আজি এই বর্ষ শেষে,
এস এস প্রেমময়ি ঢালিব যে সুলোচনে!
তব তৃষাতুর কণ্ঠে
নয়ন গলিত জল এ দীর্ঘ নিশ্বাস সনে!
বল তবে প্রিয়তমে!
তব তৃষাতুর কণ্ঠ নয়ন গলিত নীরে,

আনিবে কি বিন্দু তৃপ্তি
জুড়াইতে বৎসরান্তে পারিবে কি প্রেয়সি রে ?
এ বিনোদ কবি-কুঞ্জে,
তোমার বিহনে আজি দেখ ঢাকা তমসায়,
আজি এ বৎসর শেষে
লইতে এ অশ্রু-অর্ঘ্য এস মর্ত্ত্যে পুনরায়।
যতদিন আমি দেবি,
ধরি বক্ষে জ্বালারাশি থাকিব এ ধরাতলে,
ততদিন প্রতি বর্ষে,
এ মহা-বিষুব দিনে ভাসিয়া নয়ন জলে,
তব তৃপ্তি কামনায়,
তোমার উদ্দেশে দেবি নয়ন গলিত জল,
তব জ্বালাময় বক্ষে,
তব তৃষাতুর কণ্ঠে ঢালিব যে অবিরল।
এ জনমে শান্তি তুমি পাও নাই প্রিয়তমে !
জন্মান্তরে চির শান্তি আসে যেন সে জীবনে।

প্রণতি

জীবন-প্রবাহ চল চঞ্চলে যে বহে যায় ;
বাসন্তী পূর্ণিমারাতি
আজি যে মলিন ভাতি,
যামিনী রজতে মাথা ঢাকে ক্রমে তমসায়।
জীবনের কুঞ্জ-বনে
পরিমলে সুবরণে,
ফুটেছিল কত যূথী কত কুন্দ-কলিদাম ;
কত বেল মল্লিকায়
শেফালি বাঁধুলী হায় !
ফুটিল মালতী কত আজি তাহা পরিম্লান।
আজি এ জীবন শেষে
অগন্ধ মলিন বেশে
সে কুসুম-রূপ ভাতি ঝরে পড়ে অনিবার।
নাহি সে কুসুম বাস,
মলয় কোমল শ্বাস—
জীবন বসন্ত বনে বহে না মরমে আর।
আশার অমৃত—পানে,
কি মোহ আছিল প্রাণে,

সে মোহ-প্রমোদ-রাজি কোথা আজি লুকাইল!
মধু-কণ্ঠে অপ্সরায়
কি গান গাহিল, হায়!
আজি সে প্রাণের বীণে কে তার ছিঁড়িয়া দিল!
আজি এ প্রাণের মাঝে
নির্ম্মমে ঔদাস্য রাজে;
কি এক বিষাদ-গীত বিষাদ-রাগিণী দিয়ে,
আকুল প্রাণের সনে,
হলাহল-বিকীরণে,
গাহিতেছে ভাঙ্গা বীণা অমিলনে মিলাইয়ে!
কেন এ জীবন, হায়,
নহে বাঁধা মমতায়!
মায়ার সহস্র গ্রন্থি কে দিয়াছে এলাইয়া!
কেন এ আকুল প্রাণ,
ছাড়িয়া এ দেহ-ধাম,
রাখিতে পারি না ধরি—যেতে চায় পলাইয়া!
জীবনের সুখ যত
আজি বিষে পরিণত,
বিকার-অতৃপ্তি আজি এ জীবন-বাসনায়;
সাধের আকাশে আর
নাহি চাঁদ পূর্ণিমার,
মোহের মুকুরখানি ভাঙ্গিয়াছে শতধায়।

আজি এ জীবন তরী—
কাল সিন্ধু-নীরোপরি,
আকুলিত সময়ের প্রতিকূল সমীরণে,
উন্মাদ-তরঙ্গ-ঘায়
ক্রমে দূরে ভেসে যায় ;
কাল-সিন্ধু গ্রাসে শত-বীচি কর-প্রসারণে।
জগতের ফুল্ল-ছবি,
জগত-নয়ন রবি,
যামিনী-সীমন্তে শশী, তারকার মণিহার,
ফুল-পুঞ্জ, তরুরাজি,
সুদূরে লুকায় আজি ;
মলিন-নয়নে ক্রমে ঘেরিতেছে অন্ধকার !
তরী প্লবমান প্রায়,
ঝটিকা প্রবাহি যায় ;
জীবন সন্ধ্যায় আজি কোথা, হরি দয়াময় !
আজি এ অন্তিম-দিনে,
শ্রীপদ-কমল বিনে,
কোথা দাঁড়াইব, নাথ, আমি চির নিরাশ্রয় !
অসংখ্য পাতক দিয়া
মলিন করেছি হিয়া,
প্রাণের ভিতর আজি পূর্ণ পাপ-কালিমায় ;

নরক-হৃদয় তলে,
কি তীব্র অনল জ্বলে,
শত-ফণি-বিষে আজি জ্বলিতেছি যাতনায় !
নয়ন-দর্পণ 'পরে,
গত-দিন থরে থরে—
জীবন-উপান্তে আজি হইতেছে প্রতিভাত ;
কোথা সে আশার হাসি,
যৌবন-আনন্দ-রাশি ;
আজি যে কেবল শিরে অশনি-করকাপাত !
ক্ষোভে, অনুতাপে, হায়,
জ্বলে প্রাণ যাতনায়,
সহিতে অক্ষম নাথ ! অসহ্য পাপের ভার।
কাতর বিকল হয়ে,
এসেছি চরণাশ্রয়ে,
কাঁদিতেছি, ডাকিতেছি ফেলি শত অশ্রুধার।
পতিত-পাবন নাথ, কোথা দয়াময় হরি !
ডাকিতেছি যুক্তপাণি,
কাতর কণ্ঠের বাণী
একবার শোন, ডাকি দয়াল চরণ ধরি।
পাতকে নিষ্কৃতি যদি
থাকে, নাথ ! নিরবধি
তোমার চরণে তাহা আছে শুধু, দয়াময়।

তোমার কমল পায়,
কাঁদি আজি সে আশায় ;
চরণ-পুণ্যের স্রোতে কর এ বিষাদ ক্ষয় !
জীবনের পাপ যত
ক্ষমা কর অবিরত,
ক্ষম শত অপরাধ—ধরিতেছি শ্রীচরণ ;
আজি পাপ অবসাদে,
কলুষিত প্রাণ কাঁদে ;
অনুতপ্তজনে ক্ষমা কর, নিত্য-নিরঞ্জন !
স্নানিয়া, পবিত্র জলে,
মন্ত্র-উচ্চারণ-ফলে
চাহি না করিতে নাশ সঞ্চিত পাতকভার ;
তোমার চরণে আমি
এসেছি, জগত-স্বামি,
তোমারি চরণালোকে হরিব এ অন্ধকার !
খুলিয়া প্রাণের দ্বার,
ডাকিতেছি অনিবার,
কোন দূরান্তরে আজি রহিয়াছ, দয়াময় !
এস, এ পাপীর পাশে
যুড়াইতে হতাশ্বাসে,
পাপীর ভরসা শুধু তোমার মহিমা-চয় !

তুমি যে করুণাময়,
তোমার করুণাচয়—
বিভাষিত ধরিত্রীর প্রতি সুষমার হারে ;
তোমার মহিমা-গান,
প্রবাহিনী অবিরাম—
কল কল রবে গায় বহিয়া অমৃতভারে।
চন্দ্রমা-বিনোদ-ছবি,
জ্বলন্ত-অনল-রবি,
কি চিত্র এঁকেছ, দেব, বিমল গগন-পটে!
অমৃতে জগত ভাসে,
অনলে ত্রিলোক হাসে,
তরু, লতা, জীব, জন্তু পায় প্রাণ অকপটে।
এমন মহিমা যার,
তারে বিনা কারে আর
ডাকিব, কাঁদিব লুটি কাহার চরণতলে?
যে জন করিয়া দয়া—
দিয়া চরণের ছায়া,
ঠেলিবে না পদতলে অস্পৃশ্য ঘৃণিত ব'লে।
তোমাকেই ডাকি আমি,
এস, জগতের স্বামী!
আজি যে তোমার তরে কাতর হয়েছে প্রাণ ;